উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮১,১৮৬.৪৪ (-৮৭২.৯৮)

নিফটি : ২৪,৬৮৩.৯০ (-২৬১.৫৫)

একটাই ট্যাক্স : মমতা

জিএসটি দেওয়ার পরও রাস্তায় টোল ট্যাক্স দিতে হচ্ছে শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের। শিলিগুড়ির কাছে সরকারি মঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতার হুঁশিয়ারি, একটার বেশি ট্যাক্স নেওয়া যাবে না। » ৮

অবৈধ রিহ্যাবে তরুণের মৃত্যু

গঙ্গারামপুরের কালদিঘি হিমঘর সংলগ্ন একটি নেশামুক্তিকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার মৃত্যু হল এক তরুণের। প্রশ্ন উঠেছে নেশামুক্তিকেন্দ্রের বৈধতা নিয়েও। » ৪

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩২°	৩১°	৩২°
সর্বনিম্ন	২৪°	২৪°	২৩°	২২°

মমতা-রিজিজু কথা, মোদির প্রতিনিধিদলে অভিষেক » ৭

৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 21 May 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 3

জলে ৩২ কোটি

মাঝরাতে ভাঙল আত্রেয়ীর বাঁধ

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২০ মে : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফরকালেই মাঝরাতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল তাঁরই হাতে উদ্বোধন হওয়া আত্রেয়ী বক্ষের বাঁধ। বর্ষার টানা প্রবল বর্ষণে নয়, প্রাক বর্ষার বৃষ্টিতেই বাঁধটি জলে মিশেছে। স্বল্প উচ্চতার বাঁধটি তৈরিতে ব্যয় হয়েছিল ৩২ কোটি টাকা। মাত্র দেড় বছর না হতেই সেই টাকাও কার্যত আত্রেয়ীর জলে। নির্মাণে শুধু ৩২ কোটি টাকা খরচ নয়, বাঁধের সংস্কার ও নিরাপত্তায় গত কয়েক মাসে দু'দফায় রাজ্য সরকার ৮৭ লক্ষ টাকা এবং ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দিয়েছিল। ওই অর্থও কার্যত জলে ভেসে বাংলাদেশে চলে গিয়েছে। তিন মাসে দু'বার বাঁধ ভাঙায়, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বারবার নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলেছেন। একই অভিযোগ তুলে সরব বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও। মঙ্গলবার বাঁধভাঙনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাটমানির অভিযোগ তোলেন তিনি।

সুকান্ত বলেন, 'বাঁধ নির্মাণে এক্সপার্টদের মতামত প্রয়োজন, সেটা নেওয়া হয়নি। তারপর ওঁর নেতারা কাটমানি খেয়ে নিম্নমানের বাঁধ বানিয়েছে। উন্নতমানের লোহার রড দেওয়া হয়নি। তাই এই বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। চরম দুর্নীতি হয়েছে। আমি জেলা শাসকের কাছে তদন্তের দাবি করছি। বিষয়টি নিয়ে বিধানসভায় আমাদের বিধায়করাও সরব হবেন।'

তবে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান তৃণমূলের অশোক মিত্র বলেন, 'এটা একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। উত্তরবঙ্গে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। তাই জলের স্রোত বেশি ছিল। তাতে বাঁধের ক্ষতি হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা নিয়েও রাজনীতি করছে বিজেপি।' অন্যদিকে, বাঁধ ভাঙার কারণ খতিয়ে দেখা হবে বলে জানান সেচ দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ ভট্টাচার্য।

বালুরঘাটের আত্রেয়ী বক্ষে বাঁধ নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৩-এর শেষে আত্রেয়ীর জল ধরে রাখতে নদী বরাবর স্বল্প উচ্চতার ড্যাম তৈরির কাজ শেষ হয়। ২০২৪-এর জানুয়ারিতে বাঁধটির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু দেড় বছর না যেতেই সোমবার মধ্যরাতে বালুরঘাট শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডাকরা এলাকার স্বল্প উচ্চতার ড্যামের কংক্রিটের স্ট্রাকচার জলের তোড়ে ভেসে যায়। মঙ্গলবার ঘটনাটি জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত, পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন সেচ দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ, এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্ত ভৌমিক সহ পুলিশ-প্রশাসনের কর্তারা। এদিকে, বাঁধটি ভেঙে যাওয়ায় উদ্বেগ বেড়েছে নদীপাড়ের বাসিন্দাদের। নদীপাড়ের বাসিন্দা রিবন হালদার বলেন, 'অতি নিম্নমানের কাজ হয়েছে। আমরা বারবার প্রশ্ন তুলেছি, কিন্তু কেউ শোনেনি। তাই এই বিপত্তি হয়েছে। মধ্যরাতে বাঁধ ভেঙে যায়। সারারাত ঘুমাতে পারিনি।'

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ড্যামের ডানদিকে থাকা লোহার স্ট্রাকচার ভেঙে পড়েছিল। ভেসে গিয়েছিল কংক্রিটের সিঁড়িও। কিন্তু এবার নদীগর্ভের কংক্রিটের স্ট্রাকচারই ভেসে গিয়েছে। অথচ এই বাঁধের জন্য বারবার অর্থবরাদ্দ করছে রাজ্য সরকার। আর সমস্ত টাকাই কার্যত জলে ভেসে যাচ্ছে।

প্রাক বর্ষার বৃষ্টিতেই আত্রেয়ীর জলে ভেসে গেল বাঁধ। -মাজিদুর সরদার

নিম্নমানের কাজ

- উদ্বোধনের দেড় বছরের মধ্যে ভাঙল আত্রেয়ী বক্ষের বাঁধ
- ৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছিল বাঁধটি, সংস্কারেও অর্থবরাদ্দ
- সরকারি টাকা জলে যাওয়ায় নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠছে
- কাটমানি প্রসঙ্গে সরব সুকান্ত, অশোকের মুখে প্রাকৃতিক দুর্যোগ

তখনও দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। শিলিগুড়ি-মালদা ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জারে। মঙ্গলবার গাইসাল স্টেশনে।

মৃত যখন জীবিত

নার্সিংহোমের কারসাজি ধরল প্রশাসন

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২০ মে : পাঁচ ঘণ্টা আগে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত সাজিয়ে দিব্যি চলছিল নার্সিংহোমের বিল বাড়ানোর কারসাজি। শেষে সুজাপুরের ওই নার্সিংহোমের কীর্তি হাতেনাতে ধরে ফেলে জেলার নজরদারি দল। অভিযোগ, মৃত্যুর পরও রোগীকে ভেন্টিলেশনে রেখে দেওয়া হয়। এমনকি আধিকারিকদের আসতে দেখেই ভেন্টিলেশনে থাকা মৃতদেহে সিপিআর দেওয়া হয়। তবে নজরদারি দলে থাকা দুই সরকারি চিকিৎসক এই কারসাজি হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তাঁদের বক্তব্য, অন্তত পাঁচ ঘণ্টা আগে ওই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে শুনানির জন্য ডাকা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে জেলা প্রশাসন কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। তবে এবিষয়ে বারবার ফোন করে ও এসএমএস করেও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি।

গত শুক্রবার গলব্লাডারের অপারেশনের জন্য কালিয়াচকের সুজাপুর এলাকার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় মহম্মদ সাকিরুল ইসলাম নামে বছর চব্বিশের এক তরুণকে। সাকিরুলের বাড়ি মানিকচকের এলাহিটোলায়। শনিবার নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ মাইক্রো সার্জারির জন্য পরিবারের অনুমতি নেয়।

এরপর আটের পাতায়

বিল বাড়াতে

- গলব্লাডারের অপারেশনের জন্য নার্সিংহোমে ভর্তি হন মহম্মদ সাকিরুল ইসলাম
- অপারেশন করার সময়ই সাকিরুলের মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ
- মৃত্যুর ৫ ঘণ্টা পরও তাঁকে জীবিত সাজিয়ে রাখা হয়

গাইসালে ভয়াবহ স্মৃতি ফেরাল জ্বলন্ত ইঞ্জিন

অরুণ ঝা

গাইসাল, ২০ মে : ২৬ বছরের পুরোনো ক্ষতটা শুকোয়নি। মঙ্গলবার ইসলামপুর থানার গাইসাল স্টেশনে শিলিগুড়ি-মালদা ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন লাগতেই ১৯৯৯ সালের ট্রেন দুর্ঘটনার ভয়ংকর স্মৃতিটা ফিরে এল লোকের মুখে মুখে। তাঁদের অনেকেই স্বগতোক্তি করলেন 'অভিশপ্ত গাইসাল স্টেশন।'

এদিন দুপুর ১টা ৫০ মিনিট নাগাদ ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার গাইসাল স্টেশনে আগুন লাগার কারণে দাঁড়িয়ে পড়ে। ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়ায়। স্টেশনের কর্মী-আধিকারিকরাও হতচকিত হয়ে পড়েন। স্টেশন চত্বরে হুলুস্থুল শুরু হয়। আগুন ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় তড়িঘড়ি ইসলামপুর থেকে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিহারের কিশনগঞ্জ থেকেও দমকলের একটি ইঞ্জিন আসে। রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার গাইসাল স্টেশনে চলে আসেন।

এদিন দুর্ঘটনার জেরে দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেস, হাওড়াগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, দিল্লিগামী সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস সহ একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন আটকে পড়ে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা আপ ও ডাউন দুই লাইনেই ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল।

এরপর আটের পাতায়

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT MALDA Ph: 8527236841. RENAULT RAIGANJ Ph: 9311700645. RENAULT SILIGURI Ph: 9311399671. RENAULT ASANSOL Ph: 8527240471. RENAULT GANGTOK Ph: 8929207318. RENAULT BALURGHAT Ph: 7428438946. RENAULT BANKURA Ph: 9667215385. RENAULT BURDWAN Ph: 8130499627. RENAULT BERHAMPORE Ph: 8527235410. RENAULT DURGAPUR Ph: 8527240447. RENAULT KRISHNANAGAR Ph: 8448488211. RENAULT SINGUR Ph: 9311700650. RENAULT SURI Ph: 8377905404. KOLKATA: RENAULT KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD) Ph: 8527234918, RENAULT KOLKATA SOUTH (ALIPORE) Ph: 8527240425, RENAULT RAJARHAT Ph: 8527240370, RENAULT BT ROAD Ph: 9311489001.

আমার উত্তরবঙ্গ

পিছোল রেড পান্ডা গণনা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২০ মে : আবহাওয়ার কারণে আপাতত পিছিয়ে গেল রেড পান্ডা গণনা। চলতি মাসেই নেওড়াভ্যালি ও সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানে রেড পান্ডা গণনার কথা ছিল। বর্তমানে পাহাড়ে এখন রোজই বৃষ্টি হচ্ছে। সেই কারণে গণনার কাজে সমস্যা হবে দেখে বন দপ্তর সিদ্ধান্ত বদল করেছে। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, 'আগামী নভেম্বরে গণনা করার কথা ভেবে রাখা হয়েছে। এর মাঝে যদি আবহাওয়া ভালো হয় তবে তখনও প্রচেষ্টা করা হবে।'

পাহাড়ের দুই জাতীয় উদ্যানে রেড পান্ডা গণনার জন্য বন দপ্তর মোট ৫০টি টিম তৈরি করে রেখেছে। কালিম্পংয়ের নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০-১০ হাজার ফুট উঁচুতে। ৮৮ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। অন্যদিকে, সিকিম ও নেপাল সীমান্তের সিঙ্গালিলা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৩০০ ফুট উঁচুতে। এই জাতীয় উদ্যানের সবচেয়ে উঁচু এলাকাটি ৭ হাজার ফুট উচ্চতায়। আয়তন ২০৩ বর্গকিলোমিটার। পাহাড়ে বৃষ্টিপাতের জন্য বিশেষ করে উঁচু এলাকার জঙ্গলে কাজ করতে গিয়ে বনকর্মীদের অসুবিধা হয়। পাশাপাশি বৃষ্টির কারণে রেড পান্ডার বিষ্ঠা সংগ্রহ করাও সমস্যাজনক। ওই বিষ্ঠা হায়দরাবাদের ল্যাবরেটরিতে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে রেড পান্ডার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এর আগে শেষবার রেড পান্ডা গণনা হয়েছে ২০১৯ সালে। তখন সিঙ্গালিলায় ৩২টি ও নেওড়াভ্যালিতে ৩৫টি রেড পান্ডার হদিস মিলেছিল। রেড পান্ডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজার্ভেশন অফ নেচার (আইইউসিএন) রেড পান্ডাকে বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পূর্ব হিমালয়ে এদের বাস। দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক রেড পান্ডার সংরক্ষণে তোপকেদাড়াতে সাফল্যের সঙ্গে একাধিক কৃত্রিম প্রজনন করেছে।

৩০ কিমি বাইক চালিয়ে রক্তদান

শীতলকুচি, ২০ মে : প্রায় ৩০ কিলোমিটার বাইক চালিয়ে এসে মুমূর্ষু রোগীকে রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন এক তরুণ। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গায়। শীতলকুচি ব্লকের দেওয়ানকোট জয়দুয়ার গ্রামের গৃহবধূ সুস্মিতা বর্মন মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। সুস্মিতা গর্ভবতী, শরীরে হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়ায় রক্তের প্রয়োজন পড়ে। তাঁর রক্তের গ্রুপ 'এ' পজিটিভ।

ব্লাড ব্যাংকে ওই গ্রুপের রক্ত মিলছিল না। পরে সুস্মিতার প্রতিবেশী মিরাজুল ইসলাম রক্তের প্রয়োজন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। ওই পোস্টে সাড়া দিয়ে শীতলকুচি ব্লকের নগরলালবাজার গ্রামের তরুণ আনারুল ইসলাম রক্ত দান করতে এগিয়ে আসেন। তরুণের বাড়ি মাথাভাঙ্গা শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে।

এই দীর্ঘপথ বাইক চালিয়ে এসে রক্তদান করেন আনারুল। তাঁর এই মহৎ কাজের প্রশংসা করেছেন অনেকেই। আনারুল বলেন, 'এক মায়ের জীবন বাঁচাতে পেরে ভালো লাগছে। আগামীদিনেও এই কাজ করে যাব।' রক্ত পেয়ে খুশি সুস্মিতা বর্মনের পরিবার। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে আনারুলকে।

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
EXAMINATION NOTIFICATION
[P.G. & U.G. under D.E. Mode]

The students are requested to visit www.nbu.ac.in or https://cdoe.nbu.ac.in for detailed information regarding P.G. & U.G. Odd & Even Semester Examinations (under Distance and Online Education Mode) held in July, 2025.

Advt. No. 05/R-2025, Dated : 21.05.2025 Registrar (Addl. Charge)

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/৬৬/০০১/২৫-২৬, তারিখ : ১৬-০৫-২০২৫। নিচের স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

ক্রম নং:১; টেন্ডার নং. : কেটি২৫৫২৮২;

বন্ধ/খোলার তারিখ : ০৫-০৬-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রিন্ড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল (কপার কন্ডাক্টর) স্পেসিফিকেশন নং: আইআরএস: এস-৬৩/২০১৪ (রিভি ৪.০) বা টেন্ডার খোলার তারিখ অনুযায়ী সর্বশেষ সংশোধনী অনুসারে, সাইজ: ১২ কোর × ১.৫ বর্গমিমি।

প্রাপক:-এসএসই/এসআইজি /মালদা টাউন, এনএফআর। পরিমাণ:- ১৮ কিমি।

দ্রষ্টব্য :- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য দরদাতা ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) দেখতে পারেন। উক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক দরদাতাদেরকে অবশ্যই উক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করে তাদের অফার ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদেরকে ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং অথরিটি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে উক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

কোন গতিপথে ঘুরবে, রাই ও নীলুর জীবন?
মিঠিঝোরা তোলপাড় ৩ দিন রাত ১০.১৫ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ সংসার সংগ্রাম, দুপুর ১.০০ নাটের গুরু, বিকেল ৪.০০ সুদ আসল, সন্ধে ৭.০০ চ্যাম্পিয়ন, রাত ১০.০০ নায়ক-দ্য রিয়েল হিরো, ১.০০ জ্যাকপট
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অন্যায় অবিচার, বিকেল ৪.৩০ লাভেরিয়া, সন্ধে ৭.৩০ ঘাতক, রাত ১০.৩০ রংবাজ
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ লোফার, দুপুর ২.০০ আসল নকল, বিকেল ৫.০০ জীবন যুদ্ধ, রাত ১০.৩০ গীত সংগীত, ১.০৫ পাসওয়ার্ড
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ব্যবধান
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আঘাত
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সমাধান
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.১৯ কুলি নম্বর ওয়ান, দুপুর ১.৫২ বঙ্গারাজু, বিকেল ৪.৫২ বজরঙ্গী-টু, সন্ধে ৭.৫৫ ফাইভডি, রাত ১০.৫৫ গুমনাম
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.৪৫ কর্জ, দুপুর ২.১৫ হিরো, বিকেল ৪.১৫ বীরে দি ওয়েডিং, সন্ধে ৬.৩০ হমরাজ, রাত ৯.০০ এক ভিলেন, ১১.১৫ আনইন্ডিয়ান
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪১ বীরে দি ওয়েডিং, দুপুর ১.৪৯ বব বিশ্বাস, বিকেল ৪.০৯ মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা, সন্ধে ৬.৩০ দ্য তাসখন্দ ফাইলস, রাত ৯.০ বরেলি কি বরফি, ১১.০৩ জওয়ানি জানেমন
স্টার মুভিজ : দুপুর ১.১৫ টেকেন-টু, বিকেল .৫০০ জন কার্টার, সন্ধে ৭.০০ অ্যাকুয়াম্যান অ্যান্ড দ্য লস্ট কিংডম, রাত ৯.০০ ন্যাশনাল ট্রেজার, ১১.০০ গডজিলা ভার্সেস কং

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ
সন্ধে ৬.০০ সান বাংলা

আনইন্ডিয়ান রাত ১১.১৫
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

রোশনাই রাত ১০.০০ স্টার জলসা

বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং-এর উন্নয়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/৪৫/২৫-২৬, তারিখ : ১৬-০৫-২০২৫; নিচের স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং.: ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৪৫-২৫-২৬; কাজের নাম : গোশালা-এ : নামবাড়ি ও গোশালা এলাকায় স্টাফ কোয়ার্টার ও বাংলোতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং-এর উন্নয়ন। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ২,৫২,২৩,৬০৭/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,৭৬,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৯-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা। উক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এপি-ইএল-টিআরডি-০৩-২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১. টেন্ডার নং: এপি-ইএল-টিআরডি-০৩-২৫-২৬, কাজের নাম : আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে জোরাই স্টেশন ইয়ার্ডে লাইন নং ৪ ও ৫ এর ওএইচই পরিবর্তন কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ২,৬১,২৫,২১৮.৩৪ টাকা, বায়নার ধন: ২,৮০,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৯-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ০৯-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড ডিএস, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

রঙ্গিয়া মণ্ডলে টিআরডি সম্পর্কীয় কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরটিই-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-২৫-২০২৪-২৫ তারিখ: ০৯-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: নিউ বঙ্গাইগাঁও ইয়ার্ডে ওয়ার্কশপ শান্টিং নেকের সম্প্রসারিত অংশের সাথে লাইন নং. ১৯ এর বৈদ্যুতিক কাজের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত টিআরডি সম্পর্কীয় কাজ (পিএসআই)। টেন্ডার রাশি: ৮২,৬০,৭৩৬.২৯/- টাকা। বায়না রাশি: ১,৬২,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ৩১-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোন্ট ডিইই/রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট

গত ৪/৩/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st class J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Manju Das থেকে Manju Rani Das হলাম। Manju Das এবং Manju Rani Das একই ব্যক্তি। (C/115570)

E-Tender notice

Sealed tender are hereby invited by the Executive Officer, H.C.Pur-I Panchayat Samity under 15th FC (Tied) vide Memo No. 289/H.C.Pur-I, Date : 15/05/2025. Interested persons may visit https://wbtenders.gov.in for details.

Sd/-
Executive Officer
H.C.Pur-I, Panchayat Samity
Malda

কাটিহার ডিভিশনে ডাটা লগার টার্মিনালের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর-এন-২০২৫-কে-০৯, তারিখ: ১৬-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনে এফট্রোনিক্স নির্মিত ডাটা লগারের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং বৃদ্ধির সাথে ডাটা লগার টার্মিনালের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৫,১০,৪১,২৫৯.০০ টাকা, বায়নার ধন: ৪,০৫,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৯-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ০৯-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৯-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘটাপর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙ্গিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং -এর কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ: ১৬-০৫-২০২৫; নিচের স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং. : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : (i) নিউ বঙ্গাইগাঁওয়ে: ডি.এস. টাইপ-II (৮ ইউনিট) ও টাইপ-III (৪ ইউনিট) কোয়ার্টার দ্বারা ১২টি জরাজীর্ণ স্টাফ কোয়ার্টার প্রতিস্থাপন; (ii) রঙ্গিয়া-এ : জরাজীর্ণ কোয়ার্টার প্রতিস্থাপন করে ১২টি নতুন স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ৭,৪৯,৯৮,৫২০.৪৭/- টাকা; বায়না মূল্য: ৫,২৫,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টা এবং টেন্ডার খোলা ০৯-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টা। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

গুয়াহাটিতে এল্যুমিনো থার্মিক ওয়েলডিং পোর্শানের যোগান

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ২২ অফ ২০২৫ তারিখ: ১৬-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচওয়াই-৩১-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থান: যার্ড উন্নতকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত ৫২ কেজি/৬০ কেজি রেলের ওয়েলডিংয়ের জন্য এল্যুমিনো থার্মিক ওয়েলডিং পোর্শনের যোগান: অগিয়াঠুরি, কামাখ্যা, গুয়াহাটি এবং নারেঙ্গী যার্ড। টেন্ডার রাশি: ১,২২,৫৬,৯২৭.৫০/- টাকা। বায়না রাশি: ২,১১,৩০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচওয়াই-৩২-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থান: কলোনিসমূহের অন্তরহেড আরসিসি ওয়াটার ট্যাঙ্ক পর্যন্ত পাইপলাইন নেটওয়ার্কের সংযোজনের দ্বারা জল যোগানের উন্নতকরণ, ট্যাঙ্কের মেরামত এবং পিভি লাইনের জন্যে দ্বিতীয় পাইপলাইনের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি: ৭৩,১৪,৪০৫.৯০/- টাকা। বায়না রাশি: ১,৪৭,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৯-০৬-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০৯-০৬-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মাণ্ডলিক অভিযন্তা/গুয়াহাটি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্স (WB63 20190005891) ROBEL HOSSAIN থাকায় 14-05-2025 সদর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে RUBEL HOQUE হলাম, বলাইরহাট, বলরামপুর, কোচবিহার। (C/116517)

●

ভুলবশত আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর WB 63 19920908549-এ তরুণ কুমার বিশ্বাস হওয়ায়, দিনহাটা নোটারি কোর্টে 19/5/25 ইং তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে তরুণ বিশ্বাস হলাম। পিতা, মৃত পিতর বিশ্বাস। তরুণ বিশ্বাস / তরুণ কুমার বিশ্বাস একই ব্যক্তি। গ্রাম, বড় আটিয়াবাড়ি, কোচবিহার। (D/S)

●

ড্রাইভিং লাইসেন্স (No WB6920090000359)-এ আমার নাম ভুলবশত Bidhu Paul উল্লেখ থাকায় ২০/৫/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bidhu Paul থেকে Biddu Paul হলাম। (C/115571)

কর্মখালি

পরিশ্রমী floor manager - under 30, H.S.(P) চাই। Mall in Gangtok. 9434117292. (C/116355)

●

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন : 9000/-। যোগাযোগ : 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/116355)

●

প্রচুর সিকিউরিটি গার্ড চাই। স্থান : শিলিগুড়ি (M) 8170837161, রায়গঞ্জ (M) 9046427575, গঙ্গারামপুর (M) 9064417137. থাকা, খাওয়া এবং OT সুব্যবস্থা আছে। (C/116355)

●

Math, English, General Studies, Reasoning Faculty and Office Staff required for a Govt. Exams preparation coaching institute for its Coochbehar and Alipurduar Branch. Interested Candidate may contact - 7407762660. (C/115936)

হারানো/প্রাপ্তি

I Rupam Roy lost my Caste Certificate No. 14/FKT/SC, 15/01/2015 on 16/05/2025 while traveling. If found contact to 7548950270. (B/S)

ব্যবসা

পার্টটাইম কাজ / ফুলটাইম কাজ - Be Your Own Boss, Flexible Work Hours, Work from home / office, any background. ফোন : 9874601682. (K)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৫৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৫৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
North Bengal Development Department
ABRIDGED NOTICE

Walk-in-interview for Accountant (Contractual) and Accounts Clerk (Contractual) will be held on 04.06.2025 from 11.00 am at the North Bengal Development Department Annex Building Conference Hall, Uttarkanya.

For details pl contact at No-0353-2568143/ 0353-2568077 or see the Notice Board of the department.

Sd/-
Joint Secretary
to the Government of West Bengal

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ০৪/২০২৫, তারিখ : ১৬-০৫-২০২৫। নিচের স্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

ক্রম. নং : ১; টেন্ডার নং : ০১২৪৫২৬৪

কাজের বিবরণ	টেন্ডার পরিমাণ	টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ
পিএসসি স্লিপারে ১ ইন ১২ ৬০ কেজি ওয়েল্ড যোগ্য সিএমএস ক্রসিং (ডব্লিউ সিএমএসসি) উৎপাদন ও সরবরাহ আরডিএসও'র ড্রয়িং নং ৬৪১২।	পিএল নং. ৬০০৬০২৭০ = ৫০ সেট	০৬-০৬-২০২৫

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে পারেন। উক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অবশ্যই উপরের ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ ইন করে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের অফার জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তারা ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০-এর অধীন সার্টিফাইং এজেন্সিগুলো থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে উক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করুন।

পিসিএমএম/সিওএন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

শিলিগুড়ি প্রধান শাখা
জেলা : দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
(Erstwhile Allahabad Bank)

আইএফএসসি কোড : আইডিআইবি000S692
ইমেল : s692@indianbank.co.in

রেফ : বিআর/এসএলজি/২০২৪-২৫/পান্না ট্রেডিং / পুনরুদ্ধার নোটিশ তারিখ : ১৩.০৫.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

প্রতি,

১) মেসার্স পান্না ট্রেডিং কর্পোরেশন স্বত্বাধিকারী : শ্রী পান্নালাল খটিক ওরফে পান্নালাল সোনকার (ঋণগ্রহীতা) ২) ঠিকানা : ১০৭/১৫২, দলবীর নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রধান নগর, ওয়ার্ড নং - ৩, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৪০০৩	২) শ্রী পান্নালাল খটিক ওরফে পান্নালাল সোনকার, কানহাইয়া লাল খটিক-এর পুত্র (ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা) ঠিকানা : ১০৭/১৫২, দলবীর নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রধান নগর, ওয়ার্ড নং - ৩, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৪০০৩

ম্যাডাম / প্রিয় স্যর

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২) সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর অন্তর্গত রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি হিসেবে, অ্যাকাউন্ট নং (নগদ আমানত প্রদত্ত এমএসএমই লোন অ্যাকাউন্ট নং - ৫০৫১৬৮৮৩৬৫৭) পান্না ট্রেডিং কর্পোরেশনের দ্বারা সুবিধা সরবরাহকারী, শাখা : শিলিগুড়ি প্রধান স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের নোটিশ।

সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে ০৬.০১.২০২৪ তারিখে ৬০ দিনের একটি চাহিদা নোটিশ ধার্য করা হয়েছে। নোটিশটিতে ঋণগ্রহীতা(গণ) / এবং জামিনদাতা(গণ) / প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে নিম্নে উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি / সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতা এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা বন্ধকরত / চার্জড এবং সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর অন্তর্গত সেকশন ১৩(৪)-এর আইনগত বিধিবদ্ধতা মেনে চলার দ্বারা সম্পত্তিগুলির দখল (প্রতীকী) করা হয়েছে।

এটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সুরক্ষিত ঋণদাতার আনুকূল্যে নিম্নে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির উপর যে সুরক্ষিত কর ধার্য করা হয়েছে সেই হিসেবে ই-অকশনের 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে সম্পত্তিগুলি https://www.ebkray.in-এ নোটিশটির রিসিট প্রকাশনার ৩০ দিন পর ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ প্রকাশনার দ্বারা এবং সংবাদপত্রে প্রকাশনার মাধ্যমে যে নির্দিষ্ট তারিখে বিক্রয় করা হবে সেটি আপনাকে অবগত করা হবে।

উপরে উল্লিখিত অ্যাক্টের অধীনস্থ অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৮) এর উপর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে যে, আপনার সুরক্ষিত সম্পত্তিটির পুনরুদ্ধার করার অধিকার আর্থিক সুবিধা প্রদানকারী ব্যাংকের দ্বারা প্রকাশিত নোটিশটির রিসিপ্টটির ৩০ দিনের মধ্যে রয়েছে। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন, নোটিশটি প্রকাশনার ৩০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সুরক্ষিত ঋণদাতা সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনস্থ সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর অন্তর্গত রুল ৯(১)-এর ক্ষমতাবলে একটি সর্বজনীন নোটিশ জারি করবে।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা : [illegible]

তারিখ : ১৩.০৫.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
শিলিগুড়ি প্রধান শাখা : রজনী বাগান, হিল কার্ট রোড, ভেনাস মোড়ের নিকট, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি: (০৩৫৩) ২৫৪০১৯৭, ইমেল: S692@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট-IV-এ (রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিক্রয় নোটিশ

[illegible]

তারিখ : ২০.০৫.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : সুমন কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং : ৯০৮৩৭০১৮১৫

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
শিলিগুড়ি প্রধান শাখা : রজনী বাগান, হিলকার্ট রোড, ভেনাস মোড়ের নিকট, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি: (০৩৫৩) ২৫৪০১৯৭, * ইমেল : S692@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট-IV-A' (রুল ৮(৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

[illegible]

তারিখ : ২০.০৫.২০২৫, স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : সুমন কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং : ৯০৮৩৭০১৮১৫

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। নতুন ফ্ল্যাট বা বাড়ি নেওয়ার সিদ্ধান্ত। বৃষ : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সামান্য মনোমালিন্য। মিথুন : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানসিক শান্তি। কর্কট : নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। বাবার পরামর্শে দাম্পত্যের জটিলতা কাটবে। সিংহ : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। কন্যা : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে উৎকণ্ঠার কারণ নেই। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। সন্তানে সুখ। তুলা : মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। জীবনের কোনও স্বপ্নপূরণ আজ। পেটের রোগে দুর্ভোগ। বৃশ্চিক : বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসবে। মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। পদোন্নতি। ধনু : ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। ছোট্ট কোনও বিষয় নিয়ে অযথা আশঙ্কা। মকর : স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। খুব পরিশ্রমে যাবে দিনটি। ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরবে। কুম্ভ : অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকুন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। মীন : সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে শরীর খারাপ করে ফেলতে পারেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ৩১ বৈশাখ, ২১ মে, ২০২৫, ৬ জেঠ, সংবৎ ৯ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২২ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।১১। বুধবার, নবমী রাত্রি ১০।৩২। শতভিষানক্ষত্র দিবা ২।৪৬। বৈধৃতিযোগ রাত্রি ৮।৫৭। তৈতিলকরণ দিবা ১১।২২ গতে গরকরণ রাত্রি ১০।৩২ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ২।৪৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ২।৪৬ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্ব্বে, রাত্রি ১০।৩২ গতে উত্তরে। কালবেলাদি- ৮।১৬ গতে ৯।৫৫ মধ্যে ও ১১।৩৪ গতে ১।১৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।১৬ গতে ৩।৩৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ২।৪৬ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ১০।৫৭ গতে যাত্রা মধ্যম পুনঃ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- নবমীর ত্রকোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৫ গতে ১১।১০ মধ্যে ও ১।৫০ গতে ৫।২৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫০ মধ্যে ও ১১।৫৮ গতে ১।২৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার করিমপুরে পথ দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা একটি ছোট গাড়িতে কলকাতায় যাচ্ছিলেন। কলকাতা থেকে করিমপুরগামী একটি বাস দ্রুতগতিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছোট গাড়িটিকে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা জখমদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে পাঁচজনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

ডাম্পারের চাকায় ছিন্নভিন্ন

ছেলেকে দিয়ে দেহ তোলাল পুলিশ

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ২০ মে : পাথর বোঝাই ডাম্পারের চাকায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া বাবার দেহাংশ ছেলেকে দিয়ে রাস্তা থেকে তোলাল পুলিশ। হাড়হিম করা সেই দৃশ্য চাক্ষুষ করে সোমবার রাতে কার্যত শিউরে ওঠেন পূর্ব বর্ধমানের গুসকরার বাসিন্দারা। মৃতের ছেলে সুদীপ দাস মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা আমার বাবার দেহের টুকরো টুকরো অংশ আমাকেই তুলতে বলেছিল পুলিশ।' পুলিশের এমন অমানবিক ভূমিকায় নিন্দার ঝড় উঠেছে। ঘটনার কথা জেনে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে আইনজীবীরা।

সোমবার রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে গুসকরা বাস টার্মিনার্সের কাছে। পাথর বোঝাই একটি ডাম্পার পিষে দেয় লটারির টিকিট বিক্রেতা প্রদীপকুমার দাসকে। সেখানেই দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন প্রদীপের ছেলে সুদীপ, পৌঁছোয় গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশও। এরপরেই পুলিশ সুদীপকে তাঁর বাবার দেহাংশ রাস্তা থেকে তুলতে বলে। এই বিষয়ে জেলার পুলিশ সুপার সায়ক দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'খোঁজ নিয়ে দেখছি কী হয়েছে।' ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিন্দার ঝড় তুলেছেন সকলে।

ঝুলেই রইল নিয়োগ

কলকাতা, ২০ মে : সুপার নিউমেরারি বা অতিরিক্ত শূন্যপদে আপাতত নিয়োগ নয়। কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর একক বেঞ্চ অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগের ওপর স্থগিতাদেশ পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন তালিকাভুক্ত চাকরিপ্রার্থীরা। মঙ্গলবার এই মামলাতেই ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, একক বেঞ্চে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। ফলে ১৬০০ অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগের বিষয়টি ঝুলেই রইল।

অর্থ সংকটে নয়া পন্থা

উদ্বৃত্ত বরাদ্দ ফেরত দিতে সব দপ্তরকে নির্দেশ নবান্নের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ মে : সরকারের সব দপ্তরের খরচ না হওয়া বরাদ্দ অর্থ চেয়ে পাঠাল নবান্নে অর্থ দপ্তর। গত আর্থিক বছরের দপ্তরগুলির খরচ না হওয়া বিভিন্ন খাতের টাকা ফিরে পেতেই অর্থ দপ্তর সব দপ্তরকে জরুরি ভিত্তিতে এই সার্কুলার (১৬২৯ এফওয়াই) পাঠিয়েছে। চলতি মাসের ৩১ মে'র মধ্যে দপ্তরগুলিকে অব্যবহৃত ওই টাকা ফেরত দিতে হবে। অর্থ দপ্তর সূত্রে মঙ্গলবার নবান্নের খবর, গত আর্থিক বছরের (২০২৪-২৫) ৩১ মার্চের মধ্যে সব দপ্তরকেই বিভিন্ন খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে অর্থ দপ্তর, যাতে দপ্তরগুলি আর্থিক বছরের পুরো বরাদ্দ অর্থ কাজে লাগাতে পারে। যদিও আর্থিক বছরের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে বরাদ্দ অর্থের পুরোটা কাজে লাগানো দপ্তরগুলির পক্ষে সম্ভব হয় না। সব দপ্তরেরই কিছু টাকা থেকে যায়। বিভিন্ন ব্যাংকে তা জমা থাকে। এবার ব্যাংকে গচ্ছিত দপ্তরগুলির খরচ না হওয়া অর্থ এ মাসের মধ্যেই ফেরত চায় অর্থ দপ্তর।

নবান্নে অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর, প্রবল আর্থিক সংকটের কারণে চাপ সামলাতে রাজ্য সরকার এখন হন্যে হয়ে অর্থ সংস্থানের মরিয়া চেষ্টা শুরু করেছে। একদিকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালু রাখতে বিপুল পরিমাণ অর্থ জোগাড়ের চেষ্টা। অন্যদিকে রাজকোষ ও রাজস্ব ঘাটতির চাপ সামাল দিতে অর্থ দপ্তরের লাগাতার চেষ্টা। সব মিলিয়ে বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও প্রায় দিশাহারা অবস্থা নবান্নের অর্থ দপ্তরের। তার মধ্যে রাজ্য যদি আবার ২৭ জুনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ)-র ২৫ শতাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে অর্থ দপ্তরের শিরে সংক্রান্তির আশঙ্কা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, অর্থের সংস্থান করতেই হবে অর্থ দপ্তরকে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে সব সামাজিক প্রকল্প চালু রাখতেই হবে। এতে কোনও ছাড় নেই। এই নির্দেশের পর নবান্নে অর্থ দপ্তরে এখন যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার নবান্নে অর্থ দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, 'যেখান সেখান থেকে এখন টাকা পাওয়ার সুযোগ আছে। আমরা তা উদ্ধারে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। সেই লক্ষ্যে এখন বিভিন্ন দপ্তরের খরচ না হওয়া অর্থ চলতি মাসের মধ্যে পেতে জরুরি পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

জরুরি ব্যবস্থা

- প্রবল আর্থিক সংকটের কারণে রাজ্য সরকার এখন হন্যে হয়ে অর্থসংস্থানের মরিয়া চেষ্টা করেছে
- একদিকে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালু রাখতে বিপুল পরিমাণ অর্থ জোগাড়ের চেষ্টা
- অন্যদিকে রাজকোষ ও রাজস্ব ঘাটতির চাপও সামাল দিতে হচ্ছে
- এই সমস্ত কারণে এখন বিভিন্ন দপ্তরের খরচ না হওয়া অর্থ পেতে জরুরি পদক্ষেপ করছে নবান্ন

কমিটিতে অভিষেক, অস্বস্তিতে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ মে : সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তিতে চূড়ান্ত অস্বস্তিতে রাজ্য বিজেপি। ইউসুফ পাঠানকে অন্তর্ভুক্ত করেও শেষপর্যন্ত তৃণমূলের শর্তে যেভাবে তাঁর জায়গায় অভিষেককে নেওয়া হল, তাতে মোদি-শা'র মমতা নির্ভরতাই আবার একবার স্পষ্ট হল বলে দাবি করেছে রাজ্য বিজেপির একাংশ। '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে যা নিশ্চিতভাবেই দলের অস্বস্তি বাড়াল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে বঙ্গ বিজেপির অন্দরে। দিল্লির এক্তিয়ারকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করে ইউসুফ পাঠানের নাম প্রত্যাহার করার ঘোষণার পর, রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেছিলেন, এটা কোনও রাজনৈতিক সফর নয়। কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল। ফলে এই দলের সদস্য নির্বাচনের এক্তিয়ার কেন্দ্র সরকারের। কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য বলেছিলেন, এটা ভারত সরকারের প্রতিনিধিদল। এখানে বিভাজনের রাজনীতি করা উচিত নয় মুখ্যমন্ত্রীর। চাপ বাড়াতে পাকিস্তানের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তৃণমূল কথা বলতে চায় না বলে সুর চড়িয়েছিলেন মালব্য।

কিন্তু সেই এক্তিয়ারের প্রশ্নেই কেন্দ্র যেভাবে মমতার শর্তের কাছে কার্যত মাথা নোয়াল, তাতে অশনি সংকেত দেখছে বঙ্গ বিজেপি। যদিও এদিন মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূলের সমালোচনা করে প্রতিনিধিদলের সদস্য ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'তৃণমূলে উত্তরাধিকারই শেষ কথা। তৃণমূল যেভাবে বয়কট করেছিল, তাতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের মুখরক্ষা করতে কেন্দ্রকে এটা মেনে নিতে হয়েছে।'

রানাঘাটে তিরঙ্গা যাত্রার শেষে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও কটাক্ষ করে বলেন, 'আমি তো বলেছি এটা একটা কোম্পানি। মমতা বন্দোপাধ্যায় হলেন চেয়ারপার্সন আর ভাইপো ম্যানেজিং ডিরেক্টর। বাকি সব চাকর-বাকর। বাকি সব ল্যাম্প পোস্ট।'

শস্যবিমায় ১৫৮ কোটি

কলকাতা, ২০ মে : গত রবি মরশুমে খারাপ আবহাওয়ার কারণে রাজ্যের আলু চাষিদের ক্ষতি হয়েছিল। মঙ্গলবার ১ লক্ষ আলু চাষির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বাংলা শস্যবিমা প্রকল্পে মোট ১৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এদিন এই খবর জানিয়ে বলেছেন, '২০১৯ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে মোট ৩৭২০ কোটি টাকা রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছে। আগামীদিনেও রাজ্য সরকার রাজ্যের কৃষকদের পাশে থাকবে।'

ছবি 'বিকৃত'

কলকাতা, ২০ মে : পাক গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া জ্যোতি মালহোত্রার সঙ্গে সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্যের ছবি এআই দিয়ে বিকৃত করে ভাইরাল করা হয়েছে। এই অভিযোগে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেন সৃজন। তাঁর অভিযোগ, ওই ছবি আসলে ব্রিগেডের সময় তাঁর সঙ্গে এক এসএফআই কর্মীর ছবি। কিন্তু তা বিকৃত করা হয়েছে। সৃজনের দাবি, রাজনীতিতে এঁটে উঠতে না পেরে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে।

৩২ হাজার নিয়োগে যুক্তি পর্ষদের

টাকা দিয়ে চাকরির প্রমাণ মেলেনি

কলকাতা, ২০ মে : টাকা দিয়ে চাকরি হয়ে থাকার প্রমাণ মেলেনি বলে প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি মামলায় আদালতে যুক্তি দিল রাজ্য। এই মামলায় প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে পর্ষদের আইনজীবী দাবি করেন, তিনি বিচারপতির মতো আচরণ না করে আইনজীবীর মতো আচরণ করেছেন। অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের একাংশের বক্তব্যের ভিত্তিতে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে তা যথাযথ নয় বলে সওয়াল পর্ষদের। পর্ষদের যুক্তি, দুর্নীতি আর অনিয়ম একই বিষয় নয়। দুর্নীতির কথা বলা হলেও কাউকে চিহ্নিত করা যায়নি। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'একজন চাকরিপ্রার্থী দুর্নীতির অভিযোগ করে মামলা করতে পারে। তবে পর্ষদের অন্দরে কী ঘটছে তা নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়।'

পর্ষদের দাবি, অকৃতকার্যদের বিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল একক বেঞ্চ। সেই পথে এগিয়েছে রায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, যে প্রক্রিয়ায় বিশাল সংখ্যক পরীক্ষার্থী যুক্ত রয়েছে, সেখানে সতর্কভাবে পদক্ষেপ করতে হয়। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা কেউ ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন না। বেশি নম্বর দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগে সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা যায় কি? তবে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী জানতে চান, পর্ষদ নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনার বিষয়ে কী কী নির্ভরযোগ্য পদক্ষেপ করেছে। পর্ষদ জানায়, ১ লক্ষ ২০ হাজার প্রার্থী অংশ নেয়। ৪২ হাজারের বেশি শূন্যপদ ছিল। দুর্নীতির অভিযোগ করলে প্রমাণ করতে হয়। যদিও পর্ষদ এদিন সম্পূর্ণ বক্তব্য শেষ করতে পারেনি। ১২ জুন মামলার পরবর্তী শুনানি।

আলিপুরে সবুজ অ্যানাকোন্ডা

কলকাতা, ২০ মে : আলিপুর চিড়িয়াখানায় চেন্নাই থেকে সবুজ অ্যানাকোন্ডা আনার কথা চলছে। কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলেই চেন্নাইয়ের মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাংক থেকে সেটিকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসা হবে। সম্প্রতি চিড়িয়াখানার একটি দল মাদ্রাজ গিয়ে ওই অ্যানাকোন্ডা পছন্দ করে এসেছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চূড়ান্ত কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু কেন্দ্রের অনুমতির অপেক্ষা। দীর্ঘদিন ধরে সবুজ অ্যানাকোন্ডা আনার পরিকল্পনা ছিল চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের। বিদেশেও খোঁজ করা হয়েছিল।

চ্যালেঞ্জ

কলকাতা, ২০ মে : চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের জন্য ২৫ ও ২০ হাজার টাকা করে ভাতা ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বঞ্চিত চাকরিহারারা। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

পাঠ্যক্রমে নয়া কোর্স

কলকাতা, ২০ মে : সিমেস্টার ব্যবস্থায় উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যক্রমে যুক্ত হওয়া নতুন বিষয়গুলি সম্পর্কে পড়ুয়াদের স্বচ্ছ ধারণা দিতে নতুন কোর্স শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। 'বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম' নামে এই কোর্স শুরু হবে ২৬ মে থেকে।

এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স, বিজনেস ম্যাথেমেটিক্স অ্যান্ড বেসিক স্ট্যাটিসটিক্স, বেসিক ম্যাথেমেটিক্স ফর সোশ্যাল সায়েন্সেস এবং ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকোয়াকালচারের মতো মোট ৫টি নতুন বিষয় উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়াও পরিবর্তন আনা হয়েছে কম্পিউটার সায়েন্স ও কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন সহ অন্য বেশকিছু বিষয়ের পাঠ্যক্রমে। পড়ুয়াদেরকে নতুন বিষয়ের পঠনপাঠনের ধরন সম্পর্কে জানাতে এই প্রস্তুতিমূলক কোর্স করানো হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রতিটি বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা হবে এই কোর্সে।

অফলাইনে শিক্ষা সংসদের দপ্তর বিদ্যাসাগর ভবনে মোট ২০০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে এই কোর্সের ক্লাস করানো হবে। ২৬ মে থেকে ৩০ মে পর্যন্ত এবং ৯ জুন অফলাইনে ক্লাস হবে। চলতি বছরের জুন থেকে অনলাইনেও পড়ুয়ারা এই কোর্সে যোগদানের সুযোগ পাবেন। ১৫ জুনের মধ্যে অনলাইন ক্লাসে আগ্রহী পড়ুয়াদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে। সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, 'আপাতত কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলার পড়ুয়াদের জন্য এই কোর্স শুরু হচ্ছে। তবে অন্য জেলার পড়ুয়াদের জন্য আমরা শীঘ্রই ক্লাস শুরু করব।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বিপজ্জনক।। গরুবাথানের চেলখোলায় ছবিটি তুলেছেন মালবাজারের রাজদীপ নাগ।

বিএসএফকে হেনস্তায় না সুকান্তর

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২০ মে : সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিএসএফের সঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বৈঠক করলেন। বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তন হতেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে একাধিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। যার ফলে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী ওই এলাকায় আরও কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। এর জেরে সীমান্ত সংলগ্ন ভারতীয়দের নানা সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। এমন অভিযোগ পেয়ে মঙ্গলবার সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বালুরঘাট ব্লকের শিবরামপুর সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে যান। সেখানে গিয়ে গ্রামবাসীর সমস্যার কথা শোনেন। পাশাপাশি সেই সমস্যা মেটাতে বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সুকান্ত বলেন, 'বিএসএফ সীমান্তবাসীর নিরাপত্তা দিতে সদা প্রস্তুত। তবে বর্তমানে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পরিস্থিতির কারণে বিএসএফ গ্রামবাসীকে চাষবাসের ক্ষেত্রে কাঁটাতারের ওপারে যাতায়াতে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছে। এই পরিস্থিতিতে বিএসএফ সহ গ্রামবাসীকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে অনুরোধ জানিয়েছি।' এদিন সাংসদের সঙ্গে ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নীলিমা বর্মন সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শিবরামপুর সীমান্তে বেশ কয়েকটি এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই। সেসব এলাকায় অস্থায়ী বেড়া দেওয়া হয়েছে। যার ফলে কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে চাষবাসের ক্ষেত্রে বা অন্য কাজে ভারতীয়দের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এদিন সেইসব সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী শিবরামপুরে যান। স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ বর্মনের কথায়, 'সীমান্তে বসবাস করি। কয়েকদিন আগে নতুন বিএসএফ কোম্পানি আমাদের এলাকায় এসেছে। তারপর থেকে নানারকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। রাতারাতি বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ী বেড়া দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এদিন গ্রামে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসায় তাঁকে আমরা সবটা জানিয়েছি, যাতে সুরাহা হয়।'

শেখ হাসিনাকে সরিয়ে মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হয়েছেন। নতুন সরকার আসার পর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। মাঝেমধ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অপ্রীতিকর ঘটনার খবর সামনে আসছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিএসএফ তাই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করেছে। আরেক স্থানীয় গীতা বর্মনের বক্তব্য, 'আগে কাঁটাতার আমার বাড়ির অনেকটা পিছন দিয়ে ছিল। এখন হঠাৎ বাড়ির পাশ দিয়ে অস্থায়ী বেড়া দেওয়া হয়েছে। সেজন্য জমিতে চাষ থেকে শুরু করে পুকুরে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিছু বললে বিএসএফ শুধু ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের অনুমতি নিয়ে আসার কথা বলছে। এতে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছি। কী করব বুঝতে পারছি না।'

এদিকে, এলাকাবাসীর যাতে কোনও হয়রানি না হয়, সেকথা এদিন তিনি বিএসএফ আধিকারিকদের জানিয়েছেন। এদিন সন্ধ্যায় গ্রামবাসীর সঙ্গে বিএসএফ আধিকারিকরা বৈঠকে বসবেন।

বিএসএফ আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলছেন সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার।

সীমান্ত পরিদর্শন

- শিবরামপুর সীমান্তে বেশ কয়েকটি এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই
- সেই এলাকাগুলিতে অস্থায়ী বেড়া দেওয়া হয়েছে
- এদিন সেসব সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী শিবরামপুরে যান

মৌমাছি দিবস

গাজোল, ২০ মে : মালদা জেলা বন দপ্তরের উদ্যোগে মঙ্গলবার আদিনা ডিয়ার পার্কে বিশ্ব মৌমাছি দিবস পালিত হয়। বন দপ্তরের আধিকারিক, কর্মী ছাড়াও গাজোল ন্যাশনাল স্কুলের ছাত্রী এবং শিক্ষকরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে মৌমাছি সম্পর্কিত ধারণা ফুটে ওঠে। পাশাপাশি মৌমাছির মাধ্যমে পরাগযোগ সংঘটিত করে দেখানো হয়। আদিনা ডিয়ার পার্কের অ্যাসিস্ট্যান্ট রিসার্চার শুভ্র পাল বলেন, 'একটি মৌমাছি নিজের সারাজীবনকালে মাত্র এক চামচ মধু সংগ্রহ করতে পারে। মৌমাছিদের কাছ থেকে আমাদের পরিশ্রম, একাগ্রতা ছাড়াও আরও অনেক কিছু শেখার রয়েছে।'

অনুষ্ঠানে মৌমাছিদের ওপর একটি স্লাইড শো দেখানো হয়। ছাত্রীরা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা মৌমাছি সংরক্ষণের ওপর নিজেদের মতামত তুলে ধরেন।

দাবিপত্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ মে : হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনে পদাতিক এক্সপ্রেস সহ দিল্লি এবং বেঙ্গালুরুগামী একাধিক ট্রেনের স্টপের দাবিতে মঙ্গলবার উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে স্মারকলিপি দিল হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী সমিতি। হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক পবন কেডিয়া বলেন, 'হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন জেলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন। এই এলাকা মাখনা চাষের জন্য বিখ্যাত। ব্যবসা, চিকিৎসা এবং পড়াশোনার স্বার্থে আমরা পদাতিক এক্সপ্রেসের স্টপ সহ দিল্লি ও বেঙ্গালুরুগামী ট্রেনেরও স্টপ দাবি করেছি। পাশাপাশি, এই স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের জন্য সংযোগকারী রাস্তা এবং ২টি ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন বসানোর জন্য আবেদন করেছি।' সাংসদ খগেন মুর্মু দাবিগুলি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন।

বুড়িমেলা

কুশমণ্ডি, ২০ মে : কয়েকশো বছরের পুরোনো নিয়ম মেনে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম মঙ্গলবার পালিত হল রাজবংশী সমাজের বাঘড়াইচণ্ডীপুজো, মুখোশ নৃত্য ও বুড়িমেলা। গত সাতদিন ধরে বিভিন্ন হাট পরিক্রমা করে এই পুজো এবং মেলার প্রচার করেছেন মুখোশশিল্পীরা। এদিন সকাল থেকেই কুশমণ্ডি বাজারে মুখোশশিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। লোকসংস্কৃতি গবেষক খুশি সরকারের কথায়, 'চণ্ডী এখানে দুর্গা। বর্ষার আগে প্রকৃতি দেবতা ছাড়াও ভগবান ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে কৃষক সমাজের এই ধর্মভিত্তিক সাংস্কৃতিক পরম্পরা গুরুত্বপূর্ণ।' সমগ্র অনুষ্ঠানে পুরুষদের প্রাধান্য থাকলেও সংসারের সমৃদ্ধির জন্য মহিলারাও উপোস থেকে বাঘড়াইচণ্ডীতে অংশ নেন। মঙ্গলবার বিকেল হতেই মেলা শুরু হয়। সন্ধ্যায় মুখোশ নৃত্য পরিবেশন করেন গোয়ালগাঁও গ্রামের মুখোশশিল্পীরা।

ধৃত হার ছিনতাইকারী

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ মে : হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ সোমবার রাতে বিহারের ভাগলপুর জেলার গোপালপুর থানা এলাকা থেকে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম মহম্মদ সাদ্দাম। দুই দুষ্কৃতী গত ২১ এপ্রিল দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পিপলা গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সহ সভাপতি দ্রোণাচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাশুড়ির হার ছিনতাই করে পালিয়েছিল। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নামে। আইসি মনোজিৎ সরকার বলেন, 'আমরা বাংলা এবং বিহারের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলির সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখি। এরপর মহম্মদ সাদ্দামকে গ্রেপ্তার করা হয়। আরেকজনের খোঁজে তল্লাশি চলছে।' এধরনের চুরির ঘটনায় একটি দল দুপুরবেলা অপারেশন চালাচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। গোটা চক্রটিকে ধরার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ছোবলে মৃত্যু

মালদা, ২০ মে : খড় আনতে গিয়ে সাপের ছোবলে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ার। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃত ওই প্রৌঢ়ার নাম ডলিনা অধিকারী। তাঁর বাড়ি হবিবপুরের পলাশডাঙ্গা এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে ডলিনা বাড়ির পাশে খড়ের গাদা থেকে খড় আনতে গিয়েছিলেন। ওই সময় একটি সাপ তাঁর ডান হাতের কবজিতে ছোবল দেয়। পরিবারের লোকজন তাঁকে প্রথমে বুলবুলচণ্ডী গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার বিকেলে তাঁর মৃত্যু হয়।

দোষী সাব্যস্ত

বুনিয়াদপুর, ২০ মে : পকসো মামলায় এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করল গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালত। তবে সাজা ঘোষণা করা হবে বুধবার। মঙ্গলবার সরকারি আইনজীবী শ্যামল পাল জানান, সাত বছর ধরে শুনানি চলার পাশাপাশি উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে সোমবার অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জজ মেলিসা গুরুং ওই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করেন। আদালত সূত্রের খবর, সাত বছর আগে ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে কুশমণ্ডি থানা এলাকায় ১৫ বছরের এক নাবালিকাকে ওই গ্রামেরই ৫২ বছরের এক ব্যক্তি একাধিকবার ধর্ষণ করে এবং পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ ওঠে। নাবালিকার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তারপর থেকেই আদালতে শুনানি চলছিল।

কমিটি গঠন

হরিরামপুর, ২০ মে : কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি রুখতে একটি কমিটি গঠন করলেন হরিরামপুরের বিডিও অত্রী চক্রবর্তী। তিনি জানান, পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য কাজ করবে সেই কমিটি। পঞ্চায়েত, থানা, বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও সরকারি অফিসে কর্মরত যে কোনও মানুষ যৌন হেনস্তার শিকার হলে ওই কমিটির কাছে নালিশ জানাতে পারবেন।

কুরুচিকর পোস্ট

হিলি, ২০ মে : বিনশিরা গ্রামের বাসিন্দা আবুবক্কর সিদ্দিক নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশ মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ, ওই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কুরুচিকর পোস্ট করে। ঘটনাটির তদন্ত শুরু হয়েছে বলে ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ জানিয়েছেন। ধৃতকে বুধবার আদালতে পেশ করা হবে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের লাইসেন্স নেই, তদন্ত শুরু পুলিশের

নেশা ছাড়াতে এসে মৃত্যু

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ২০ মে : কালদিঘি হিমঘর সংলগ্ন একটি নেশামুক্তিকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার মৃত্যু হল এক তরুণের। নেশামুক্তিকেন্দ্রে তরুণের মৃত্যু নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। প্রশ্ন উঠেছে নেশামুক্তিকেন্দ্রের বৈধতা নিয়েও। এরই মধ্যে খোদ সংস্থার কর্ণধার স্বীকার করলেন, স্বাস্থ্য দপ্তরের লাইসেন্স ছাড়াই চলছিল নেশামুক্তিকেন্দ্রটি। মৃতের পরিবারের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য বললেন, 'নেশামুক্তিকেন্দ্রে মঙ্গলবার এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। তদন্ত চলছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ভবিষ্যতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মৃত তরুণের নাম মহেন্দ্র রায় (৩৩)। গঙ্গারামপুর থানার দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা। পেশায় টোটোচালক এই তরুণ সম্প্রতি বিভিন্ন নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েন। প্রায় দু'মাস আগে কালদিঘি হিমঘর সংলগ্ন ওই নেশামুক্তিকেন্দ্রটিতে তরুণকে ভর্তি করান পরিবারের সদস্যরা। এদিন ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ মহেন্দ্র অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। মুখ দিয়ে ফেনা বেরোতে দেখলে তাঁকে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন নেশামুক্তিকেন্দ্রের কর্মীরা। ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

এদিকে, এদিন ঘটনাটি জানাজানি হতে নেশামুক্তিকেন্দ্রের বৈধতা এবং চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট নেশামুক্তিকেন্দ্রের কর্মকর্তাদের প্রতিক্রিয়া আরও চমকপ্রদ। নেশামুক্তিকেন্দ্রের সম্পাদক সাগর সূত্রধর জানান, গত দু'মাস আগে তরুণকে ভর্তি করা করেছিল। তাঁর শারীরিক সমস্যা সেভাবে ছিল না। মঙ্গলবার ভোররাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। সাগরের অনুমান, সম্ভবত তরুণের স্ট্রোক হয়েছিল। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে সবটা পরিষ্কার হবে। আপনাদের এই নেশামুক্তিকেন্দ্রের বৈধ লাইসেন্স রয়েছে? জিজ্ঞাসা করতে উত্তর এল, 'নেশামুক্তিকেন্দ্র চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের লাইসেন্স নেই।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কেন্দ্রটিতে বর্তমানে ৯০-৯৫ জনের চিকিৎসা চলছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের লাইসেন্স ছাড়া এতজন রোগীর ভর্তি এবং চিকিৎসা কীভাবে চলছে, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। এতদিন ধরে প্রশাসনের নাকের নীচে নেশামুক্তিকেন্দ্রটি চলছিল। অথচ প্রশাসন কিছু জানে না। এতে প্রশাসনের নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ দাস বললেন, 'কীভাবে এই নেশামুক্তিকেন্দ্রগুলি চলছে, আমি জানি না। তবে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে কোনও অনুমোদন দেওয়া হয়নি। কোনও লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মৃতের পরিবার। মঙ্গলবার গঙ্গারামপুরে।

ঘটনাক্রম

- প্রায় দু'মাস আগে কালদিঘি হিমঘর সংলগ্ন নেশামুক্তিকেন্দ্রটিতে ভর্তি করানো হয় মহেন্দ্রকে
- মঙ্গলবার ভোরে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে
- সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়

নর্দমা না থাকায় জলে ডুবেছে কুমারগঞ্জের হাজিপাড়া। মঙ্গলবার। - সংবাদচিত্র

ভুল জায়গায় নর্দমা, দাবি মেটেনি কালভার্টের

সাজাহান আলি

কুমারগঞ্জ, ২০ মে : গ্রামে কোনও কালভার্ট না থাকায় বছরের পর বছর ধরে বর্ষাকালে সইতে হচ্ছে জল-যন্ত্রণা। গ্রামে জমা জল বের করার মতো কোনও নর্দমা নেই। একবছর আগে একটি নর্দমা অবশ্য তৈরি করা হয়েছিল। তবে অভিযোগ, সেটি ভুল জায়গায় তৈরি করা হয়েছে। একারণে ভুক্তভোগীদের আদতে কোনও লাভ হয়নি। এই পরিস্থিতি কুমারগঞ্জ ব্লকের সাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজিপাড়া গ্রামের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রশাসন নতুন করে আরেকটি নর্দমা এবং কালভার্ট তৈরির আশ্বাস দিয়েছিল। এরপর কাজ আর এগোয়নি।

সাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মমতাজ বিবি বললেন, 'নর্দমা ও কালভার্ট নির্মাণের কাজ করতে যে অর্থ লাগবে গ্রাম পঞ্চায়েতের তা ব্যয় করার মতো সামর্থ্য নেই। এনিয়ে জেলা পরিষদকে অনেকবার বলেছি।' জেলা পরিষদ সদস্য সুকলাল হাঁসদা আক্ষেপের সুরে বললেন, 'গত কয়েকমাস হল নর্দমা নির্মাণের কাজ ঝুলে আছে। জেলা পরিষদের বৈঠকে এবিষয়ে ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষকে জানিয়েছি। এপর্যন্ত কাজ শুরু না হওয়ায় আমি হতাশ।'

গ্রামে কোনও নর্দমা না থাকায় বর্ষাকালে জলমগ্ন হয়ে পড়ে এলাকার রাস্তাঘাট, তাছাড়া বাড়িঘরেও জল ঢুকে যায়। দৈনন্দিনের কাজকর্ম, ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যাতায়াত করা ছাড়াও বাইরে সারতে হবে এমন জরুরি কাজ সেরে ফেলা সে সময় কষ্টকর হয়ে উঠে। হাজিপাড়ার বাসিন্দা মইজুদ্দিন মিয়াঁ ক্ষুব্ধভাবে বললেন, 'বাঁশের মাচার উপর দিয়ে বহুকষ্টে যাতায়াত করতে হয়। যাতায়াতের জন্য অনেক বছর যাবৎ একটি ছোট কালভার্ট এবং নর্দমা তৈরির দাবি জানিয়ে আসছি। প্রশাসনের তাতে হেলদোল নেই।' আরেকজন বাসিন্দা আবদুল কাদের বলেন, 'জেলা পরিষদের টাকায় হাজিপুর গ্রামের জন্য ভুল জায়গায় নর্দমা তৈরি করা হল। প্রশাসন জানাল, ঠিক জায়গায় নর্দমা বানিয়ে দেওয়া হবে। সেই কাজ হয়নি।'

> সাফানগরে ভুল এলাকায় নর্দমা তৈরি হওয়ার পর দ্রুত হাজিপাড়ায় নর্দমা নির্মাণের জন্য জেলা পরিষদের কাছে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। কেন এরপর কাজ হয়নি, তা খোঁজ নিয়ে দেখব।
>
> -শ্রীবাস বিশ্বাস
> *বিডিও, কুমারগঞ্জ*

নর্দমা না থাকায় বর্ষাকালে রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়ায় স্কুলে যেতে খুবই অসুবিধা হয় বলে জানাল স্থানীয় স্কুল পড়ুয়া স্নেহা খাতুন, জুয়েল সরকার, নুরাইন মণ্ডল, জাহাঙ্গির হোসেনরা। জানা গিয়েছে, গ্রামবাসীদের দাবি মেনে কালভার্টটি তৈরি করতে অন্তত ৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে। তার চেয়ে বেশি ব্যয় হবে নর্দমাটি তৈরি করতে। ভুল জায়গায় যে নর্দমা তৈরি করা হয়েছে, সেটি সাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন এলাকায় নির্মিত হয়েছে।

কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস বলেন, 'সাফানগরে ভুল এলাকায় নর্দমা তৈরি হওয়ার পর দ্রুত হাজিপাড়ায় নর্দমা নির্মাণের জন্য জেলা পরিষদের কাছে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। কেন এরপর কাজ হয়নি, তা খোঁজ নিয়ে দেখব। কালভার্ট তৈরির কাজ চালাতে জেলা পরিষদকে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।'

জলমগ্ন পতিরাম

পতিরাম, ২০ মে : টানা ২ দিনের ভারী বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পতিরামের নীচাবন্দর এলাকা। রাস্তা তো বটেই, বহু বাড়ির ভেতর জল ঢুকে যাওয়ার ফলে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণেই এই জল জমার সমস্যা।

পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা ও বিজেপি সদস্য আশুতোষ দাস সম্প্রতি নিজের জমি মাটি ফেলে উঁচু করেন। সেই সময় মাটি ঢুকে নিকাশিনালাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, বৃষ্টির জল বেরোতে না পেরে নীচাবন্দর ও দিঘিরপাড়া এলাকার একাধিক বাড়িতে ঢুকে পড়ছে। স্থানীয়রা এই ঘটনার জন্য আশুতোষ দাসকেই দায়ী করছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। তবে দায় ঝেড়ে আশুতোষ দাস বলেছেন, 'পতিরামের একটা বড় অংশের জল আমার জমির ওপর দিয়ে যায় ঠিকই। তবে, আমি জমিতে চাষ করেই রোজগার করি। আমার ওপরেই সব দোষ চাপানো হচ্ছে। এটা ঠিক নয়।'

এবিষয়ে পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পার্থ ঘোষ বলেন, 'বহু বছর ধরেই এই এলাকার জল ওঁর জমির ওপর দিয়েই যায়। এবার তিনি মাটি দিয়ে জমি উঁচু করায় সেখানে জল জমে যাচ্ছে। আমি তাঁকে অনুরোধ করব, যাতে এলাকাবাসীর সমস্যা দূর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।'

বর্তমানে এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভ চরমে উঠেছে। নিকাশিনালা পরিষ্কার না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় বিপদের আশঙ্কা করছেন তাঁরা। দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি উঠেছে তাঁদের মধ্যে।

সাপের অস্ত্রোপচার

বালুরঘাট, ২০ মে : অস্ত্রোপচার করে এক বিষধর সাপের প্রাণ বাঁচালেন পশুপ্রেমী ও বালুরঘাট পশু হাসপাতালের চিকিৎসকরা। অযোধ্যা গ্রাম থেকে মঙ্গলবার একটি গোখরো সাপ উদ্ধার হয়। পরে দেখা যায়, সাপটির লেজের কাছে তিনটি টিউমার রয়েছে। চিকিৎসক আজগর আলি মণ্ডল বললেন, 'যথাযথ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তিনটি টিউমারই সফলভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসাধীন সাপটি বর্তমানে ভালো আছে।' সুস্থ হয়ে ওঠার পর সাপটিকে প্রকৃতির কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে দক্ষিণ দিনাজপুর স্নেক অ্যান্ড অ্যানিমাল প্রোটেকশন সমিতি জানিয়েছে।

আবাসের সময়সীমা

হরিরামপুর, ২০ মে : বাংলা আবাস যোজনার টাকা পাওয়ার পরেও যাঁরা বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করেননি, সেইসব উপভোক্তার বাড়িতে গিয়ে মঙ্গলবার দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশ দিলেন হরিরামপুরের বিডিও অত্রী চক্রবর্তী। আগামী দশদিনের মধ্যে বাড়ি তৈরির কাজ শেষ না করলে, আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ক্ষতির আশঙ্কায় বোরোচাষিরা

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ২০ মে : ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিলই। ইতিমধ্যে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। ফলে, জমিতে থাকা পাকা ধান জলে ভিজে ক্ষতির আশঙ্কায় মাথায় হাত পড়েছে হবিবপুর-বামনগোলার বোরোচাষিদের। তাই ক্ষতি এড়াতে দ্রুত ধান কেটে ঘরে তোলার ব্যস্ততা শুরু হয়েছে কৃষকদের। ওই এলাকায় গিয়ে দেখা গেল বৃষ্টি থেকে ফসল বাঁচাতে কৃষকদের তড়িঘড়ি ধান কাটার ছবি।

প্রসঙ্গত, মালদা জেলার হবিবপুর-বামনগোলা বরিন্দ এলাকা হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু কৃষিনির্ভর এই এলাকায় সেচ ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। ফলে, বৃষ্টির ওপরেই নির্ভর করতে হয় কৃষকদের। বৃষ্টি হলে চাষ হয়, না হলে হয় না। সেই এলাকায় তাঁরা মহাজনি ঋণ নিয়ে বোরো ধান চাষ করেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, হবিবপুর-বামনগোলা এলাকায় প্রায় ৭০ হাজার কৃষক ১৩ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ করেন। এখন জমিতে থাকা বোরো ধান পাকতে শুরু করেছে। কিন্তু তার মধ্যে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির কারণে জমিতে থাকা পাকা ধান জলে ভিজে ক্ষতির আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা।

বামনগোলার বোরোচাষি সুবল রায় বলেন, 'এলাকায় সেচ ব্যবস্থা নেই। মহাজনি ঋণ নিয়ে বোরো ধান চাষ করেছিলাম। এখন জমির ধান পাকতে শুরু করেছে। এর মধ্যেই শুরু হয়েছে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি। ধান ভিজে গেলে অনেক ক্ষতি হবে। তাই তাড়াতাড়ি পাকা ধান কেটে ঘরে তুলছি। জলে ভিজে ধান নষ্ট হলে তো আর মহাজনি ঋণ শোধ করতে পারব না।' হবিবপুরের বোরোচাষি ঠাকুরদাস চৌধুরী বলেন, 'বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি শুরু হতেই আমরা দুশ্চিন্তায় পড়ি। জমির পাকা ধান ভিজে নষ্ট হলে ঘরে খাবার জুটবে না। ঋণ শোধেরও দায় রয়েছে। এদিকে সবার ধান কাটা শুরু হতেই শ্রমিকের অভাব দেখা দিয়েছে। তাই পরিবারের স্ত্রী, সন্তানদের সঙ্গে নিয়েই ধান কেটে ঘরে তুলছি।' আরেক বোরোচাষি বরুণ মণ্ডল বলেন, 'ধান কাটার পরও তো দুশ্চিন্তা থাকছে! আবহাওয়া খারাপ থাকলে ধান মাড়াই করে শুকোনোর কাজে বেশ সমস্যা হবে।'

বামনগোলার সহ কৃষি অধিকর্তা ইন্দ্রনীল শর্মা চৌধুরী বলেন, 'অনেকের ধান কাটা হয়ে গিয়েছে। বাকি কৃষকদেরও দু'-একদিনের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করছি।'

হবিবপুরের সহ কৃষি অধিকর্তা অজয় রাম বলেন, 'কৃষি অর্থনীতিতে বোরো ধান চাষের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। সাম্প্রতিক বৃষ্টি বোরোচাষিদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে। তাই তাঁরা দ্রুত ফসল কেটে ঘরে তুলছেন। শ্রমিকের অভাবে অনেকেই ধান কাটার যন্ত্রের সাহায্য নিচ্ছেন।'

বোরো ধান কাটছেন কৃষকরা। মঙ্গলবার হবিবপুরে।

ঋণের বোঝা

- হবিবপুর-বামনগোলা এলাকায় নেই সেচ ব্যবস্থা
- বৃষ্টিনির্ভর কৃষি ব্যবস্থা বলে মহাজনি ঋণ নিয়ে বোরো ধান চাষ করছেন সেখানকার অধিকাংশ কৃষক
- আগাম বৃষ্টির জন্যে মাথায় হাত কৃষকদের
- বৃষ্টি থেকে ফসল বাঁচাতে চলছে তড়িঘড়ি ধান কাটার কাজ

মদের দোকানে এনওসিতে কাটমানি রায়গঞ্জ ব্লকে

প্রাক্তনের বিরুদ্ধে সরব বর্তমান

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২০ মে : মোটা অঙ্কের টাকা না দিলে কখনোই বার কাম রেস্টুরেন্টের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) পাওয়া যায় না, এমনটা মনে করেন সিংহভাগ মানুষ। কিন্তু এবার এমন অভিযোগ শোনা গেল খোদ রায়গঞ্জ ব্লকের ১০ নম্বর মাড়াইকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তৃণমূলের তৃষা প্রামাণিকের মুখে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, কোনও বিরোধী দলের নেতার বিরুদ্ধে এনওসি দিয়ে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তোলেননি তিনি। তৃষার নিশানায় তৃণমূল নেতা ও প্রাক্তন প্রধান কমল দেবশর্মা। যথারীতি বর্তমানের অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছেন প্রাক্তনী। তবে দলেরই দুই নেতার এমন কাজিয়ায় সরগরম হয়ে উঠেছে রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাটি। এর পিছনে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেখছেন অনেকে।

জনবহুল এলাকায় বার কাম রেস্তোরাঁ নিয়ে যত বিতর্ক।

জনবহুল পদ্মপুকুরে কী করে বার কাম রেস্টুরেন্ট হল, তা নিয়ে অনেকদিন ধরেই প্রশ্ন উঠছিল। বন্ধ করার দাবিতে গ্রাম পঞ্চায়েতে গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপিও দিয়েছেন গ্রামের মানুষ। সেই সূত্রেই এবার যেন 'হাটে হাড়ি ভাঙলেন' গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তৃষা। তাঁর সাফ কথা, 'পূর্বের প্রধান কমল দেবশর্মা পদ্মপুকুর এলাকায় মদের দোকানের জন্য এনওসি দিয়েছেন। এর পিছনে মোটা অঙ্কের টাকার লেনদেন অবশ্যই হয়েছে।' এমন অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'আমার আমলে অনেকেই বার কাম রেস্টুরেন্ট খোলার জন্য এনওসি চেয়েছিল। কিন্তু আমি তা কাউকে দেইনি। এলাকার পরিবেশ নষ্ট করা যাবে না।' বিষয়টি আবগারি দপ্তরকে জানানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। এদিকে প্রাক্তন প্রধান কমলের দাবি, 'এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য এবং বিরোধী দলনেতা মদের দোকান খুলতে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। তাই আমি এনওসি দিয়েছি। তবে তার জন্য কোনও আর্থিক লেনদেন হয়নি। প্রধান কেন এমন অভিযোগ করেছেন, বুঝতে পারছি না।' এদিকে, তিনি কোনও সুপারিশ করেননি দাবি করে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা মাধব দাস বলেন, 'এক মাস আগে আমি জেনেছি বাঙ্কার মোড়ে বার কাম রেস্টুরেন্ট হয়েছে। সুপারিশের প্রশ্নই ওঠে না।'

অভিযোগ

- জনবহুল এলাকায় মদের দোকানে এনওসি গ্রাম পঞ্চায়েতের
- প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে কাটমানির অভিযোগ বর্তমান প্রধানের
- অভিযোগ-পালটা অভিযোগে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট
- শাসক বিরোধী আন্দোলনে শান দিচ্ছে বিজেপি, সিপিএম

শাসকদলের এমন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে আসরে নেমেছে বিরোধীরা। বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ লাহিড়ী বলেন, 'প্রধান কার বিরুদ্ধে কী বললেন, তাতে আমাদের যায় আসে না। এটাই ওঁদের সংস্কৃতি। মোটা অঙ্কের টাকা ছাড়া যে এনওসি মেলে না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা এই নিয়ে আন্দোলনে যাব।' সিপিএম নেতা উত্তম পালের কথায়, 'তৃণমূল আর বিজেপি যে একটাই ফুল, তা আবার প্রমাণিত। কেননা, গ্রামে মদের দোকান খোলার ক্ষেত্রে তৃণমূলের প্রধানকে সুপারিশ করেছেন বিজেপির বিরোধী দলনেতা।'

পদ্মপুকুরের বাঙ্কার মোড়ে জনবহুল এলাকার বার কাম রেস্টুরেন্টে প্রতিদিন অধিক রাত পর্যন্ত বহিরাগত তরুণদের যাতায়াত চলে বলে অভিযোগ। বিহারে মদ নিষিদ্ধ হওয়ায় সেখানকার অনেকেই এখানে ভিড় জমাচ্ছেন বলে স্থানীয়দের বক্তব্য। এমন পরিবেশের প্রভাব পড়ছে স্থানীয় পড়ুয়াদের মধ্যে। যা নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন গ্রামের মানুষ। আবগারি দপ্তরের আধিকারিক পিনাক বসাক বলেন, 'অভিযোগ যখন এসেছে, সবটাই খতিয়ে দেখা হবে।'

বিচরণ।। হরিশ্চন্দ্রপুর বারদুয়ারি ডিয়ার পার্কে। মঙ্গলবার সৌরভকুমার মিশ্রের তোলা ছবি।

ভুয়ো নোটিশ পাঠিয়ে হুমকি

জমি হাতানোর নতুন পন্থা চাঁচলে

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ২০ মে : চাঁচল ১ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের দপ্তর যেন ঘুঘুর বাসা। সক্রিয় দালাল চক্র! বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে আসতেই উঠেছে এই প্রশ্ন। এবার জমি হাতানোর নতুন পন্থা সামনে এসেছে। পরিবারের দুই পক্ষের মধ্যে জমি নিয়ে বিবাদের মাঝেই ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের নাম করে ভুয়ো নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তারপর সরকার পক্ষের আইনজীবী ও মহুরি পরিচয় দিয়ে দুজন অভিযোগকারীদের বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ। চাঁচল থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনাটি চাঁচলের মল্লিকপাড়ার। যদিও ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক অমিত দাস বলেন, 'পুলিশের তরফে আমার কাছে কোনও তথ্য আসেনি। আমার দপ্তরেও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। তাই এই ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না।'

স্থানীয় বাসিন্দা দুই অভিযোগকারী ফরিদা বিবি ও নুরবানু বিবির দাবি, পারিবারিক জমির মালিকানা নিয়ে তাঁদের পরিবারেরই আরেকপক্ষ আমাল উদ্দিনের সঙ্গে বিবাদ চলছিল। আমাল উদ্দিন জোর করে তাঁদের ভাগের জমি দখল করতে চাইছে। এর মাঝে চলতি মাসের ১৬ তারিখ তাঁদের বাড়িতে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে একটি নোটিশ আসে। যে নোটিশে লেখা রয়েছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের নির্দেশ মতো জমি মাপজোখ করার নির্দিষ্ট দিন ও সময় ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে কোনও সিল বা স্বাক্ষর নেই।

কী ঘটেছে

- ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের নাম করে ভুয়ো নোটিশ দেওয়া হয়েছে
- সরকার পক্ষের আইনজীবী ও মুহুরি পরিচয় দিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ
- চলতি মাসের ১৬ তারিখ স্পিড পোস্টের মাধ্যমে একটি নোটিশ আসে
- নোটিশে কোনও সিল বা স্বাক্ষর নেই

এরপরেই সোমবার আমাল উদ্দিন ওই সরকার পক্ষের আইনজীবী ও মহুরি পরিচয় দেওয়া দুজনকে নিয়ে বাড়িতে আসে। তাঁরা ভূমি সংস্কার আধিকারিক দপ্তরের লোক হিসেবে পরিচয় দিয়ে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর আতঙ্কিত ফরিদা বিবি ও নুরবানু বিবি চাঁচল থানায় গিয়ে সেই ভুয়ো নোটিশ সহ অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনা সামনে আসার পর প্রশ্ন উঠেছে কোথা থেকে এই ধরনের নোটিশ তৈরি হচ্ছে? কারা এই কাজে যুক্ত?

এই ঘটনায় অভিযুক্ত আমাল উদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলে তাদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেনের দাবি, 'যারা এই ধরনের কাজ করছে প্রশাসন অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে।' ফরিদা বিবির ছেলে ফরিদ আলি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছে। এর মাঝেই ওই নোটিশ পেয়ে আমরা তাজ্জব বনে যাই। পুরোটাই ভুয়ো। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছি।' বিজেপি নেতা প্রসেনজিৎ শর্মা বলেন, 'তৃণমূলের আমলে সবকিছু ভুয়ো। সরকারি দপ্তরগুলো ঘুঘুর বাসা।'

দুর্যোগে বিঘ্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা

কালিয়াগঞ্জ, ২০ মে : প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে রবিবার থেকে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে কালিয়াগঞ্জের মোস্তাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পালপাড়া এলাকা। এই দু'দিন কুপি আর মোমবাতির আলোই ছিল ভরসা। অভিযোগ, বারবার রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থায় ফোন করেও মেলেনি সাড়া। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা শেষপর্যন্ত মঙ্গলবার বেলা ১১টা নাগাদ কালিয়াগঞ্জ-সাহেবঘাটা রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। স্তব্ধ হয়ে যায় যান চলাচল।

তারপর টনক নড়ে প্রশাসনের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ ও রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার আধিকারিকরা। মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু হয়। তারপর অবরোধ ওঠে। মোস্তাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গোলাম মোস্তাক বলেন, 'বিদ্যুৎ দপ্তর দ্রুততার সঙ্গে রাতদিন কাজ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে।' রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কালিয়াগঞ্জের এক আধিকারিক বলেন, 'এই মুহূর্তে পালপাড়ায় বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল রয়েছে।'

অস্বাভাবিক মৃত্যু

হেমতাবাদ, ২০ মে : মঙ্গলবার হেমতাবাদ থানার কান্তোর গ্রামে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ওই তরুণের নাম সাদেক আলি (২০)। সাদেক একজন পরিযায়ী শ্রমিক ছিলেন। মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, রবিবার বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে ভুট্টার খেতে বিষ পান করেছেন বলে সাদেক বাড়িতে ফোন করেন। তড়িঘড়ি পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে হেমতাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। মঙ্গলবার মৃত্যু হয় সাদেকের।

ঝড়ে পড়ল গাছ

রায়গঞ্জ, ২০ মে : প্রবল ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতের ফলে মঙ্গলবার রাস্তার ওপর পুরোনো আম গাছ ভেঙে পড়ে। রায়গঞ্জ ব্লকের ১৩ নম্বর কমলাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চণ্ডীতলার ঘটনা। কালবৈশাখীর ঝড়ে স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপকুমার বিশ্বাসের বাড়ির সামনে থাকা প্রায় ৩৫ বছরের আম গাছের ওপর বাজ পড়ে। সেই সময় ওই রাস্তা দিয়ে একটি গাড়ি যাচ্ছিল। গাছটির কিছু অংশ ভেঙে ওই গাড়িটির ওপর পড়লেও চালক বা যাত্রী কেউ আহত হননি।

আত্রেয়ী নদীর সাঁকো ভেঙে যাওয়ায় দুর্ভোগ দুই পাড়ের বাসিন্দাদের। মঙ্গলবার রঘুনাথপুরে। - মাজিদুর সরদার

রাবার ড্যাম খুলে দেওয়ায় বিপত্তি

জলের তোড়ে ভেসে গেল আত্রেয়ীর সাঁকো

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২০ মে : ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের তিক্ততা বেড়েছে। এর মধ্যে প্রবল বৃষ্টিতে বাংলাদেশ রাবার ড্যাম খুলে দেওয়ায় বিপত্তি ঘটল। সোমবার গভীর রাতে জলের তোড়ে রঘুনাথপুরে আত্রেয়ী নদীর সাঁকো ভেঙে যায়। এর জেরে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে এলাকাবাসী সমস্যায় পড়েছেন। আত্রেয়ী নদীর দুই পাড়ের সহস্রাধিক মানুষ খুব শীঘ্রই পাকা সেতু তৈরির দাবি জানিয়েছেন। বালুরঘাটের বিডিও সম্বল ঝা বলেন, 'পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে ওই ঘাট লিজ দেওয়া আছে। সাধারণ মানুষের নদী পারাপারের যাতে সমস্যা না হয় দেখতে বলা হয়েছে। সাঁকো ভেঙে যাওয়ায় প্রয়োজনে নৌকা চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে যাতে নৌকা চলে সেই দিকটি দেখা হবে।'

বাংলাদেশে কৃষিকাজের জন্য জল ধরে রাখতে মোহনপুরে বিশাল রাবার ড্যাম তৈরি হয়েছে। বৃষ্টির পরিমাণ বাড়লে দেশটি স্বেচ্ছাচারিতা করছে বলে অভিযোগ। মর্জিমতো ড্যাম খুলে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ওই ড্যাম খুলে দেওয়া হয়েছে। যার জেরে রঘুনাথপুরের সাঁকো ভেসে গিয়েছে। এই সাঁকো দিয়ে এলাকাবাসীর নিত্য যাতায়াত।

মূলত কালিকাপুর এলাকার সবজি ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পড়ুয়ারা এই সাঁকো পেরিয়ে শহরে আসেন। রঘুনাথপুর বা শহরের মানুষকে কাজের প্রয়োজনে ওপারে যেতে হয়। কিন্তু ওপারে থাকা কালিকাপুর, বেলাইন, ধাওল, ডাকরা, চন্দ্রদৌলা, পার্বতীপুর, মাহাতোপাড়া ও কাশীপুর সহ আরও কয়েকটি গ্রামের মানুষকে প্রতিদিন সাঁকো পেরিয়ে সদর বালুরঘাট সহ অন্য প্রান্তে যেতে হয়।

ঘটনাক্রম

- বাংলাদেশে কৃষিকাজের জন্য জল ধরে রাখতে মোহনপুরে বিশাল রাবার ড্যাম তৈরি হয়েছে
- বৃষ্টি বাড়লে দেশটি মর্জিমতো ড্যাম খুলে দক্ষিণ দিনাজপুরকে ভাসিয়ে দিচ্ছে
- গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ওই ড্যাম খুলে দেওয়া হয়েছে
- যার জেরে রঘুনাথপুরের সাঁকো ভেসে গিয়েছে

পরিবেশপ্রেমী তুহিনশুভ্র মণ্ডলের কথায়, 'প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা যা বলছেন তার সঙ্গে একমত। বাংলাদেশের রাবার ড্যাম থেকে জল ছাড়া হয়েছে মনে হচ্ছে। আত্রেয়ীকে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশ আলোচনা প্রয়োজন। এই দাবি আমরা একাধিকবার তুলেছি। আগাম সতর্কতা ছাড়া জল ছাড়লে দক্ষিণ দিনাজপুরের মানুষের বিপদ বেড়েই চলবে।'

রঘুনাথপুরে জেলা হাসপাতাল থাকায় ওপারের মানুষকে এপারে আসতে হয়। গাড়িতে ঘুরপথে যেতে অতিরিক্ত ১০-১২ কিলোমিটার পথ পেরোতে হয়। ঘাট মালিকদের তরফে পিনাকী চৌধুরীর বক্তব্য, 'রাতে বাংলাদেশ জল ছেড়ে দেওয়ায় সাঁকো ভেঙে গিয়েছে। প্রচুর ক্ষতি হল। সাঁকোর ভাড়া অনুযায়ী নৌকার ভাড়া রাখা হচ্ছে। সবজি ব্যবসায়ী, পাইকার ও দিনমজুর, শ্রমিকরা এই সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করেন। তাঁদের সমস্যা হচ্ছে। এখানে পাকা সেতু দরকার।'

স্থানীয় দীপেন্দ্রনাথ মুন্সি জানান, নৌকায় বেশি যাত্রী না হলে চলাচল করে না। এখন হাতে অনেক সময় নিয়ে আসতে হবে। এপার থেকে নৌকা যাবে। তারপর ওপার থেকে ছাড়বে। সমস্যা মেটাতে প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ করুক।

সিসিটিভি দেখে বাজেয়াপ্ত ট্র্যাক্টর

হরিরামপুর, ২০ মে : সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ১৩ দিন পরে বাজেয়াপ্ত হল ট্র্যাক্টর ও থ্রেশার। ধরা পড়ল চুরিচক্রের তিন পান্ডা। এর মধ্যে সোনু আলি ও মোসলেম মিয়াঁর বাড়ি হরিরামপুর থানা এলাকায়। তৃতীয়জন সেলিম আলির বাড়ি করণদিঘি থানা এলাকায়।

মালদার পুকুরিয়ার শেখ ফুলুয়া তাঁর ট্র্যাক্টর ও থ্রেশার মেশিনটি ভুট্টা ঝাড়াই করার জন্য ৩ মে ভাড়া দিয়েছিলেন হরিরামপুরের সোনু আলিকে। ৭ মে ট্র্যাক্টর ও থ্রেশার দুটোই চুরি যায় সোনুর বাড়ির সামনে থেকে। এরপর সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ট্র্যাক্টরচালক সুরেহার গ্রামের মোসলেম মিয়াঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ জানতে পারে ট্র্যাক্টরটি পাঠানো হয়েছে সেলিম আলি ও রইছদ্দিন আহমেদের কাছে। করণদিঘি থেকে সেলিমকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

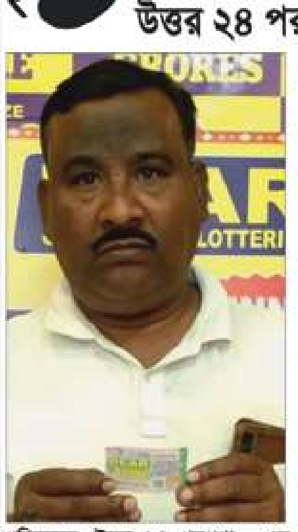

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা রফিক আলী মণ্ডল -

কে 06.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 35K 22596 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি বয়স ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সমস্ত সাধারণ মানুষকে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ প্রদান করছে। এটি সম্ভপর হয়েছে স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে, তাই সমস্ত সাধারণ মানুষকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

রিভিউ করে যুগ্ম চতুর্থ আফিফা

সামসী, ২০ মে : রিভিউ করার পর রাজ্যের হাই মাদ্রাসা (দশম)-র মেধাতালিকায় যুগ্ম সপ্তম থেকে যুগ্ম চতুর্থ স্থানে উঠে এল আফিফা আফরিন সিদ্দিকা। প্রথমে তার প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৭৬৮। কিন্তু ফলাফল রিভিউ করার পরে বাংলায় তার তিন নম্বর বেড়েছে। এখন ৮০০-এর মধ্যে তার নম্বর ৭৭১। ফলে রাজ্য মেধাতালিকায় যুগ্ম সপ্তম স্থান থেকে এখন সে যুগ্মভাবে চতুর্থ। গত ৩ মে মাদ্রাসা বোর্ডের ফল প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তাতে আফিফা মোটেই সন্তুষ্ট হয়নি। তার বিশ্বাস ছিল নম্বর আরও বাড়বে। তারপর গত ১৪ মে রিভিউ-এর ফল বের হয়। মেধাতালিকা অনুযায়ী রামনগর হাই মাদ্রাসার আফরিদা বানুর সঙ্গে আফিফা যুগ্ম চতুর্থ হল। আফিফা বাংলায় ৮৮, ইংরেজিতে ৯২, অঙ্কে ৯৭, ভৌতবিজ্ঞানে ১০০, জীবনবিজ্ঞানে ৯৮, ইতিহাসে ৯৯, ভূগোলে ৯৭ ও ইসলাম পরিচয়ে ১০০ পেয়েছে। রতুয়া-১ ব্লকের সামসীর ভগবানপুর হাই মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষা দিলেও সে আদতে সামসী আদর্শ মিশন নামক একটি আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করত। আফিফার কথায়, 'আমার ভালো ফলাফলের পুরো কৃতিত্ব বাবা-মার ও সামসী আদর্শ মিশনের।'

আফিফার বাবা রেজাউল হক পেশায় ভগবানপুর হাই মাদ্রাসার অঙ্কের পার্শ্বশিক্ষক। মা আয়েশা সিদ্দিকাও সামসী আদর্শ মিশনের ইতিহাসের শিক্ষিকা। আফিফার দাদা রিজওয়ানুল করিম বারাসাত মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ছেন। দাদার মতো আফিফাও ডাক্তারি পড়তে চায়। সামসী আদর্শ মিশনের কর্ণধার তারিকুল ইসলাম বলেন, 'ও যে ভালো ফল করবে তা আমরা আগে থেকেই টের পেয়েছিলাম।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩ সংখ্যা, বুধবার, ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

জিঘাংসার বিষে নীল

এত যুদ্ধ করে পেলাম কী? কবি সুকান্ত বলতে পেরেছিলেন, তিউনিসিয়ায় পেয়েছি জয়, ইতালিতে জনগণের বন্ধুত্ব, ফ্রান্সে পেয়েছি মুক্তির মন্ত্র...। কিন্তু একবিংশ শতকে কী বলতে পারি আমরা। ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে গুঁড়িয়ে গিয়েছে গাজার শেষ হাসপাতালটাও। গোলাগুলিতে, মিসাইল হানায় হাজার হাজার প্যালেস্তিনীয় রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত, জখম। তাঁদের চিকিৎসার সামান্যতম বন্দোবস্তটুকুও আর নেই গাজায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

যেখানে জনপদের পর জনপদ বিধ্বস্ত, মৃত্যুর হিসেবটাই যেখানে প্রহসনের মতো, সেখানে চিকিৎসাকেন্দ্র, হাসপাতাল টিকে থাকাটাই তো দুরাশা। একই পরিস্থিতি ইউক্রেনে। গুঁড়িয়ে যাওয়া শহর, আবাসনের পর আবাসনের ভগ্নস্তূপ বুকে একটা দেশে প্রতি মুহূর্তে মানুষ মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে। তাতেও কি বলা যায়, গাজায় জয়ী হয়েছে ইজরায়েল। হয়তো প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডটা দখলই করে ফেলবে একদিন। কিন্তু ধ্বংসের ওপর দাঁড়িয়ে সেই যুদ্ধ জয় তো মানবিকতার বিজয়কেতন ওড়াবে না।

জোর করে দেশ দখলে পেশিশক্তির আস্ফালন থাকে। কিন্তু যুদ্ধে হাজার হাজার নিহতের সঙ্গে কফিনবন্দি হয়ে যায় সহমর্মিতা, পারস্পরিক মর্যাদাবোধ, আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি। পড়ে থাকে শুধু ধ্বংস, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি। গাজায় এই ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী হানাদারি করতে গিয়ে ইজরায়েল ২০২৪-এর শেষদিন পর্যন্ত খরচ করে ফেলেছে ভারতীয় মুদ্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকা। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ইউক্রেনকে সাহায্য করতে ২০২৪-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সাড়ে ৬৭ বিলিয়ন ডলার খরচ করে ফেলেছে একা আমেরিকা।

ইউরোপীয় দেশগুলি আরও প্রায় সাড়ে ৬০ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে। ওই দেশগুলি ও আমেরিকা আরও যে পরিমাণ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে, তার মোট পরিমাণ প্রায় ২৬০ বিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২২ লক্ষ কোটি টাকা। এর বাইরে আছে যুদ্ধের জন্য ইউক্রেনের নিজস্ব ব্যয়। ভারত-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সংঘাতকে পুরোদস্তুর যুদ্ধ বলা যাবে না। তাতে হয়তো বলা যাবে, উচিত শিক্ষা দেওয়া গিয়েছে সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় একটি রাষ্ট্রকে।

এই বয়ানে কোনও অসংগতি নেই। কিন্তু ভারতও কি কম খেসারত দিল? সীমান্তের গ্রামগুলিতে অন্তত ১০ হাজার বাড়ি ধ্বংস হয়েছে। প্রাণহানির খবরও আছে। শেষপর্যন্ত যুদ্ধবিরতি না হলে একটি সমীক্ষার হিসেব অনুযায়ী ভারতের রোজ খরচ হতে পারত ন্যূনতম ১৪৬০ কোটি টাকা। তবে দৈনিক সেই ব্যয় ৫ কোটি পর্যন্ত হতে পারত বলেও আভাস আছে।

গাজা বা ইজরায়েল, রাশিয়া বা ইউক্রেন, ভারত বা পাকিস্তান, যুদ্ধ যাদের মধ্যেই হোক, সেই খরচ তুলতে হয় সংশ্লিষ্ট দেশের সাধারণ নাগরিকদের পকেট কেটে। হয় যুদ্ধের নামে নতুন কোনও কর বসিয়ে বা বাজেটে বিভিন্ন খাতে শুল্কহার বৃদ্ধি করে। যা-ই করা হোক, তাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয় অনিবার্য। দিনের পর দিন যুদ্ধ চললে কী পরিমাণ ক্ষতি, কী পরিমাণ খরচ- তার আভাস দিচ্ছে প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ড এবং ইউক্রেন।

ভোলার উপায় নেই, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝে যে প্রবল আর্থিক মন্দা নেমে এসেছিল, তা সামলাতে সময় লেগেছিল প্রায় ১০ বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে কিংবা ১৯৬২-র চিন-ভারত যুদ্ধের পর আমাদের দেশে দ্রব্যমূল্যের আকাশছোঁয়া দাম, জীবনযাত্রার মানের নিম্নমুখী প্রবণতা ইতিহাস হয়ে আছে। যুদ্ধ তো রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র সেই যুদ্ধে নাগরিকদের শামিল করে নেয়। জয়, বিজয় যাই হোক না কেন, সেটা শাসকের।

নাগরিকের জন্য পড়ে থাকে সেই 'নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালাবার সামর্থ্য।' যুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করলে, এর অসারতা নিয়ে বলতে চাইলে দেশদ্রোহী বলে দাগিয়ে দেওয়ার নতুন প্রবণতা এখন চারদিকে। কিন্তু ভেবে দেখার সময় এসেছে, সুকান্তের ভাষায়, জয়, বন্ধুত্ব বা মুক্তির মন্ত্রের বদলে এখন প্রাপ্তি 'আজ যত যুদ্ধবাজ দেয় হানা/ হামলাবাজ/ আমাদের শান্তি সুখ করতে চায়/ লুঠতরাজ।'

অমৃতধারা

উপর উপর দেখেই কিছু ছেড়ো না বা কোনও মত প্রকাশ ক'রো না। কোনও কিছুর শেষ না দেখলে তার সম্বন্ধে জ্ঞানই হয় না, আর, না জানলে তুমি তার বিষয় কী মত প্রকাশ করবে? যা'ই কেন কর না, তার ভিতর সত্য দেখতে চেষ্টা কর। সত্য দেখা মানেই তাকে আগাগোড়া জানা, আর, তাই জ্ঞান। যা তুমি জান না, এমন বিষয় তোমাকে উপদেশ দিতে যেও না। নিজের দোষ জেনেও যদি তুমি তা ত্যাগ করতে না পার, তবে কোনও মতেই তার সমর্থন করে অন্যের সর্বনাশ করো না। তুমি যদি সৎ হও, তোমার দেখাদেখি হাজার হাজার লোক সৎ হয়ে পড়বে। আর যদি অসৎ হও, তোমার দুর্দশার জন্য সমবেদনা প্রকাশের কেউই থাকবে না।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আলোচিত

এই মুহূর্তে গাজায় মানবিক সাহায্যের বন্যা বইয়ে দেওয়া দরকার। ওই ত্রাণ না পৌঁছালে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ হাজার শিশুর মৃত্যু হবে। আমরা আজও ১০০ ট্রাক পাঠানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রতিটি স্থানে বাধা দেওয়া হচ্ছে। শিশুদের এই খাবার পৌঁছে দিতে রাষ্ট্রসংঘ সব রকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।

- টম ফ্লেচার

ভাইরাল

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভক্তরা দাঁড়িয়ে। মাচা বানিয়ে এক পুরোহিতকে দড়ি বেঁধে কপিকলের সাহায্যে রোপওয়েতে ঝুলিয়ে অন্যদিকে পাঠাচ্ছিলেন পুরোহিতরা। মালা, ত্রিশূল নিয়ে শক্তিমানের মতো উড়ে যাচ্ছিলেন ওই পুরোহিত। মাঝপথে দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যান ভক্তদের মধ্যে।

আজ

১৯৯১

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় রাজীব গান্ধির।

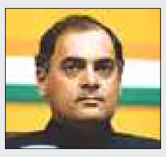

২০০৩

অভিনেত্রী সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

নিরুপায় হয়ে স্বামীজি রেলের মালগাড়ি রাখার এলাকায় একটা খালি বাক্সের মধ্যে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন কোনও মতে। কিন্তু সকালেও সমস্যার কোনও সুরাহা হল না। ধর্মমহাসভার ঠিকানা কেউ বলতে পারল না।

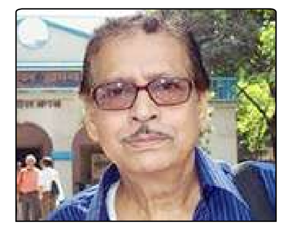

সন্ন্যাসীর ভিক্ষে চাওয়া সহজ, কিন্তু বিদেশে!

শেখর বসু

শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউটের সিঁড়িতে বসে আছি। বেলাশেষের আলো আরেকটু ম্লান হয়েছে। রাস্তার ওপর পড়ে থাকা স্কাইস্ক্র্যাপারের ছায়া বোধহয় এখন দীর্ঘতর। সামনের রাস্তার একধারে বসে দুটি কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে ড্রাম বাজাচ্ছিল। খেলনাগোছের ছোট ড্রাম। কিন্তু ওদের লম্বা লম্বা আঙুল নানা ধরনের বোল ফোটাচ্ছিল ওই ড্রামেই। উদ্দেশ্য, বাজনা শুনিয়ে পথচারীদের কাছ থেকে কিছু ডলার, সেন্ট রোজগার করা।

এখানে সরাসরি ভিক্ষা চাইতে খুব কম মানুষকেই দেখেছি। কেউ গান শোনায়, কেউ গিটার বাজায়, কেউ-বা ভায়োলিন। সামনে বিছানো কাপড়ের টুকরোয় বা খোলা টুপিতে পথচলতি মানুষের অনুগ্রহের দান জমা পড়ে। কিন্তু সামনের ওই পথের ওই দুজন ড্রাম বাজিয়ে রোজগারপত্তর করার সুযোগ পেল না এখন। একজন পুলিশ এসে ওদের তুলে দিয়েছিল।

আমি আবার ফিরে গিয়েছিলাম আমার পুরোনো চিন্তায়। অচেনা, অজানা শিকাগো শহরে তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ দেশের নিয়মকানুন একেবারেই আলাদা। সেপ্টেম্বরে ধর্মমহাসভা, কিন্তু জুলাই মাসেই সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছিল। বক্তাদের কে কবে বলবেন, কতক্ষণ ধরে বলবেন- সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে। মহাসভায় যোগদানের শেষ তারিখও পেরিয়ে গিয়েছে অনেক আগে।

হাতে সময় থাকলেই যে যোগদান করা যেত-তাও নয়। ধর্মসভায় অংশ নেওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিচয়পত্র সঙ্গে থাকা দরকার। তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে তেমন কিছুই নেই।

ধনীর শহর শিকাগোতে খরচ লাগামছাড়া। বস্টনে গেলে খরচের মাত্রা একটু কমবে। সুতরাং একদিন রেলে চেপে বস্টনের পথে রওনা হয়ে গেলেন স্বামীজি। পথে এক বৃদ্ধার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁর। বৃদ্ধার নাম মিস কেট স্যানবর্ন। তিনি তাঁর গ্রামের বাড়িতে কিছুদিন থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন স্বামীজিকে। একথায় রাজি হয়ে গিয়েছিলেন বিবেকানন্দ।

ওখান থেকে তিনি মাদ্রাজের এক শিষ্যকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন-তোমরা যদি আরও কিছু টাকা পাঠিয়ে এখানে আমাকে ছ-মাস রাখার ব্যবস্থা করতে পারো, মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে।... আর যদি অত টাকা পাঠাতে না পারো, এ দেশ থেকে ফিরে যাওয়ার টাকাটা অন্তত পাঠিও। আমি ফিরেই যাব।

কিন্তু ভবিষ্যৎ-ইতিহাস বুঝি গতিপথ তখনই অন্যভাবে ঠিক করে ফেলেছিল। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিক ভাষার বিশিষ্ট অধ্যাপক জেএইচ রাইটের সঙ্গে তরুণ এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর পরিচয় হয়েছিল একদিন। দুজনের মধ্যে কথাবার্তা গড়িয়েছিল ঘণ্টা চারেক ধরে। স্বামীজির অত্যাশ্চর্য জ্ঞান, বিদ্যার পরিধি ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন অধ্যাপক। তিনি বারবার একটিই অনুরোধ জানিয়েছিলেন তরুণ সন্ন্যাসীকে, আপনি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে ধর্মমহাসভায় যোগ দিন। আমেরিকান জাতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এটাই সেরা উপায়। স্বামীজি তখন নিজের অসুবিধের কথা খোলাখুলিভাবে অধ্যাপককে জানান। বলেছিলেন, আমাকে এখানে কেউ চেনে না, জানে না। আমি যে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি-এমন কোনও নিদর্শনও আমার কাছে নেই।

এ কথার উত্তরে রাইটসাহেব যা বলেছিলেন, সেই কথাটি বেশিরভাগ ভারতবাসী জানেন। চিরস্মরণীয় ওই উক্তিটি আরও একবার মনে করা যাক। অধ্যাপক রাইট বলেছিলেন, স্বামীজি, আপনার কাছে নিদর্শন চাওয়া আর সূর্যকে তার কিরণ দেওয়ার অধিকার কী জিজ্ঞেস করা-একই ব্যাপার।

ধর্মমহাসভায় স্বামীজি যাতে যোগ দিতে পারেন তার সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন অধ্যাপক রাইট। তারপর প্রতিনিধি নির্বাচন সভার সভাপতিকে ঐতিহাসিক সেই চিঠিটি লিখেছিলেন। চিঠির একটি লাইন আজও অনেকের মুখে মুখে ফেরে। সেটি হল, ইনি এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে, আমাদের সব বিজ্ঞ অধ্যাপকের বিদ্যা একত্র করলেও এঁর বিদ্যার সমকক্ষ হয় না।

স্বামীজির কাছে টাকাপয়সা বিশেষ নেই বুঝতে পেরে তিনি শিকাগোর একটি টিকিট কেটে দিয়েছিলেন তাঁকে। শুধু তাই নয়, প্রাচ্য দেশের প্রতিনিধিদের থাকা ও খাওয়ার ভার যে কমিটির ওপর ছিল, তাঁদের নামেও একটি চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু সবকিছু তারপরেই মসৃণ হয়ে যায়নি। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের প্রখ্যাত জীবনীকার প্রমথনাথ বসুর একটি লাইন উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, যেমন আলোক-প্রকাশের পূর্বে সময়ে সময়ে দিঙ্মণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ জগতের সমক্ষে স্বামীজির বিশ্বব্যাপিনী প্রতিভা প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে আরও কতকগুলি অসুবিধা, দুর্ঘটনা ও লাঞ্ছনা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এই অসুবিধে, দুর্ঘটনা ও লাঞ্ছনা খুব অল্প সময়ের মধ্যে নানান দিক থেকে এসেছিল। অনেকটা চড়া সুরের নাটকের মতো ক্রমাগত ঘাত-প্রতিঘাত। অধ্যাপক রাইট ধর্মমহাসভার যে ঠিকানাটি লিখে দিয়েছিলেন, সেটি হারিয়ে ফেলেছিলেন স্বামীজি। দুর্যোগের সেই শুরু। শিকাগো মস্তবড় শহর। যে যার কাজকর্মে ব্যস্ত। ধর্মমহাসভার ঠিকানা কেউ তাঁকে দিতে পারল না। শহরের এই উত্তর-পূর্বদিকে বেশিরভাগ বাসিন্দাই জার্মান। ইংরেজিটা তাদের খুব ভালো আসে না। সুতরাং ভিনদেশি এই মানুষটিকে বোঝা বা বোঝানো তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল। একটা হোটেলের সন্ধানও কেউ দিতে পারেনি।

নিরুপায় হয়ে স্বামীজি রেলের মালগাড়ি রাখার এলাকায় একটা খালি বাক্সের মধ্যে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন কোনও মতে। কিন্তু সকালেও সমস্যার কোনও সুরাহা হল না। ধর্মমহাসভার ঠিকানা কেউ বলতে পারল না। এদিকে মানুষটি খিদে-তেষ্টায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। লেকের পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন। পাশে সুন্দর বাড়িঘর। ভারতবর্ষের এক সন্ন্যাসীর পক্ষে ভিক্ষে চাওয়াটা খুব সহজ কাজ। দেশের মাটিতে যাঁরা ভিক্ষা দেন তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে দেন। কিন্তু সুদূর আমেরিকায় ওই নিয়মটা খাটে না। ওখানে ভিক্ষে চাইতে গিয়ে তাঁর লাঞ্ছনার মাত্রা আরও বেড়েছিল।

শেষের দিকে দুটি মাত্র কথা ছিল স্বামীজির মুখে। হয় ধর্মমহাসভার ঠিকানা বলো, নয় ভিক্ষা দাও। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি তাতে।

শেষে অবসন্ন স্বামীজি পথের ধারে বসে পড়েছিলেন। এমন সময় সামনের অট্টালিকা থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন-আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি?

জবাবে স্বামীজি জানালেন, হ্যাঁ, কিন্তু সভার কার্যালয়ের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি।

মহিলা বললেন, আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তিনি স্বামীজির খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, তারপর ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ধর্মমহাসভার অফিসে। পরিচয়পত্র দেখানোর পরে মহাসভার প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন স্বামীজি। তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল প্রাচ্যদেশের অন্যান্য প্রতিনিধির সঙ্গে।

ওই যে মার্কিন মহিলা স্বামীজির সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন সেদিন, তাঁর নাম মিসেস হেল। তিনি শিকাগোর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জর্জ ডব্লিউ হেলের স্ত্রী। এই পরিবারটির সঙ্গে স্বামীজির হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল দ্রুত।

সেদিনের ওইসব ঘটনার উল্লেখ করে স্বামীজি পরে জানিয়েছিলেন, সেদিন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল-প্রভু অনুক্ষণ সঙ্গে থেকে তাঁকে রক্ষা করে যাচ্ছেন।

শুনেছিলাম, ইতিহাসের পাতা কখনো-কখনো জীবন্ত হয়ে ওঠে। শোনা কথাটা আমার জীবনে সত্যি হয়ে উঠেছিল শিকাগোর ওই আর্ট ইনস্টিটিউটের সিঁড়িতে কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে। কী এক অলৌকিক উপায়ে প্রায় দেড়শো বছর আগেকার শিকাগো শহরের কিছু দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। আরও কিছুক্ষণ ওখানে বসে থাকার পরে উঠে পড়েছিলাম। দিনের আলো আরও একটু বুঝি ম্লান হয়েছিল, কিন্তু বিদ্যুতের জোরালো আলো সেই ঘাটতি পুষিয়ে দিয়েছিল পুরোপুরি।

ঝলমলে আলোয় এমন একটা শহরে হাঁটার মজাই আলাদা। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গিয়েছিলাম মিশিগান হ্রদের ধারে। নামেই হ্রদ, চেহারা অবিকল সমুদ্রের মতো। অঙ্কের হিসেবে লেক মিশিগান লম্বায় প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার, চওড়ায় প্রায় দুশো কিলোমিটার। কুলকিনারাহীন এই জলরাশির সঙ্গে সমুদ্রের কোনও তফাত নেই। হ্রদের বেশ খানিকটা জায়গা ভরে আছে বাহারি সব জলযানে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে অসংখ্য নৌকো, জাহাজ চলে এখানে। ভ্রমণের জন্য আছে নানারকম ক্রুজের ব্যবস্থা। কিন্তু সে তো পরের ব্যাপার। হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে বিপুল জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকলেই সারা শরীরে রোমাঞ্চ খেলে যায়।

লেক মিশিগান আমেরিকার চারটি রাজ্যকে ছুঁয়ে রেখেছে, কিন্তু হ্রদ-তীরবর্তী বৃহত্তম শহর এই শিকাগো। খানিকটা গোল হয়ে ঘুরে গিয়েছে হ্রদ। পাড়ে দাঁড়ালে স্কাইস্ক্র্যাপারে মোড়া শহরের অসামান্য দৃশ্য দেখা যায়। সন্ধের আবছা অন্ধকারে আলোয় ঝলমল করছিল ওই বহুতলগুলি। আলোর প্রতিফলন হ্রদের বুকে। ওখানে ভেসে থাকা অপরূপ সব নৌকোর আলো জল এবং আকাশকে বুঝি আরও মায়াময় করে তুলেছিল।

লেকের ধারের চওড়া পথটি বেশ পরিচ্ছন্ন। যথেষ্ট চওড়া কংক্রিটের পথ। একধারে গাছের সারি। লেকফ্রন্ট-বরাবর পথটি চলে গেছে মাইল কুড়ি। পথে মাঝে মাঝেই ওয়াকার, জগার আর স্কেটারদের দেখা মিলছিল। স্বাস্থ্যসচেতন মার্কিনিরা এমন সুন্দর একটি পথকে যে স্বাস্থ্যচর্চার কাজে লাগাবেন-তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতা নেই।

লেকের ধারে বেশ কিছুক্ষণ ধরে হেঁটেছি। মাঝে মাঝেই থমকে দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছিলাম লেকের দিকে। আগের দৃশ্যের সঙ্গে পরের দৃশ্যের একটু বুঝি তফাত তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু দুটোই সমান উপভোগ্য। লেকের পাশে দাঁড়িয়ে শহরটাকেও বেশ লাগছিল। একদিকে শুধুই প্রকৃতি অন্যদিকে মানুষের তৈরি স্থাপত্য। সেতুবন্ধনের কাজটির মধ্যেও বুঝি জাদুর ছোঁয়া ছিল। শহর ও প্রকৃতি মিলেমিশে আছে চমৎকার।

দিনের আলো মুছে গেছে একদম। আকাশে জ্বলজ্বল করে তারা। দূষণ বন্ধ করার নানান ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে গোটা মার্কিন মুলুকে। আইন প্রয়োগে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য নেই কোথাও। নাগরিকরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় সর্বত্র, তার ফলে কোনও রকমের দূষণই চোখে পড়ে না কোথাও। পথঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

হোটেলের বিছানায় শোওয়ার আগে টিভি চালিয়ে দিয়েছিলাম। স্থানীয় সংবাদ হচ্ছিল। দেখলাম, গণতান্ত্রিক দেশের একজন লোক টেবিলের ওপর ঘুসি মারতে মারতে এক সর্বোচ্চ নেতার নাম নিয়ে বলছেন, ইউ কান্ট বি লিংকন।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা এখানে অঢেল। খোদ প্রেসিডেন্টকেও যে কেউ দু'কথা শুনিয়ে দিতে পারে। ফ্লোরিডার ওই ভাষণটি কিছুক্ষণ শোনার পরে টিভি বন্ধ করে শুয়ে পড়েছিলাম।

জনমত

দুর্নীতি করেছে সরকার, লাঠি খাচ্ছেন শিক্ষকরা

আমি গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকদের উপর হওয়া নৃশংস পুলিশি হামলার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বহু মেধাবী ও নির্দোষ শিক্ষককে রাস্তায় বসতে হয়েছে, শুধুমাত্র তাঁদের ন্যায্য দাবি জানাবার জন্য। তাঁদের কারও মাথা ফেটেছে, কারও পা ভেঙেছে, চোখে আঘাত লেগেছে- অথচ পুলিশ বলছে 'ন্যূনতম বলপ্রয়োগ' করা হয়েছে।

শিক্ষক জাতি গঠনের কারিগর। অথচ যেখানে শত্রুর পেটে লাথি মারা উচিত নয়, সেখানে তাঁদের পেটে লাথি মারা হচ্ছে! ডাক্তারদের পর এখন শিক্ষকরাও পথে- এ থেকে স্পষ্ট যে রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কোথাও যোগ্য প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যদি প্রমাণের অভাবে খুনি ও দাগি নেতারা বেকসুর খালাস পেতে পারেন, তাহলে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা কেন আজ রাস্তায় বসে থাকবেন? দুর্নীতি করেছে রাজ্য সরকার ও এসএসসি, অথচ শাস্তি পাচ্ছেন নির্দোষ ও যোগ্যরা।

রাজ্য সরকার আজও অযোগ্যদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে, কারণ তারা কোনও না কোনও নেতা বা মন্ত্রীর আত্মীয়। কেউ জমি বা অন্য সম্পত্তি বিক্রি করে নেতাদের টাকা দিয়েছেন- তাই যদি তাঁদের বাঁচানো না যায়, তবে তাঁরা তো নেতাদের বাড়ির সামনেই ধর্নায় বসে যাবেন- হাটে হাঁড়ি ভেঙে ফেলবেন। রাজ্য সরকার যদি কোর্টে যোগ্য-অযোগ্য পৃথকীকরণের তালিকা জমা দিত, তবে আজ এই দিন দেখতে হত না।

শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি ও মানবিক মর্যাদা রক্ষায় প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার উচিত অবিলম্বে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ করা। ন্যায়বিচার যেন শুধু কথায় নয়, বাস্তবেও প্রতিষ্ঠা পায়।

মানিক পণ্ডিত, জলপাইগুড়ি।

বাঙালি শ্রমিকদের নিগ্রহে চুপ সবাই

বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে, বিশেষত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কিছু অংশে, পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবী মানুষজনের উপর পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ নেমে এসেছে। শুধুমাত্র 'বাংলা' ভাষায় কথা বলার জন্য তাঁদের বাংলাদেশি আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। অপমান, মারধর ও মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে। এ এক গভীর জাতিগত বৈষম্যের ছবি, যা সংবিধানবিরোধী ও মানবাধিকারের পরিপন্থী।

অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়, এ ধরনের ঘটনা ঘটে চললেও পশ্চিমবঙ্গের মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশই কার্যত নিশ্চুপ। কিছু অরাজনৈতিক সংগঠন মাঝেমধ্যে প্রতিবাদ করলেও, তা কোনও ধারাবাহিক আন্দোলনের রূপ নিতে পারেনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাঝেমধ্যে প্রকাশ্যে দুঃখপ্রকাশ করলেও, প্রশাসনিক পর্যায়ে এখনও কোনও কড়া পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না।

রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষ, যাঁরা পরিবার ছেড়ে, মাটি ছেড়ে দূর রাজ্যে রুজির টানে পাড়ি দেন, তাঁদের এই অপমান কি বাংলা মাটির অপমান নয়? তাঁদের হেনস্তা আমাদের সকলের অপমান। ভোটের সময় শ্রমিকদের স্বার্থে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, বাস্তবে তাঁদের নিরাপত্তা ও সম্মান আজ প্রশ্নের মুখে।

এই অবস্থায় আমাদের দাবি, রাজ্য সরকার যেন অবিলম্বে পদক্ষেপ করে। যেসব রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, সেইসব রাজ্যের সরকারের কাছে যেন প্রতিবাদ জানানো হয়। ভাষাগত বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে যেন বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য বন্ধ করা হয়।

আমরা চাই না আর একজন বাঙালিও তাঁর ভাষা, পরিচয় বা কৃষ্টির কারণে বাংলার বাইরে অপমানিত হোন। আজ প্রতিবাদ না করলে আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। বাংলা তার মানুষকে রক্ষা করুক- এটাই সময়ের দাবি।

মোঃ রাফিক আহমেদ
সুজাপুর, মালদা।

উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাস

বাস্তবের সঙ্গে সমান্তরালভাবে যার অবস্থান তার নাম সমাজমাধ্যম। বিমূর্ত হলেও মূর্তিমান! একেবারে জলজ্যান্ত। ঘৃণা আর অসহিষ্ণুতার চারণভূমি। এখানে প্রাপ্তমনস্ক খুঁজে বের করা অসম্ভব। অস্বস্তিকর মন্তব্য-প্রবাহে সমাজের অসুস্থ মানসিকতার বাড়বাড়ন্ত এখানে। এই মাধ্যম গুজবের আখড়া। নাগাড়ে গুজব ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এবং সামাজিক সম্প্রীতি ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর।

যে অস্থির সময় সদ্য পার করে এলাম আমরা, তখন হিসেবি পদক্ষেপ মানসিক সুস্থিরতার জন্য প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখানে তা হল না। মগজ ঘেঁটে দিয়ে, বোধবুদ্ধিকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে, ঘৃণার চাষ আর হিংসার আবাদ করার চেষ্টা ছিল অব্যাহত। এই অন্যায় প্রয়াসের জ্বলন্ত উদাহরণ ১০ মে উত্তরবঙ্গ সংবাদের নয়ের পাতায় 'গুজবের বন্যা' শিরোনাম দিয়ে প্রকাশিত ছবি, যেগুলো সমাজমাধ্যমের 'ধুন্ধুমার রসদ' ছিল। আগাগোড়া মিথ্যেকে নির্বিকারে সত্য বলে প্রচার করা হয়েছে। কী বিপজ্জনক!

সমাজমাধ্যমের এহেন উত্তাসন আচরণের অভিপ্রায় যাইহোক না কেন, পরিণতি আর পরিণাম তো মারাত্মক। 'অপারেশন সিঁদুর'-কে হাতিয়ার করে কিছু বিকারগ্রস্ত মানুষ যে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছিলেন তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখছিল সাম্য আর সংহতি। বহুমাত্রিক ভাবনাকে একমাত্রিক ছাঁচে ভরে শালীনতার চৌহদ্দি পার করে উদ্দাম উল্লাসে মেতে ওঠা এই মাধ্যমের যোদ্ধা (হিংসার পূজক) এক বিজাতীয় সত্তা। দেশপ্রেম জাহির করার জন্য দ্বেষ-প্রেম দেখানোর প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। সম্প্রীতির ধার ধারে না তারা। সম্প্রীতি তাদের কাছে দূর ছাই আপদ বালাই।

এই মাধ্যম সহিষ্ণুতাকে কটাক্ষ করে মানুষকে কতটা নগ্নভাবে আক্রমণ করতে পারে আমরা দেখেছি হিমাংশীর ক্ষেত্রে। তাঁর প্রতি সহানুভূতির বন্যা সহসা তীব্র খরায় পরিণত হল। নখ-দাঁত বের করে হিংস্র আক্রমণে 'ধর্মনিরপেক্ষ' মন্তব্যকে ছিন্নভিন্ন করে প্রকাশ্য উল্লাসে একেবারে হইহই কাণ্ড! বিষ-মহিমা কাকে বলে! দেখে মনে হল, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল গোছের এই সমাজপতিরা নির্ধারণ করতে চায় কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক। মানুষের নিজস্বতাকেও নিয়ন্ত্রণ করার স্পর্ধা দেখাতে চায় তারা! এ যেন শিবঠাকুরের দেশে একুশে আইনের দাপট। যার প্রভাবে ন্যায়-অন্যায়ের মাঝের দেওয়ালটা অদৃশ্য। দৃশ্যমান শুধু ঘৃণা আর ঘৃণা!

তাপসী দে, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪৫

পাশাপাশি : ২। বস্ত্রাদিতে অঙ্কন বা সূচিকর্মের বঙ্গীয় শিল্পধারাবিশেষ ৫। জগৎকর্তা, ঈশ্বর, সিংহাসনও ৬। জোর এবং অবলম্বন ৮। কুমির ৯। ঘর ছাওয়ার খড়জাতীয় তৃণবিশেষ ১১। জন্ম নক্ষত্র, আগাগোড়া সমস্ত সংবাদ বা তথ্য ১৩। বাচনিক, মৌখিক ১৪। মাঠ, অবারিত স্থান, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ক্ষেত্র।

উপর-নীচ : ১। চাপা গর্জন ২। বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রবণতা, ইচ্ছা, মন, চিত্ত ৩। কৃপণ ৪। আস্থা, নির্ভর, অবলম্বন, আশ্বাস ৬। বাঁকা,কুটিল ৭। দেবতার মহিমাকীর্তন ও স্তুতি, আরাধনা ও সেবা ৮। পুত্র ৯। অন্নাদি বিতরণ, স্থান, অক্ষর-পংক্তি, ছাতা ১০। জ্যোৎস্না, চাঁদের কিরণ ১১। অপবিত্র,অশুচি ১২। হিন্দু চতুর্বর্ণের অন্যতম, ক্ষেত্রী বা ছত্রীজাতি ১৩। বন্যা।

সমাধান ■ ৪১৪৪

পাশাপাশি : ১। হাউমাউ ৩। জড়িমা ৫। অসমসাহস ৬। শকার্দ ৭। যমুনা ৯। অসদুপদেশ ১২। মমতা ১৩। কর্মঠের।

উপর-নীচ : ১। হাপিত্যেশ ২। উদাস ৩। জলসা ৪। মান্দাস ৫। অব্দ ৭। যশ ৮। নামান্তর ৯। অস্তিম ১০। দুহিতা ১১। দেমাক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল: ৯০৭৩০২৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৬৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৮৮৮৩৫৫০৮০৪। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৫৫৯৯৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন: ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৪৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৬৩৫৫৪৬৮০৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯৬৩৮৮৯১০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৬৩৫৫৪৬৮০৮, নিউজ : ৭৮৭২৩০৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আজ কাশ্মীরে ডেরেক, মানসরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ মে : অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য জানাতে এবং পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে বিশ্বের একাধিক দেশে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এহেন কূটনৈতিক পদক্ষেপের মধ্যেই এবার পাকিস্তানি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখতে রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ২১ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ, রাজৌরি এবং শ্রীনগরের সীমান্তবর্তী ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শনে যাবেন ওই প্রতিনিধিরা। ডেরেক ছাড়াও ওই দলে রয়েছেন দলের সাংসদ মোঃ নাদিমুল হক, সাগরিকা ঘোষ, মমতাবালা ঠাকুর এবং পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া।

ঘটনাচক্রে, এদিনই কেন্দ্রের প্রতিনিধিদলে ইউসুফ পাঠানের পরিবর্তে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শামিল করা হয়েছে। কেন্দ্রের কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে বিদেশমন্ত্রকের একটি বৈঠকেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সোমবারই অভিষেক বলেছিলেন, পহলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রত্যক্ষদর্শী এবং সেনা আধিকারিক অথবা শহিদদের পরিবারের সদস্যদের ওই প্রতিনিধিদলে শামিল করানো উচিত ছিল। কারণ, তাঁদের চেয়ে দেশের হয়ে আর কেউ ভালোভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না। এরই মধ্যে কাশ্মীরে প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে তৃণমূল বুঝিয়ে দিয়েছে, দেশের প্রতি তাদের ভাবনাচিন্তা এবং উদ্বেগ বিজেপির থেকে কোনও অংশে কম নয়। এক্ষে তৃণমূলের তরফে বলা হয়েছে, 'সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ ও গোলাবর্ষণে যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের শোক ভাগ করে নেওয়া, স্থানীয় বাসিন্দাদের পরিস্থিতি শোনা এবং বাস্তব পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখা- এই তিনটি লক্ষ্য নিয়েই প্রতিনিধিদল পাঠানো হচ্ছে।'

প্রসঙ্গত, পহলগাম হামলার পর আহতদের দেখতে গিয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সেখান থেকে তিনি জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রের যাবতীয় পদক্ষেপকে তিনি এবং তাঁর দল কংগ্রেস তো বটেই, বিরোধীরাও সমর্থন করবে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনদিনের সফর শেষে এই প্রতিনিধিদল একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তবে সফর নিয়ে প্রতিনিধিদলের কোনও সদস্য এখনও প্রকাশ্যে মুখ খুলতে রাজি হননি। কারণ, পহলগাম হামলার পরে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ, দলের কোনও নেতা যেন প্রকাশ্যে বিবৃতি না দেন।

এদিকে কূটনৈতিক স্তরে নয়াদিল্লি-ইসলামাবাদ দড়ি টানাটানি চললেও সীমান্তে উত্তেজনার পারদ অনেকটাই থিতিয়ে পড়েছে। সংঘর্ষ বিরতির কারণে সোমবার থেকে সীমান্তবর্তী এলাকার জনজীবনও একটু একটু করে ছন্দে ফিরতে চলেছে। স্কুল-কলেজ খুলতে শুরু করেছে। তবে বেশিরভাগ স্কুলে অর্ধেকের বেশি পড়ুয়া অনুপস্থিত। পুঞ্চে পাকিস্তানি গোলাবর্ষণে অন্তত ১৩ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৬০।

প্রতিনিধি দলে অবশেষে অভিষেক

জট কাটল মমতাকে রিজিজুর ফোনে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ মে : তাঁদের সঙ্গে কথা না বলে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য বাছাই করা হয়েছে বলে সোমবারই অভিযোগ তুলেছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছিলেন, কোন দল কাকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাবে, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার একতরফাভাবে ঠিক করতে পারে না। জোড়াফুল শিবিরের এহেন আপত্তির পরই অবস্থান বদলাল মোদি সরকার। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থান তুলে ধরতে কেন্দ্র যে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল গঠন করেছে, তাতে দলীয় সাংসদ ইউসুফ পাঠানের বদলে ঠাঁই হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং তাঁর ভাইপো তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে বেছে নেন।

প্রথমে এই প্রতিনিধিদলে তৃণমূলের তরফে প্রাক্তন ক্রিকেটার ও বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠানের নাম ছিল। কিন্তু কেন্দ্রের ওই সিদ্ধান্তে তীব্র আপত্তি তোলে তৃণমূল। তারা সাফ জানিয়ে দেয়, প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার একমাত্র দলের। পরে ইউসুফ পাঠান নিজেই প্রতিনিধিদল থেকে সরে দাঁড়ান, যদিও তাঁর তরফে কোনও প্রকাশ্য বিবৃতি দেওয়া হয়নি। সূত্রের খবর, পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তখনই অভিষেক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সুপারিশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তৃণমূলের তরফে অভিষেককে কেন্দ্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলে শামিল করায় রাজ্য রাজনীতিতে প্রবল চর্চা শুরু হয়েছে। তার কারণ, তৃণমূলের অন্দরে এতদিন মনে করা হচ্ছিল, মমতা এবং অভিষেকের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। কিন্তু সম্প্রতি রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের যে সাংগঠনিক রদবদল হয়েছে তাতে অভিষেকের ছায়া স্পষ্ট। তাঁরই আপত্তিতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বা অনুব্রত মণ্ডলদের পুনর্বাসন আটকেছে। এই অবস্থায় মমতার ইচ্ছায় কেন্দ্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলে অভিষেক ঠাঁই পাওয়ায় স্পষ্ট, তাঁদের মধ্যে কোনও মতবিরোধ নেই। তৃণমূল জানিয়েছে, দল কখনও এই কূটনৈতিক সফরকে বয়কট করেনি। এর আগে তৃণমূলের লোকসভা দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও প্রতিনিধিদলে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি স্বাস্থ্যজনিত কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

এদিকে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদলগুলিকে পাঠানোর আগে তার তিনটি দলের সদস্যদের সঙ্গে মঙ্গলবার বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। সেখানেও উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন শশী থারুর, সঞ্জয়কুমার ঝা প্রমুখ। জেডিইউ-এর সাংসদ সঞ্জয়কুমার ঝা'র নেতৃত্বাধীন যে প্রতিনিধিদলটি যাচ্ছে, তাতে থাকবেন বিজেপির অপরাজিতা সারঙ্গি, ব্রিজলাল, সিপিএমের জন ব্রিটাসদের সঙ্গে থাকছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২২ মে তাঁরা রওনা দেবেন এবং ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুর সফর করবেন। গত ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে সীমান্তপার সন্ত্রাসবাদের ফল ভুগছে ভারত। এই বিষয়টিই যেন বিশ্বের দেশগুলিতে তুলে ধরা হয়। মোট ৫৯ জন নেতা-নেত্রী সাতটি দলে ভাগ হয়ে বিশ্বের ৩২টি দেশে যাবেন।

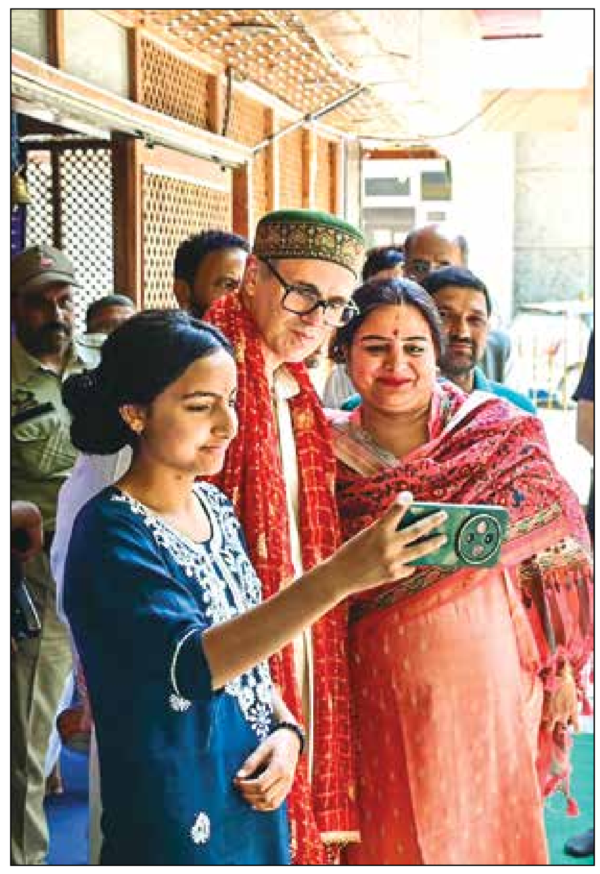

মন্দিরের সামনে ওমর আবদুল্লার সঙ্গে সেলফিতে ব্যস্ত। জম্মুতে।

ইজরায়েলি হামলায় গাজায় হত আরও ৬০

গাজা সিটি, ২০ মে : গাজায় ইজরায়েলি সেনার আক্রমণ অব্যাহত থাকায় মঙ্গলবার অন্তত ৬০ জন প্যালেস্তিনীয়র মৃত্যু হয়েছে। গাজার সিভিল ডিফেন্স সংস্থা জানিয়েছে, নিহতদের বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু।

মঙ্গলবার কাকভোরে এই হামলায় গাজা সিটির একটি স্কুলে এবং একটি বড় আবাসনে বিমান হামলা হয়। মধ্য গাজার দেইর আল-বালাহ এলাকায় একটি বাড়িতে ১২ জন নিহত হন। নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরের কাছে একটি পেট্রোল পাম্পে নিহত হন ১৫ জন। জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে মারা গিয়েছেন আরও ৯ জন। ইজরায়েলি সেনা হামলাগুলি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি।

১৭ মে থেকে গাজার বিরুদ্ধে নতুন সামরিক অভিযান শুরু করেছে ইজরায়েলি সেনা। সোমবার 'গাজার প্রতি ইঞ্চি দখলের' হুঁশিয়ারি দেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রসংঘ উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছে, গাজার ওপর হামলা বন্ধ না হলে এবং সেখানে ত্রাণসামগ্রীর বন্যা বইয়ে দিতে না পারলে আগামী দু'দিনে সেখানে মৃত্যু হবে কমপক্ষে ১৪ হাজার শিশুর।

এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ থামানোর জন্য কমবেশি সব রাষ্ট্রই চাপ দিচ্ছে ইজরায়েলকে। এমনকি 'বন্ধু রাষ্ট্রগুলিও তাদের পাশে নেই' বলে কবুল করেছেন নেতানিয়াহু। সোমবার ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং কানাডাও হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে, ইজরায়েল গাজায় সেনা অভিযান বন্ধ না করলে এবং ত্রাণ পৌঁছোনোর ব্যাপারে বাধা দিলে তাদের বিরুদ্ধে 'কড়া পদক্ষেপ' করা হবে।

ওয়াকফ মামলায় প্রধান বিচারপতি

'স্পষ্ট অসাংবিধানিক না হলে হস্তক্ষেপ নয়'

নয়াদিল্লি, ২০ মে : সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে প্রথমবার মামলা শুনলেন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। মামলায় তিনি জানিয়েছেন, 'সংসদ যে আইন পাশ করে, তা সাংবিধানিক বলেই ধরে নেওয়া হয়। যতক্ষণ না খুবই স্পষ্ট কোনও অসাংবিধানিক দিক দেখা যায়, ততক্ষণ আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না।'

মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে শুনানি চলে। ওয়াকফ কাউন্সিলে বেশিরভাগই কেন অমুসলিম সদস্য রাখা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। ওয়াকফ সম্পত্তি দানের ক্ষেত্রে কেন পাঁচ বছর ইসলাম পালনের শর্ত রাখা হচ্ছে, মামলাকারীদের প্রশ্ন ছিল।

প্রধান বিচারপতি গাভাই ও বিচারপতি এজি মসিহের ডিভিশন বেঞ্চ তিনটি বিষয় চিহ্নিত করে শুনানি করছে। প্রথমত, 'ইউজার' (জমি বা সম্পত্তিদাতা) ভিত্তিতে ওয়াকফ চিহ্নিত করা। দ্বিতীয়ত, ওয়াকফ বোর্ড ও কাউন্সিলে অমুসলিম সদস্যদের নিয়োগ। তৃতীয়ত, সরকারি জমিকে ওয়াকফ হিসাবে চিহ্নিত করা।

শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, সরকার ইতিমধ্যে এই তিনটি বিষয়ে তাদের বক্তব্য লিখিত আকারে আদালতে জমা দিয়েছে। তাঁর আর্জি, আলোচনা যেন ওই তিনটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল বলেন, 'এটা খণ্ড খণ্ড শুনানি হতে পারে না। আইনটিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বানানো হয়েছে যাতে ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করা যায়।' তিনি বলেন, 'নতুন আইনে বলা হয়েছে, কেউ ওয়াকফ করতে চাইলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর ইসলাম ধর্ম পালন করে থাকতে হবে। অর্থাৎ মৃত্যুশয্যায় থাকা একজন মানুষও যদি ওয়াকফ করতে চান, তাঁকেও প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি পাঁচ বছর ধরে ধর্মাচরণ করছেন। এটা সংবিধানবিরোধী।'

সিবাল আরও বলেন, 'নতুন আইনে বলা হয়েছে, কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত বা ব্যক্তি অভিযোগ তুললেই কোনও জমির ওয়াকফ মর্যাদা চলে যাবে। সরকারই তখন বিচারকের ভূমিকা পালন করবে। এইভাবে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্র কেড়ে নিচ্ছে।'

মসজিদ ও মন্দিরের তুলনা টেনে সিবাল বলেন, 'সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে অর্থ দিতে পারে না। মসজিদ বা গোরস্থানের দেখভাল সরকার করে না, বরং বহু মানুষ তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ওয়াকফ হিসাবে দিয়ে যান। মন্দিরে যেমন চাঁদার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আসে, মসজিদে বা কবরস্থানে তা হয় না।'

> সংসদ যে আইন পাশ করে, তা সাংবিধানিক বলেই ধরে নেওয়া হয়। যতক্ষণ না খুবই স্পষ্ট কোনও অসাংবিধানিক দিক দেখা যায়, ততক্ষণ আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না।
>
> **বিআর গাভাই**
> *সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি*

সিবালের কথা শুনে প্রধান বিচারপতি গাভাই বলেন, 'এমন তো মন্দিরেও হয়। আমি দরগায় যাই, সেখানেও এমন হয়।'

শুনানির এক পর্বে সিবাল বলেন, 'যে কোনও সৌধ বা স্থাপনাকে যখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করে, তখন তার ওয়াকফ মর্যাদা চলে যায়। উদাহরণস্বরূপ জামা মসজিদ, সম্ভাল। এইভাবে যে কোনও বিরোধ বাধলেই ওয়াকফ বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এটা গভীর উদ্বেগের।' তাঁর আরও অভিযোগ, নতুন ওয়াকফ আইনের কিছু ধারা (যেমন ৩ডি, ৩ই) যৌথ সংসদীয় কমিটির খসড়ায় ছিল না, অথচ সেগুলিকে সংযুক্ত করে আইন পাশ করা হয়েছে। বুধবার ফের মামলার শুনানি হবে।

রক্ষা পেল রাজধানী

লখনউ, ২০ মে : অল্পের জন্য রক্ষা পেল নয়াদিল্লি-ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেস। লাইনচ্যুত হওয়া থেকে বাঁচল কাঠগোদাম এক্সপ্রেসও। রেললাইনের ওপর কাঠের গুঁড়ি ফেলে দুর্ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করেছিল দুষ্কৃতীরা। কিন্তু চালকের তৎপরতায় বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ট্রেন দুটি। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় ডালেনগর ও উমরতালি স্টেশনের মাঝে রেললাইনের ওপর কাঠের গুঁড়ি রেখেছিল দুষ্কৃতীরা। ডিব্রুগড়গামী রাজধানী এক্সপ্রেসের চালক তা দেখতে পেয়ে ইমার্জেন্সি ব্রেক কষেন। তিনিই প্রথমে কাঠের গুঁড়ি সরিয়ে দেন এবং রেল আধিকারিকদের খবর দেন। রাজধানীর পর কাঠগোদাম এক্সপ্রেসকেও একই কায়দায় লাইনচ্যুত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও লোকো পাইলটের তৎপরতায় রক্ষা পায় ট্রেনটি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

হাফিজদের পেতে চাপ

জেরুজালেম, ২০ মে : পাক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের অপারেশন সিঁদুর আপাতত 'বিরতিতে', কিন্তু 'শেষ হয়নি'। ইজরায়েলের মাটিতে দাঁড়িয়ে এই বার্তা দিলেন এদেশে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত জেপি সিং। তিনি সাফ

ইজরায়েলের মাটিতে বার্তা ভারতের

জানালেন, তিন জঙ্গি হাফিজ সইদ, সাজিদ মির ও জাকিউর রহমান লকভিকে ইসলামাবাদ ভারতের হাতে তুলে দিক, ঠিক যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৬/১১-র অন্যতম চক্রী তাহাউর হুসেন রানাকে ভারতে হস্তান্তর করেছে।

ইজরায়েলের এক টেলিভিশন চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে জেপি সিং বলেছেন, 'ভারতের অভিযান ছিল পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী, তাদের পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে। যার জবাবে পাকিস্তান ভারতের সামরিক কেন্দ্রে আক্রমণ হেনেছে।'

গাজায় চাই আরও ত্রাণ

রাষ্ট্রসংঘ, ২০ মে : ইজরায়েলের লাগাতার বোমাবর্ষণে গাজায় মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। সেইসঙ্গে চলছে খাদ্যসংকট। গাজার নিরন্নদের জন্য প্রচুর পরিমাণে ত্রাণ দরকার। এই আবহে রাষ্ট্রসংঘ জানিয়েছে, গাজা উপত্যকায় ত্রাণের বন্যা না হলে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ হাজার শিশুর মৃত্যু হতে পারে। ইজরায়েল ১১ সপ্তাহ পর সোমবার পাঁচটি ত্রাণবোঝাই ট্রাক গাজায় ঢোকার অনুমতি দেয়। চাহিদার তুলনায় তা কিছুই নয় বলে উল্লেখ করে রাষ্ট্রসংঘের মানবিক সহায়তা বিষয়ক কর্তা টম ফ্লেচার বলেছেন, 'এই ত্রাণ বিশাল সমুদ্রে এক ফোঁটা জলের মতো।'

ইউক্রেন-রাশিয়ার শীঘ্রই যুদ্ধবিরতি

ট্রাম্পের ঘোষণায় সতর্ক পুতিন

ওয়াশিংটন, ২০ মে : ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামানোর কৃতিত্ব নেওয়ার পর এবার রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতেও উদ্যোগী হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সোমবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে প্রায় দু'ঘণ্টা ফোনে কথা হয় ট্রাম্পের। পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপের পরে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, 'পুতিন খুব ভালো মানুষ। আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে।' তবে রাশিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'এই প্রক্রিয়ায় সময় লাগবে এবং এখনই কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা ঠিক হয়নি।'

রুশ-ইউক্রেন সংঘাত এত দূর গড়ানোর জন্য ট্রাম্প প্রকারান্তরে দায়ী করেন তাঁর পূর্বসূরি জো বাইডেনের প্রশাসনকেও। মস্কো এবং কিভের সংঘাত নিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'প্রতি সপ্তাহে গড়ে পাঁচ হাজার তরুণ সৈনিকের মৃত্যু হচ্ছে...! আমরা এটা থামানোর চেষ্টা করছি।'

ট্রাম্প বলেন, যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত পরিকল্পনার কথা তিনি ইতিমধ্যে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও ফিনল্যান্ডের নেতাদেরও জানিয়েছেন। হোয়াইট হাউসে তিনি জানান, 'কিছু অগ্রগতি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।'

> পুতিন খুব ভালো মানুষ। আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

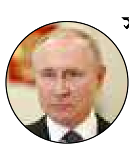

> সবকিছু ঠিক পথে এগোচ্ছে, এটুকুই। এর চেয়ে বেশি কিছু বলার সময় এখনও আসেনি।
>
> **ভ্লাদিমির পুতিন**

ট্রাম্পের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েও পুতিন বলেন, 'সবকিছু ঠিক পথে এগোচ্ছে, এটুকুই। এর চেয়ে বেশি কিছু বলার সময় এখনও আসেনি।' রাশিয়ার কৃষ্ণসাগর উপকূলবর্তী সোচিতে সাংবাদিকদের পুতিন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তিনি 'ভবিষ্যৎ শান্তিচুক্তির খসড়া' নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত।

ইউক্রেন ও ইউরোপীয় নেতৃত্ব 'তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি'র দাবি জানালেও পুতিনের সাফ জবাব, যুদ্ধ থামাতে হলে কিছু শর্ত মানতে হবে। ট্রাম্পও সরাসরি নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি। তাঁর মতে, এখনই চাপ বাড়ালে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।

ক্রেমলিনের উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ জানান, ট্রাম্প-পুতিন ফোনালাপে যুদ্ধবিরতির নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা নিয়ে আলোচনা হয়নি। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানিয়েছেন, 'সকলেই দ্রুত সমাধানের জন্য উদগ্রীব। কিন্তু বিশদ আলোচনা ছাড়া স্থায়ী শান্তি আসতে পারে না। ফলে সময় লাগবে।'

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেন, কূটনৈতিক অগ্রগতির জন্য রাশিয়া, ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হতে পারে। এই বৈঠক তুরস্ক, ভ্যাটিকান বা সুইৎজারল্যান্ডে হতে পারে বলেও তিনি জানান।

তবে ইউরোপের একাধিক নেতা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে, ট্রাম্প পুতিনকে চাপে ফেলতে নিষেধাজ্ঞার পথে হাঁটেননি। ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লায়েন বলেন, ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা 'ভালো'ই হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ।

তুরস্কে রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্রতিনিধিদল সাম্প্রতিক আলোচনায় বসেছিল।

প্রতারণায় গ্রেপ্তার কনে

জয়পুর, ২০ মে : নিঃসঙ্গতা, দারিদ্র্যের গল্প শুনিয়ে তরুণদের প্রেমে ফাঁসিয়ে বিয়ে করতেন অনুরাধা পাসওয়ান (৩২)। এরপর শ্বশুরবাড়ির আস্থা অর্জন করে খাবার বা পানীয়ের সঙ্গে মাদক খাইয়ে নগদ, গয়না লুট করে পালাতেন। ২৫ জনকে ফাঁসিয়েছেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, একটি দল রয়েছে নেপথ্যে। অনুরাধা তার পান্ডা। প্রতারিত এক তরুণের অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেপ্তার হয়েছেন মহিলা।

মৃত ৩

বেঙ্গালুরু, ২০ মে : ভারী বৃষ্টিপাতে বিপর্যস্ত বেঙ্গালুরু। জলমগ্ন ৫০০ বাড়ি। প্রবল বর্ষণের জেরে প্রাণ হারিয়েছেন তিনজন। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত দুই। দেওয়াল ধসে মৃত এক গৃহকর্মী। রবিবার রাত থেকে সোমবার একটানা বৃষ্টি হয়েছে। টানা ১২ ঘণ্টায় ১৩০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, যা ১৫ বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ব্যাহত যান চলাচল, গাছ উপড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন বিস্তীর্ণ এলাকা। শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। আগামী ৫ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

ধৃত ৬

চণ্ডীগড়, ২০ মে : পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই মদতপুষ্ট এক বড়সড়ো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর পর্দা ফাঁস করেছে পঞ্জাব পুলিশ। পাকিস্তানের হরবিন্দর সিং রিন্ডা নামে এক সন্ত্রাসী ভারতে নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী বব্বর খালসাকে কাজে লাগিয়ে দুই হ্যান্ডলারের মাধ্যমে এদেশে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়েছে। এর পিছনে হাত রয়েছে আইএসআই-এর।

মন্ত্রীর কুকথায় সিট গঠন

ভোপাল, ২০ মে : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে কর্নেল সোফিয়া কুরেশির বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কুঁয়র বিজয় শাহের বিতর্কিত মন্তব্যের তদন্তে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ একটি তিন সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে।

পুলিশের ডিজি কৈলাস মাকওয়ানা জানিয়েছেন, তিন সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দলে রয়েছেন ইনস্পেকটর জেনারেল অফ পুলিশ প্রমোদ বর্মা, ডেপুটি ইনস্পেকটর জেনারেল কল্যাণ চক্রবর্তী এবং পুলিশ সুপার বাহিনী সিং।

সেনার দাবি নস্যাৎ প্রধান গ্রন্থীর

চণ্ডীগড়, ২০ মে : অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন স্বর্ণমন্দিরে পাকিস্তানের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকাতে ভারতীয় সেনা আকাশ প্রতিরোধী ব্যবস্থা মোতায়েন করেছিল। তা করা হয় মন্দিরের প্রধান গ্রন্থী (পুরোহিত) জ্ঞানী রখবীর সিংয়ের অনুমতি নিয়েই। সেনার এই দাবি মঙ্গলবার নস্যাৎ করে দিলেন স্বর্ণমন্দিরের প্রধান পুরোহিত। জ্ঞানী রখবীর সিং সাফ জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে কোনও সেনা অফিসার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। ঘটনার সময় তিনি এদেশে ছিলেন না। ২২ দিনের ছুটিতে আমেরিকায় ছিলেন। তিনি জানান, সেনার বক্তব্য তদন্ত করে দেখবে শিরোমণি গুরুদোয়ারা প্রবন্ধক কমিটি। অকাল তখতের প্রাক্তন জাঠেদার রখবীর সিং এও বলেছেন, 'শ্রী হরমন্দর সাহিবে ব্ল্যাক আউট করার ব্যাপারে প্রশাসনকে এসজিপিসি সাহায্য করেছে, এটাও অসত্য।' রখবীর ছুটিতে থাকাকালীন প্রধান গ্রন্থীর কাজ যিনি করেছেন সেই জ্ঞানী অমরজিৎ সিংহ সেনার দাবি খারিত করেছেন।

পাক-প্রীতি কার, তুঙ্গে তর্জা

নয়াদিল্লি, ২০ মে : অপারেশন সিঁদুরের জেরে পাকিস্তানের হাঁটু কেঁপে গিয়েছে বলে ভারতীয় সেনা যে দাবি করেছে তাকেও কার্যত নস্যাৎ করে দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কর্ণাটকের বিজয়নগরের হোসাপেতে এক দলীয় সমাবেশে অপারেশন সিঁদুরকে ছোটখাটো যুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, 'এই সমস্ত ছোটখাটো যুদ্ধের ফলে পাকিস্তান ভারতকে আর গুরুত্ব দিতে চাইছে না। চিনের কাছ থেকে মদত পাচ্ছে তারা।' প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'পর্যটকদের কেন পুলিশ বা সেনা নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি? কেন তাঁদের সতর্ক করা হয়নি? ওঁদের সতর্ক করে দিলে হয়তো ২৬টি নিরপরাধ প্রাণকে বাঁচানো যেত।'

খাড়গের এহেন মন্তব্যের স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনা করেছে বিজেপি। দলের নেতা সম্বিত পাত্র বলেন, 'এই ধরনের কথা বলা দেশ এবং সেনার শৌর্যের সঙ্গে প্রতারণা।' তাঁর তোপ, 'আমরা প্রথম দিন থেকে ডিজিটাল প্রমাণ দিয়েছি। পাকিস্তানিরাও প্রমাণ দেখিয়েছেন। তারপরও আপনারা সেনার সাহসিকতার প্রমাণ চাইছেন। এই কারণেই রাহুল গান্ধি এবং তাঁর নেতাদের পাকিস্তানে পোস্টার বয় হিসেবে দেখা হয়।' এর আগে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের

রাহুল-মুনিরের ছবি দিয়ে আক্রমণ পদ্মের।

বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে জানিয়ে আক্রমণ করার যে অভিযোগ বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি করেছিলেন তারও সমালোচনা করেছে বিজেপি।

রাহুল গান্ধি এবং পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের একটি ছবি মিশিয়ে মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। তার নীচে লেখা আছে, ওয়ান অ্যাজেন্ডা। মালব্য বোঝাতে চেয়েছেন, দুইজনই আসলে এক ব্যক্তি। তিনি লিখেছেন, 'রাহুল গান্ধি যে পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলবেন সেটা মোটেই আশ্চর্যের নয়। ক্রটিহীন অপারেশন সিঁদুরের পর উনি প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দনও জানাননি। বরং উনি লাগাতার জানতে চেয়েছেন আমরা কতগুলি যুদ্ধবিমান হারিয়েছি। এই প্রশ্নের উত্তর ডিজিএমও আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। তাহলে এরপর রাহুল গান্ধি আর কী পেতে পারেন? নিশান-ই-পাকিস্তান?' বিজেপির আক্রমণের জবাবে কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেরা এবং সুপ্রিয়া শ্রীনেতদের পালটা খোঁচা, পাকিস্তানের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান নিশান-ই-পাকিস্তান পাওয়ার যোগ্য লালকৃষ্ণ আদবানি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। এদিকে পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতির প্রশ্ন, 'অপারেশন সিঁদুরে লাভ কী হল? পহলগামের জঙ্গিরা তো ধরা পড়েনি?'

পতন সেনসেক্সের

মুম্বই, ২০ মে : সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনেও ধাক্কা ভারতীয় শেয়ার বাজারে। বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ৮৭২.৯৮ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ৮১১৮৬.৪৪ পয়েন্টে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ২৬১.৫৫ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ২৪৬৮৩.৯০ পয়েন্টে।

মুনিরের পদোন্নতি

ইসলামাবাদ, ২০ মে : ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং তার জেরে দুই প্রতিবেশীর উত্তপ্ত সম্পর্কের মধ্যেই মঙ্গলবার পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরকে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত করল শাহবাজ শরিফের সরকার। ফিল্ড মার্শাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদ। ভারতের সঙ্গে সংঘাতে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীকে সফলভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই মুনিরের এই পদোন্নতি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিজ্ঞানী জয়ন্ত নারলিকার প্রয়াত

পুনে, ২০ মে : ভারতীয় বিজ্ঞান জগতে ইন্দ্রপতন। ৮৭ বছর বয়সে জীবনাবসান হল বিশিষ্ট ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকারের। মঙ্গলবার পুনেতে তাঁর মৃত্যু হয়। ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চায় তিনি ছিলেন এক অগ্রদূত। তিনি পুনের 'ইন্টার-ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স' (আইইউসিএএ)-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে সহজভাবে পৌঁছে দেওয়ার কাজে তাঁর ভূমিকা চিরকাল ভারতের বিজ্ঞান জগৎ মনে রাখবে।

জয়ন্ত নারলিকারের প্রয়াণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শোকপ্রকাশ করে বলেন, 'জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর চিন্তাভাবনা আগামী প্রজন্মের গবেষকদের পথ দেখাবে। তিনি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন

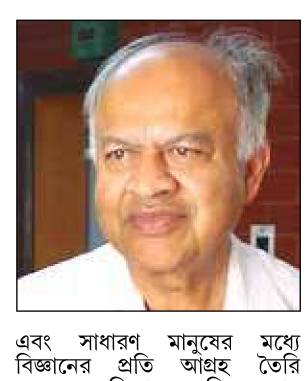

এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ তৈরি করেছেন। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের আন্দোলনে নারলিকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।'

তাঁর জন্ম ১৯৩৮ সালের ১৯ জুলাই, মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে। তাঁর বাবা ছিলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএইচইউ) গণিত বিভাগের প্রধান। আর মা ছিলেন সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত। নার্লিকার বিএইচইউ থেকে ১৯৫৭ সালে স্নাতক হন।

শিলিগুড়ির কাছে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী। -সূত্রধর

জিএসটি'র পর আরও ট্যাক্সে ক্ষুব্ধ মমতা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ মে : যে কোনও একটাই ট্যাক্স থাকবে। দুটো ট্যাক্স হতে পারে না। মঙ্গলবার স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফুলবাড়ির হেলিপ্যাড সংলগ্ন ময়দানে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'একবার জিএসটি নেবে, তারপর আবার শিল্পপতিদের কাছে গিয়ে মিউটেশন ফি'র নামে ট্যাক্স নেওয়া হয়, রাস্তায় গাড়ি চললে ট্যাক্স নেওয়া হয়। এটা করা যাবে না। একটাই ট্যাক্স থাকবে।' তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র এই রাজ্য থেকে জিএসটি বাবদ টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে, তার ভাগও সময়মতো দেওয়া হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থানকে স্বাগত জানিয়েছে উত্তর দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্স।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শংকর কুণ্ডু বলেছেন, 'রাস্তায় টাকা দিতে দিতে আমাদের পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য সাহস করেই সোমবার দীনবন্ধু মঞ্চের শিল্প সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীকে সমস্যার কথাগুলি বলেছিলাম। তিনি আমাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন এবং পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন, এটা আমাদের বড় প্রাপ্তি।'

সোমবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তরবঙ্গ শিল্প সম্মেলনে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে রাস্তায় হয়রানির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তাঁদের অনেকেরই অভিযোগ ছিল, জিএসটি দিয়ে পণ্য কিনে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় টোল ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। পাশাপাশি পুলিশ, এমভিআই সহ অন্যরা বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে। এই অত্যাচার বন্ধ করতে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন। যার ফলে পণ্য পরিবহণের খরচ অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে বলে তাঁদের অভিযোগ ছিল। এ কারণে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে বলে বক্তব্য ব্যবসায়ীদের। এমন অভিযোগ পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী পাশে বসে থাকা মুখ্যসচিবকে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পুলিশ যাতে রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে 'ট্যাক্স' (পড়ুন তোলাবাজি) না নেয়, তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি পুলিশকর্তাদের দায়িত্ব দেন।

মঙ্গলবার ফের মুখ্যমন্ত্রী 'একটাই ট্যাক্স' নিয়ে সরব হন। ফুলবাড়ির হেলিপ্যাড সংলগ্ন ময়দানে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা কেন্দ্রের কাছে এক লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাই। একটাই ট্যাক্স জিএসটি, যেটা কেন্দ্রীয় সরকার সংগ্রহ করে, আমরা সহযোগিতা করি। সেই টাকাও আমরা ঠিকমতো পাই না। তা ছাড়াও আবার শিল্পপতিদের কাছে গিয়ে মিউটেশন ফি'র নাম করে ট্যাক্স নেওয়া হচ্ছে। রাস্তায় গাড়ি চললে ট্যাক্স নেওয়া হচ্ছে। না, এসব নেওয়া যাবে না। যে কোনও একটা ট্যাক্স নিতে হবে। দুটো ট্যাক্স হতে পারে না।'

> শিল্পপতিদের কাছে গিয়ে মিউটেশন ফি'র নাম করে ট্যাক্স নেওয়া হচ্ছে। রাস্তায় গাড়ি চললে ট্যাক্স নেওয়া হচ্ছে। না, এসব নেওয়া যাবে না। যে কোনও একটা ট্যাক্স নিতে হবে। দুটো ট্যাক্স হতে পারে না।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

উত্তর দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক শংকরের বক্তব্য, 'রাস্তায় এমভিআই, পুলিশ, জিএসটি গাড়ি দাঁড় করিয়ে অত্যাচার করে। এর জেরে অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখায় বাড়তি ভাড়াও গুনতে হচ্ছে। আমরাও চাই, একটাই ট্যাক্স থাক। জিএসটি দিয়ে যখন পণ্য কেনাবেচা হচ্ছে, তাহলে অন্য ট্যাক্স কেন নেওয়া হবে? মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থানকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি।'

হরিশ্চন্দ্রপুরে মাখনা হাব

প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের নির্মাণ শেষের পথে, কর মকুব

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ মে : রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাখনা প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট চালু হতে চলেছে হরিশ্চন্দ্রপুরে। ইতিমধ্যে সমস্ত যন্ত্রপাতি এসে পৌঁছেছে। ইউনিটের নির্মাণকাজও প্রায় শেষের পথে। সম্প্রতি জেলা শাসক তা পরিদর্শন করেছেন। অন্যদিকে, মাখনা থেকে এতদিন এক শতাংশ হারে অ্যাগ্রিকালচার মার্কেটিং ট্যাক্স আদায় করত রাজ্য সরকার।

ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন থেকে তা মকুবের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। সোমবার শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে ট্যাক্স মকুবের নির্দেশ দিয়েছেন। এর জেরে খুশির হাওয়া হরিশ্চন্দ্রপুরের মাখনা ব্যবসায়ী এবং চাষিদের মধ্যে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে মাখনা চাষ।

হরিশ্চন্দ্রপুরের মাখনা ব্যবসায়ী বসন্ত কেডিয়া বলেন, 'দেশের কুড়ি শতাংশ মাখনা হরিশ্চন্দ্রপুরের দুটি ব্লকে উৎপন্ন হয়। বাকি আশি শতাংশ আসে বিহার থেকে। বিহারের ব্যবসায়ীদের মাখনার জন্য রাজ্য সরকারকে কোনও ট্যাক্স দিতে হয় না। কিন্তু আমরা এতদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এক শতাংশ হারে অ্যাগ্রিকালচার মার্কেটিং ট্যাক্স দিতাম। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ট্যাক্স মকুব করায় এলাকার ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন।'

মালদা জেলায় ২৩ হাজার ৫০০ একর জমিতে মাখনা চাষ হয়। মাখনা উৎপন্ন হয় ৩২ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন। প্রায় ২৫০ কোটির ব্যবসা। প্রশাসন সূত্রের খবর, হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ও ২ ব্লকেই মূলত মাখনার চাষ বেশি হয়। এর পাশাপাশি চাঁচল, রতুয়া সহ ছয়টি ব্লকেও পরীক্ষামূলকভাবে চাষ হচ্ছে।

> **উদ্যোগ**
>
> হরিশ্চন্দ্রপুরে ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজ্য সরকারের মাখনা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র
>
> মাখনা থেকে অ্যাগ্রিকালচার মার্কেটিং ট্যাক্স মকুবের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর
>
> দেশের কুড়ি শতাংশ মাখনা উৎপন্ন হয় হরিশ্চন্দ্রপুরে
>
> ট্যাক্স মকুব এবং প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট নির্মাণে শিল্প হাবের আশায় বুঁদ ব্যবসায়ীরা

হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক পবন কেডিয়া বলেন, 'রাজ্য সরকার এলাকায় একটি মাখনা প্রক্রিয়াকরণ ক্লাস্টার গড়ে তুলেছে। আমরা চাই, হরিশ্চন্দ্রপুরে মাখনাকে কেন্দ্র করে শিল্প হাব গড়ে উঠুক।'

এ প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেনের বক্তব্য, 'মাখনা নিয়ে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। এমএসএমই দপ্তরের উদ্যোগে প্রথম প্রসেসিং ইউনিট তৈরি হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরে। স্থানীয় তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণের চিন্তাভাবনা চলছে।'

জেলা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুণ্ডু বলছেন, 'মাখনাকে কেন্দ্র করে আমাদের বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে, সেগুলি আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি।'

অমৃতসরের আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে বিএসএফের রিট্রিট। মঙ্গলবার। -পিটিআই

ধৃত ২, তদন্তে পুলিশ

ব্যবসায়ীর ঘরে আগ্নেয়াস্ত্র

অর্ণব চক্রবর্তী

সামশেরগঞ্জ, ২০ মে : আনারুল ইসলাম এলাকায় ফল বিক্রেতা হিসেবেই পরিচিত। তবে সেই ফলের ব্যবসার আড়ালে যে অস্ত্রের কারবার চলত তা জানা ছিল না কারও। সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রতাপগঞ্জ উত্তরপাড়ায় আনারুলের বাড়িতে হাজির হয় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। একটি সেভেন এমএম পিস্তল, দেশি পিস্তল, লোহার রড ও ভোজালি সহ বিভিন্ন অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে তার বাড়ি থেকে। ওই ঘটনায় পুলিশ আনারুল (৫২) ও তার ছেলে টিঙ্কু শেখকে (২৮) গ্রেপ্তার করে।

তবে সেসব আগ্নেয়াস্ত্র কী উদ্দেশ্যে বাড়িতে রাখা হয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও তদন্তকারীদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা জানিয়েছে যে, আত্মরক্ষার কারণেই অস্ত্রগুলো মজুত রাখা হয়েছিল। কিন্তু বিনা লাইসেন্সে এতগুলো অস্ত্র কীভাবে এল একজন ফল বিক্রেতার ঘরে সে প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেনি তারা।

জঙ্গিপুরের পুলিশ সুপার অমিতকুমার শাহ বলেন, 'ধৃতদের বাড়ি থেকে কিছু অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের ৭ দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়ার জন্য আদালতের কাছে জানানো হয়েছে।'

ধুলিয়ানে কিছুদিন আগেই ওয়াকফ ইস্যুতে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেসময় এলাকায় বালতি ভর্তি বোমা উদ্ধার হয়। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবার বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাতে অভিযান চালিয়ে ওই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। পুলিশকে দেখেই একজন পালানোর চেষ্টা করে। তবে পুলিশ ছাদ দিয়ে তাড়া করে ধরে ফেলে তাকে। ওই ঘটনায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ

জানিয়েছে, এত অস্ত্র কোথা থেকে এল কিংবা কী উদ্দেশ্যে ওই অস্ত্র মজুত রাখা হয়েছিল। ওই ঘটনার পেছনে কোনও বড় চক্র জড়িত আছে কি না তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ধুলিয়ানের বাসিন্দা রবি হালদার বলেন, 'এলাকায় থেকে তারা ফল বিক্রি করত। তার মধ্যে যে এত কিছু লুকিয়ে রেখেছিল ভাবতেই পারিনি। কী উদ্দেশ্যে যে অস্ত্র বাড়িতে রাখা হয়েছিল কে জানে। খুব ভয় লাগছে।' আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

দাদাকে পুড়িয়ে খুন করে গ্রেপ্তার

পুরাতন মালদা, ২০ মে : টাকাপয়সা ও সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে দাদাকে পুড়িয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। রবিবার রাতে পুরাতন মালদার মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঙ্গাবাড়ি গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম যতন কোল (৫৪)। তিনি ভিনরাজ্যে কাজ করতেন। ঘটনায় শোরগোল পড়েছে এলাকায়। মঙ্গলবার অভিযুক্ত নন্দন কোলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ধৃতকে এদিন মালদা জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে নন্দন সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজের দাদাকে পুড়িয়ে খুন করার কথা স্বীকার করে। তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। মালদা থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে। সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যতন কোল ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতেন। সম্প্রতি তিনি বাড়িতে ফেরেন। রবিবার সকালে ভাই নন্দনের সঙ্গে টাকাপয়সা ও সম্পত্তির ভাগ নিয়ে তাঁর বচসা হয়। রাতে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় যতনকে উদ্ধার করে প্রতিবেশীরা মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মৃতের দিদি জলি কর্মকার বলেন, 'টাকা নিয়ে দু'ভাইয়ের মধ্যে সকালে ঝগড়া হয়েছিল। রাতে যখন বড় ভাই যখন ঘুমোচ্ছিল, সেই সময় নন্দন তাঁকে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মারে। আমরা পুলিশকে সবকিছু জানিয়েছি।'

স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল রাজবংশীর বক্তব্য, 'আমরা কেউ প্রথমে ঘটনাটি টের পাইনি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।' পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

স্ত্রীকে খুন

সালার, ২০ মে : দুই নাবালিকা মেয়ের সামনে স্ত্রীকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুনের অভিযোগে মুর্শিদাবাদের সালারের বাসিন্দা শোভন দাসকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মৃতের নাম শর্মিলা দাস (২৫)। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। বছর নয়েক আগে পেশায় ঠিকা শ্রমিক শোভনের সঙ্গে বিয়ে হয় শর্মিলার। তাঁদের দুই নাবালিকা সন্তান রয়েছে। সম্প্রতি ওই দম্পতির মধ্যে পারিবারিক ঝামেলা লেগেই থাকত, জানিয়েছেন বাড়ির লোকজন।

অভিযোগ, সোমবার দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হলে রাগের বশে স্ত্রীর গলায় দড়ি পেঁচিয়ে তাঁকে ঘরের সিলিংয়ে ঝুলিয়ে দেয় শোভন। মেয়েদের চিৎকারে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে ওই বধূকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের মা রেণুকা দাস বলেন, 'জামাই দীর্ঘদিন ধরে আমার মেয়ের ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাচ্ছিল। ওর কঠোর শাস্তি চাই।'

বধূর শ্লীলতাহানি

বালুরঘাট, ২০ মে : এক গৃহবধূকে কুপ্রস্তাব, শ্লীলতাহানি ও মারধর করা হয়েছে বলে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। সোমবার সন্ধ্যায় বালুরঘাট শহরের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। ঘটনার পর ওই গৃহবধূ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মঙ্গলবার দুপুরে তিনি বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'এই ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্ত পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

ওই গৃহবধূ বলেন, 'সোমবার বিকেলবেলা বাড়ির সামনে এলাকার অন্যান্য মহিলার সঙ্গে বসে ছিলাম। ওই ব্যক্তি সেই সময় আমার হাত ধরে টানাটানি শুরু করে। আমাকে ওর সঙ্গে যেতে বলে। রাজি না হওয়ায় আমাকে ব্যাপক মারধর করে। আমার কাপড় টেনে ছিঁড়ে দেয়। আমার শ্লীলতাহানি করে।' তাঁর আরও দাবি, গৃহবধূর শাশুড়ি বাধা দিতে গেলে ওই ব্যক্তি তাঁকেও মারধর করে। এরপর বাড়ি থেকে কুড়াল নিয়ে এসে সকলকে খুনের হুমকি দেয়। ওই গৃহবধূর শাশুড়ির দাবি, মাঝবয়সি ওই প্রতিবেশী তাঁর পুত্রবধূকে মাঝেমধ্যেই উত্ত্যক্ত করে। সোমবারের এই ঘটনা আগের সমস্ত ঘটনাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। ওই ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এলাকার অনেকেই সরব হয়েছেন।

দেহ উদ্ধার

পতিরাম, ২০ মে : নাজিরপুরের বাদখোড়নার চল্লিশ বছর বয়সি শিমন মার্ডি পঞ্চম বিয়ের পরও দাম্পত্য জীবনে স্থায়িত্ব পাননি। আগের চার স্ত্রী চলে যাবার পর করার পর, পঞ্চম স্ত্রীও সম্প্রতি তাঁকে ছেড়ে চলে যান। স্ত্রী চলে যাওয়ার পর শিমন মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে পাঁচশো মিটার দূরে একটি গাছে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় শিমনের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। তাঁকে উদ্ধার করে বালুরঘাট হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ সহ স্থানীয়দের ধারণা, মানসিক অবসাদে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃত যখন জীবিত

প্রথম পাতার পর

কিন্তু চিকিৎসক সেই সার্জারিতে ব্যর্থ হওয়ায় অনুমতি ছাড়াই ওপেন সার্জারি করা হয় বলে অভিযোগ তুলেছেন মৃতের দিদি কুলসুম খাতুন। সাকিরুলের দিদি কুলসুম বলেন, 'নার্সিংহোমের তরফে পরিবারের লোকেদের জানানো হয়, সাকিরুল সুস্থ রয়েছেন। তবে জ্ঞান না ফেরায় তাঁকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। কিন্তু অস্ত্রোপচারের পর থেকে পরিবারের লোকেদের আর সাকিরুলের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি।'

সাকিরুলের এক প্রতিবেশী মহম্মদ নুর নবির অভিযোগ, 'শনিবার সাকিরুলের অপারেশন করা হয়। আমাদের অনুমান, অপারেশন করার সময়ই সাকিরুলের মৃত্যু হয়েছে। অথচ দু'দিন ধরে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ বলতে থাকে, রোগী সুস্থ রয়েছে। কোনও সমস্যা নেই। রোগী আইসিইউ-তে রয়েছে, এখনও জ্ঞান ফেরেনি। এই সময়ের মধ্যে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ রক্ত পরীক্ষা করাতে থাকে, ওষুধ কেনাতে থাকে। সোমবার জোর করে পরিবারের লোকজন সাকিরুলকে দেখতে যান। তখনই তাঁদের সন্দেহ হয়, সাকিরুলের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার দুপুরে আমরা অনলাইনে স্বাস্থ্য দপ্তরে নিজেদের সন্দেহের কথা জানাই।'

তিনি বলেন, 'সোমবার রাতে জেলা প্রশাসনের একটি প্রতিনিধিদল নার্সিংহোমে হানা দেয়। তারপরেই আমাদের জানানো হয়, রোগীর মৃত্যু হয়েছে। আমাদের অনুমান, টাকা হাতানোর জন্যই রোগীর মৃত্যু হওয়ার পরেও এভাবে রোগীকে জীবিত সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ৫৫ হাজার টাকা বিল করেছে। সম্ভবত পরিবারের লোকজন এখনও পর্যন্ত ২৫ হাজার টাকা দিয়েছেন।'

সাকিরুলের ভাইপো মহম্মদ ইশা বলেন, 'কাকার মৃত্যুর পরেও টাকা হাতাতে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ আমাদের সেই খবর দেয়নি। অস্ত্রোপচারের পর থেকে কর্তৃপক্ষ আমাদের কিছু জানায়নি। ওরা নানা পরীক্ষার কথা বলে, পরীক্ষার জন্য স্লিপ কাটানোর কথা বলে। টাকা দিয়ে আমরা পরীক্ষার ব্যবস্থাও করি। কিন্তু আমাদের কোনও রিপোর্ট দেখানো হয়নি। আমরা ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, শনিবারই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে সাকিরুলের অস্ত্রোপচারের জন্য ক্লেইম করা হয়। অস্ত্রোপচার হওয়ার তথ্যও নার্সিংহোমের তরফে অনলাইনে আপলোড করা হয়েছিল। রবিবার নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ সেই ক্লেইম তুলে নেয়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পরিবারের অভিযোগের কথাও প্রশাসনিক মহলে এসে পৌঁছায়। এরপরই সোমবার রাতে পুলিশ সহ চার সদস্যের প্রতিনিধিদল নার্সিংহোমে হানা দেয়।

এবিষয়ে সাকিরুলের দিদি কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এবিষয়ে জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়ার বক্তব্য, 'পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্স টিম ওই নার্সিংহোমে হানা দেয়। সেখানে সরকারি চিকিৎসকরা ওই রোগীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে শুনানির জন্য ডাকা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে জেলা প্রশাসন কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করবে না। ইতিমধ্যে একাধিক নার্সিংহোম, ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে আমরা পদক্ষেপ করেছি।'

উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা নিয়ে সরব শংকর

শিলিগুড়ি, ২০ মে : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরকালে উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার নানান দিক তুলে রাজ্যের ক্ষমতাসীন তৃণমূলের সমালোচনায় সরব হলেন রাজ্য বিধানসভায় বিজেপির মুখ্যসচেতক ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। শিল্প থেকে কর্মসংস্থান, চা বাগান থেকে উচ্চশিক্ষা, নানান বিষয় তুলে মঙ্গলবার তিনি কটাক্ষ করেছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতারও। তবে সমস্ত অভিযোগই সাধারণ মানুষের বলে দাবি করেছেন তিনি। সমাজমাধ্যমে নিজের অ্যাকাউন্টে 'প্রশ্ন আপনার মুখ্যমন্ত্রীকে' তুলে ধরেছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক। সেখানেই সাধারণ মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নানান প্রশ্ন রেখেছেন দাবি করে শংকর বলেন, 'নিজেদের উপলব্ধি থেকেই সাধারণ মানুষ উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার কথা তুলে ধরেছেন।' তাঁর বক্তব্য, 'দল অখণ্ড বাংলার পক্ষে। আমি দলের বাইরে নই। তবে উত্তরবঙ্গের মানুষ চাইছেন আলাদা হতে।' শিলিগুড়িতে বিজনেস সামিট করে উত্তরবঙ্গের মানুষকে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে। এমনই অভিযোগ তুললেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর। তাঁর অভিযোগ, ২০২৩ সালেও কাওয়াখালির বিশ্ব বাংলা শিল্পী হাটে বাণিজ্য সম্মেলন করা হয়েছিল। ওই সময় ২৪ হাজার কোটি টাকা লগ্নি এবং ৫০ হাজার ছেলেমেয়ের কর্মসংস্থানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কিছুই করা হয়নি। তাই সোমবার দীনবন্ধু মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী লগ্নির ব্যাপারে কোনও স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেননি। উহ্য রেখেছেন '২৩-এর প্রস্তাবের বাস্তবের ছবিটা। তাঁর কটাক্ষ, 'মাছ ছাড়া মাছের ঝোল যেমন হয়, তেমনই ছিল বিজনেস সামিট। আষাঢ় মাস না এলেও মুখ্যমন্ত্রী আষাঢ়ে গল্প শুনিয়েছেন।'

প্রচার

বালুরঘাট, ২০ মে : পোস্ট অফিসের মাধ্যমে কোথাও পাঠ্যপুস্তক পাঠালে অনেকটা খরচ হত। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই প্রেরককে সমস্যায় পড়তে হত। এই সমস্যা মেটাতে ভারতীয় পোস্ট অফিসের তরফে জ্ঞান পোস্ট নামে একটি বিশেষ প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে কোনও পড়ুয়া বা যে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেশের যে কোনও প্রান্তে ন্যূনতম খরচে বই পাঠাতে পারবে। চলতি মাসের ১ তারিখ থেকে এই পরিষেবা চালু হয়েছে দেশজুড়ে। দক্ষিণ দিনাজপুরে ইতিমধ্যে এই পরিষেবা শুরু হয়ে গিয়েছে। এই সুবিধা যাতে প্রত্যেক পড়ুয়া এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পায় তার জন্যই বালুরঘাট হেড পোস্ট অফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট কুন্তল গোস্বামী বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন।

গাইসালে ভয়াবহ স্মৃতি ফেরাল

প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ডিআরএমের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, 'ঘটনাটি দুঃখজনক। এমন ঘটনা ঘটা উচিত ছিল না।'

এদিন মালদাগামী ডিইএমইউ ট্রেনটির পিছনে থাকা ইঞ্জিনে বসেছিলেন সিনিয়ার ট্রেন ম্যানেজার আরআর ভারতী। আলুয়াবাড়ি রোড রেলস্টেশন ছাড়ার একটু পরেই তিনি ইঞ্জিনে ধোঁয়া দেখতে পান। ধোঁয়ার উৎস খোঁজার চেষ্টা করেন তিনি। ততক্ষণে ট্রেন গুঞ্জরিয়া স্টেশন ছেড়ে দিয়েছে। আচমকা তিনি আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পান। ট্রেনের গতি সেই সময় অনেকটাই বেশি ছিল। ভারতীর কথায়, 'ধোঁয়া এবং আগুনের ফুলকি দেখে আমি উৎস খোঁজার চেষ্টা করি। চলন্ত ট্রেনের চাকায় কোনও সমস্যা হয়েছে কি না তাও বুঝতে চেষ্টা করি। কিন্তু ততক্ষণে পরিস্থিতি জটিল আকার নিতে শুরু করেছে। ওয়াকি-টকিতে চালককে বিষয়টি জানাই। তিনি ইমার্জেন্সি ব্রেক কষে ট্রেন গাইসাল স্টেশনে দাঁড় করিয়ে দেন। যাত্রীদের নেমে যেতে বলা হয়।' তাঁর সংযোজন, 'সম্ভবত গিয়ার থেকে আগুন লেগেছিল। তবে এই বিষয়ে এক্সপার্ট যাঁরা তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন।'

গাইসাল স্টেশনে থাকা আগুন নেভানোর উপকরণ দিয়ে প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আগুন ক্রমশ বড় আকার ধারণ করে। সাধারণ মানুষ, পুলিশ, রেল পুলিশের ভিড়ে এলাকা ছয়লাপ হয়ে যায়। ডিইএমইউ-এর যাত্রী হরিনারায়ণ চতুর্বেদী বলেন, 'আমার বারসই স্টেশনে নামার কথা ছিল। ট্রেনের গার্ড ও চালকের তৎপরতার জন্য সবাই বেঁচে গিয়েছি। ট্রেনে আগুন শুনে আতঙ্কে যাত্রীরা ট্রেন থামার আগেই লাফিয়ে নামতে শুরু করেছিলেন।' আরেক যাত্রী বিনোদ পাসোয়ানের ধারণা, 'রেলের তরফে রক্ষণাবেক্ষণে নিশ্চয়ই গাফিলতি ছিল। নইলে এমন ভয়াবহ আগুন ট্রেনের ইঞ্জিনে লাগল কীভাবে?'

এদিন বিকেল প্রায় পাঁচটা নাগাদ ডিআরএম সড়কপথে গাইসাল স্টেশনে পৌঁছে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেন। তারপর দুর্ঘটনাগ্রস্ত ফাঁকা ট্রেনটি পাঞ্জিপাড়া স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ডিআরএম বলেন, 'সময় থাকতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে। যাত্রীদের ক্ষতি হয়নি। আগুন লাগার কারণ জানতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে। তদন্ত রিপোর্ট এলে বোঝা যাবে গাফিলতি কোথায় ছিল। রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে। ট্রেনের যাত্রীদের তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছাতে আমরা পদক্ষেপ করেছি।'

২৬ বছর আগে ১৯৯৯ সালের ২ অগাস্ট দেশের অন্যতম বড় ট্রেন দুর্ঘটনা গাইসালেই ঘটেছিল। সরকারি হিসাবেই ২৮৬ জনের মৃত্যু হয়। এদিন গাইসাল স্টেশনে ট্রেনের জ্বলন্ত ইঞ্জিন দেখে স্থানীয়দের সেই স্মৃতি ফিরে আসে। এলাকার বর্ষীয়ান বাসিন্দা আইনুল হক বলেন, 'শতাধিক মানুষের ওই ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল। বরাতজোরে এদিন অন্তত প্রাণহানি হয়নি।'

ছাত্র বিক্ষোভ

চাঁচল, ২০ মে : কুড়িদিনের মাথায় ফের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন ছাত্রছাত্রীরা। মঙ্গলবার জাতীয় পতাকা হাতে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। কিছু সময়ের জন্য আটকে দেওয়া হয় অফিসের মূল গেট। এরপর এক্সচেঞ্জ আধিকারিকের সঙ্গে বাদানুবাদ হয়। বিক্ষোভকারী অঙ্কুর দাস বলেন, 'অফিস উঠে গেলে বেকারদের ক্ষতি হবে। আমরা কোনওভাবেই অফিস অন্যত্র যেতে দেব না। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে লিখিত দিতে হবে।'

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসের আধিকারিক পাশাং নরবু শেরপার বক্তব্য, 'অফিস অন্য কোথাও যাবে না। আমরা এবিষয়ে লিখিত একটি নোটিশ দিয়ে দেব।' চাঁচল থেকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিস উঠে যাচ্ছে। গত মাসে সামাজিকমাধ্যমে এমন খবর ছড়িয়ে পড়তেই ২৬ তারিখে বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন এলাকার তরুণরা। তবে অফিস কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছিল অফিস উঠবে না। যদিও এবিষয়ে ওই সময় লিখিত কোনও নোটিশ দেয়নি তারা। এরপর কর্তৃপক্ষ লিখিত নোটিশ দেওয়ার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়।

প্রেমে প্রতারণা

বালুরঘাট, ২০ মে : নিজের বিয়ের কথা গোপন করে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন এক ব্যক্তি। বিষয়টি জানার পরে সম্পর্ক থেকে পিছিয়ে আসায় তাঁর নাম, অশ্লীল ছবি, মোবাইল নম্বর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে অপদস্থ করার চেষ্টার অভিযোগ তুললেন সেই প্রেমিকা। বালুরঘাট শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অভিযোগকারিণীর দাবি, ফেসবুকে তাঁর নামে একাধিক ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। অভিযোগ, তাঁর ও তাঁর পরিবারের ছবি, মোবাইল নম্বর দিয়ে আপত্তিকর পোস্ট করা হচ্ছে। অভিযোগকারিণী সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হতেই পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে।

বাংলাদেশি ধৃত

কিশনগঞ্জ, ২০ মে : কিশনগঞ্জ জেলার ইন্দো-নেপাল সীমান্তে গ্রেপ্তার হল বাংলাদেশি দম্পতি। সোমবার রাতে এসএসবি এবং সুখানি থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে ধরা পড়ে ওই দুই অনুপ্রবেশকারী। ওই দুজন কাদোগাঁও গ্রাম সংলগ্ন সীমান্তের ১১৯/০১ নম্বর পিলারের কাছে সন্দেহজনকভাবে ঘুরছিল। এসএসবি জওয়ান ও পুলিশকে দেখেই তারা নেপালের দিকে পালাবার চেষ্টা করে। ধাওয়া করে যৌথ বাহিনী ঠাকুরগাঁও জেলার বাসিন্দা মহম্মদ সফিকুল ইসলাম ও পরি খাতুনকে ধরে ফেলে। বৈধ নথিপত্র দেখাতে না পারায় তাদের গ্রপ্তার করা হয়। পরি খাতুনের কাছ থেকে একটি ভুয়ো ভারতীয় আধার কার্ড উদ্ধার করার পাশাপাশি সঙ্গে থাকা সমস্ত জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

টাকা গায়েব

বালুরঘাট, ২০ মে : অজানা নম্বর থেকে মিসড কল আসার পর কল ব্যাক করতেই বিপাকে পড়লেন দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের এক বাসিন্দা নিরঞ্জন বর্মন। অভিযোগ, তাঁর মোবাইল নম্বর হ্যাক করে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ২ লক্ষ টাকা গায়েব করে দিয়েছে প্রতারকরা। কীভাবে এমন কাণ্ড হল, তা বুঝেই উঠতে পারছেন না নিরঞ্জন। তিনি তাঁর টাকা ফেরত পেতে সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

গ্রেপ্তার বাবা

রায়গঞ্জ, ২০ মে : তরুণীকে অপহরণ করে ভিনরাজ্যে লুকিয়ে রাখার অভিযোগে মূল অভিযুক্তর বাবাকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ মহিলা থানার পুলিশ। ধৃত আকালু মহম্মদ কর্ণজোড়া ফাঁড়ির ধুরোইল গ্রামের বাসিন্দা। মঙ্গলবার ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তার ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। মেয়েটির সঙ্গে অভিযুক্ত তরুণের প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। ধৃতকে জেরা করে ওই তরুণীকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

রক্তদান

বালুরঘাট, ২০ মে : মঙ্গলবার দুপুরে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের উদ্যোগে বালুরঘাট ব্লাড সেন্টারে একটি রক্তদান শিবির হল। চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, টেকনিসিয়ান, আধিকারিক সহ এদিন ২৯ জন রক্তদান করেন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার গোপাল মাহাতো, নার্সিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট লিপিকা জমাদার সহ অন্যরা।

ফোন ফেরত

বালুরঘাট, ২০ মে : মঙ্গলবার সকালে বালুরঘাট-শিয়ালদা ট্রেনের মহিলা কামরা থেকে হারিয়ে যাওয়া একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে আরপিএফ। ফোনটি কুমারগঞ্জের সাবিনা বিবি নামে এক মহিলার। তাঁকে বালুরঘাট আরপিএফ অফিসে ডেকে মোবাইলটি ফিরিয়ে দেন আরপিএফের কর্মীরা।

ছোট্ট তারা

মালদার দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা সাত বছরের শুভ্রজিতা রায় বহু অঙ্কন এবং সংগীত প্রতিযোগিতায় নজর কেড়েছে। বড় চিত্রশিল্পী হওয়ার স্বপ্ন রয়েছে তার।

নদীর পাড়ে বাস
আতঙ্ক বারো মাস

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২০ মে : ঘটনাটা ঘটল সোমবার গভীর রাতে। বালুরঘাট পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের চকভৃগু ডাকরা এলাকায় ভাঙল আত্রেয়ী নদীতে স্বল্প উচ্চতার বাঁধের একাংশ। আওয়াজ শুনে অনেকেরই ঘুম ভেঙে যায়। তারপর সারারাত আর দু'চোখের পাতা এক করতে পারেননি নদী তীরবর্তী এই এলাকায় বসবাসকারী ১৫টি পরিবারের সদস্যরা। কেউ কেউ বাঁধ পাহারা দিতে ওই রাতেই ছুটে যান। সারারাত বাঁধের কাছে বসে আতঙ্কের প্রহর গুনেছেন তাঁরা।

নদীতে বাঁধের কাজ করেন সুলেমান মণ্ডল। তাঁর অভিজ্ঞতা, 'রাত তিনটে পর্যন্ত কাজ করেছি। তারপর ঘুমোতে যাই। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ আওয়াজ শুনি। উঠে দেখি বাঁধের একাংশ ভেঙে গিয়েছে। আমরা সারারাত ঘুমোতে পারিনি। বাঁধ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার জন্য ওই সময় বালির বস্তা দিয়েছি।'

বালির বস্তা দিয়ে কোনওমতে ভাঙন ঠেকানো গেলেও এটা তো দীর্ঘস্থায়ী সমাধান হতে পারে না। যে কোনও সময় পুরো বাঁধটাই ভেঙে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন সুলেমান।

ডাকরা এলাকায় ভাঙল আত্রেয়ী নদীর স্বল্প উচ্চতার বাঁধের একাংশ। মঙ্গলবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

এমনিতে আতঙ্ক তাঁদের সারাবছরের সঙ্গী। এই বুঝি সব ভেসে গেল! বিশেষত বর্ষাকালে এই ভয় বুকে দিনগুজরান হয় তাঁদের। কিন্তু আড়াই বছর আগে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর স্বস্তি পেয়েছিলেন তাঁরা। ওই সময় পরিকল্পনা করা হয়, এখানে স্বল্প উচ্চতার বাঁধ দেওয়া হবে। বছর দেড়েক আগে বাঁধের কাজ শেষ হয়। উদ্বোধন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিন্তু স্বস্তি মিলল কই? বাঁধ দেওয়ার পর ডাকরার বাসিন্দাদের দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যায়। কেন? যে কোনও সময় এই বাঁধ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। আশঙ্কা সত্যি হয় চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে। বাঁধ ভাঙে। সেই ক্ষত শুকোতে না শুকোতেই ফের ভাঙল বাঁধ।

ঠিক কী ঘটেছিল? স্থানীয় বাসিন্দা ধীরেন্দ্রনাথ দাস বলছিলেন, 'ভোররাতে হঠাৎ বিকট শব্দে ভেঙে যায় বাঁধের একাংশ। তারপর থেকে সারারাত আমরা ঘুমাইনি। নদীর পাড়ে বসে বাঁধ পাহারা দিয়েছি। সারারাত ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছি। যেভাবে জল বেড়েছে, বাঁধ পুরোপুরি ভেঙে গেলে আমাদের বাড়ি ভেসে চলে যেতে পারে।'

বাঁধ ভাঙার পর থেকেই আতঙ্কে রয়েছেন আরেক বাসিন্দা নারায়ণী হালদার। তাঁর কথায়, 'নদীপাড়ে বসবাস করি। কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। সারাবছর খুব আতঙ্কে থাকি। বর্ষাকাল এলেই আতঙ্ক বেড়ে যায়।'

এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় নেই? নারায়ণীর মতো আরও অনেকে মনে করছেন, নদীর এক পাড় যেভাবে বাঁধা হয়েছে, ঠিক সেভাবে অন্য পাড়ও বাঁধা হোক। তা না হলে যে কোনও সময় এই এলাকার ১০-১৫টি বাড়ি নদীগর্ভে চলে যাবে। বর্তমানে উত্তরবঙ্গে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কাছে কি এই মানুষগুলোর আর্তনাদ পৌঁছাবে? উত্তরটা সময়ই বলবে।

ও বৃষ্টি তুমি থেকো আজ সাক্ষী হয়ে সংগোপনে...

ভারী বৃষ্টিতে বালুরঘাটের দুই ছবি। একদিকে স্নিগ্ধতা। অন্যদিকে জমা জলের যন্ত্রণা। - মাজিদুর সরদার

ভেষজ উদ্ভিদ চাষের পাঠ দিতে উদ্যোগী মালদা কলেজ

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২০ মে : ভেষজ উদ্ভিদ চাষ করে পড়ুয়াদের স্বনির্ভরতার দিশা দেখাতে চলেছে মালদা কলেজের বোটানি বিভাগ। সামান্য জমিতে ভেষজ উদ্ভিদ 'আয়াপান' চাষ করে মাসে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা আয় করা যে অসম্ভব নয়, এব্যাপারে হাতেকলমে পাঠ দেবে মালদা কলেজ কর্তৃপক্ষ।

শুধু আয়াপানই নয় ইনসুলিন, নাগলিঙ্গম, শতমূলী চাষও শেখানো হচ্ছে পড়ুয়াদের। যাতে শুধু সরকারি চাকরির ওপর নির্ভর থাকতে না হয় পড়ুয়াদের।

মালদা কলেজের বোটানি বিভাগের প্রধান পীযূষকান্তি সাহা বলেন, 'ইতিমধ্যে এব্যাপারে আমাদের কলেজের সঙ্গে মালদা জেলার হবিবপুরের একটি সংস্থা 'ইকো ফ্রেন্ডলি অ্যাগ্রো ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি'র সঙ্গে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগামীকাল আমরা কলেজ চত্বরে থাকা ভেষজ বাগানে প্রাথমিকভাবে তিনটি আয়াপানের চারা লাগাব। পাশাপাশি নাগলিঙ্গম, ইনসুলিন, শতমূলী, সর্পগন্ধা, গুলঞ্চের মতো বিভিন্ন ধরনের ভেষজ উদ্ভিদের চাষ পড়ুয়াদের শেখাব।'

স্বনির্ভরতার লক্ষ্য

আয়াপান একধরনের ভেষজ উদ্ভিদ। যে গাছের পাতা চায়ের মতো পান করা যায়। নিয়মিত এই উদ্ভিদের পাতার রস পান করলে রক্তাল্পতা, পাইলস থেকে যেমন মুক্তি পাওয়া যায় তেমনি শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। ইদানীং এই পাতা বিদেশেও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তাই শুধু দেশের মাটি নয়, বিদেশের মাটিতেও আয়াপানের একটা বড় বাজার রয়েছে। তাই ওই চাষ যে বর্তমান প্রজন্মের কাছে স্বনির্ভরতার একটা অর্থ উপার্জনের সুযোগ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ওই বিভাগের দ্বিতীয় সিমেস্টারের ছাত্র আসফাক করিমের বক্তব্য, 'বর্তমানে সরকারি চাকরি নেই বললেই চলে। আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি হিসেবে কিছুটা জমি রয়েছে। ওই জমিতে আয়াপান চাষ করব। আবার ওই গাছের ফাঁকে ফাঁকে নাগলিঙ্গম, ইনসুলিনের গাছ লাগিয়ে অতিরিক্ত আয় করা যেতে পারে।'

বুধবার মালদা কলেজে গিয়ে দেখা গেল বোটানি বিভাগের তৈরি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু নামাঙ্কিত ভেষজ বাগানে কাজ করছে একদল পড়ুয়া। তদারকি করছেন দপ্তরের প্রধান পীযূষকান্তি সাহা, কলেজের অধ্যক্ষ মানসকুমার বৈদ্য প্রমুখ।

কালিয়াগঞ্জ স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্প

নিম্নমানের কাজ, ধসে গেল প্ল্যাটফর্মের একাংশ

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ২০ মে : কালিয়াগঞ্জ রেলস্টেশন উন্নতিকরণে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠেছিল বেশ কয়েকদিন ধরেই। এবার রীতিমতো বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দারা। কাজ হস্তান্তর করার আগেই এমন ঘটনায় আতঙ্কে এলাকাবাসী ও নিত্যযাত্রীরা।

মঙ্গলবার কালিয়াগঞ্জ রেলস্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের একাংশজুড়ে ধরা পড়ল বিপজ্জনক ছবি। রেলস্টেশনের সীমানার প্রাচীর ঘেঁষা প্রায় ২৫ ফুট জায়গা ধসে যায়। পেভার্স ব্লকগুলো এবড়োখেবড়ো হয়ে পড়ে রয়েছে। বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে এই প্ল্যাটফর্মের আরও বেশ কিছু জায়গা।

সকালে তো বটেই, বিশেষ করে রাতের সময়ে ট্রেনের যাত্রীদের কালিয়াগঞ্জ রেলস্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে চলাচলের ক্ষেত্রে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে মনে করছেন কালিয়াগঞ্জ-বুনিয়াদপুর রেলপ্রকল্প উন্নয়ন কমিটির সদস্যরা। কমিটির অন্যতম সম্পাদক প্রসূনকুমার দাসের অভিযোগ, 'অমৃত ভারত রেলপ্রকল্পের অধীনে কালিয়াগঞ্জ রেলস্টেশনে শিডিউল অনুযায়ী কাজ হোক। যাত্রীসুরক্ষার বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়া হোক।' নিম্নমানের কাজের অভিযোগ এর আগেও তোলা হয়েছিল।

এবিষয়ে কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমারের সঙ্গে কথা বলা হলে তিনি জানান, বিষয়টি যাচাই করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। তাঁর আশ্বাস, 'এখনও কাজ হস্তান্তর করেনি ঠিকাদার সংস্থা। এমন কোনও কিছু হলে ওই ঠিকাদার সংস্থাকে দিয়েই আমরা মেরামত করিয়ে নেব।'

উল্লেখ্য, ২০২৪-'২৫ সালের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে রেলওয়ে অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য কাটিহার ডিভিশনের কালিয়াগঞ্জ রেলস্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্র অমৃত ভারত রেলপ্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন খাতে মোট প্রায় ২৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। সেই টাকায় একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের কাজও চলছে দ্রুতগতিতে। তাতেই বারবার নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠছে।

কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা স্বপন ব্রহ্ম ভীষণ ক্ষুব্ধ। তাঁর অভিযোগ, 'অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ হচ্ছে রেলস্টেশনে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থার শিডিউল সকলের সামনে আনা উচিত। অমৃত ভারত রেলপ্রকল্পের কাজ ভালোভাবে করা উচিত সকলের সুবিধার স্বার্থে। কিন্তু এই কাজের শিডিউল আমরা জানতেই পারছি না।'

রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা কার্তিকচন্দ্র পালের কথায়, 'নিম্নমানের কাজের খবরটি আমিও পেয়েছি। দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারকে জানিয়েছি। ধসে যাওয়া জায়গা অবশ্যই মেরামত করা হবে।'

কালিয়াগঞ্জে প্ল্যাটফর্মে সীমানার প্রাচীর ঘেঁষা কিছু জায়গা ধসে গিয়েছে।

বিপজ্জনক

- কালিয়াগঞ্জ রেলস্টেশনে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ
- মঙ্গলবার ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বহু জায়গায় পেভার্স ব্লক এবড়োখেবড়ো হয়ে পড়ে
- রাতের দিকে যাত্রীদের সমস্যা হতে পারে, আশঙ্কা
- শিডিউল দেখানোর দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা

টুকরো খবর

রেলের নোটিশ

বুনিয়াদপুর, ২০ মে : বুনিয়াদপুর স্টেশন এলাকায় দখলকারীদের জায়গা খালি করার নোটিশ দেওয়া হল। উত্তর-পূর্ব রেলের আরপিএফ বুনিয়াদপুর পোস্টের কমান্ডারের তরফে নোটিশটি দেওয়া হয়েছে। সোমবার প্রায় ১৬ জন দখলকারীকে এমন নোটিশ দেওয়া হয়। নোটিশে ১৫ দিনের মধ্যে জমি খালি করতে বলা হয়েছে। না হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্মারকলিপি

মালদা, ২০ মে : পার্ট টাইম টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ২ দফা দাবি নিয়ে মঙ্গলবার শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিদ্যালয় পরিদর্শককে স্মারকলিপি জমা দেয়। এদিন দুপুরে সংগঠনের সদস্যরা মিছিল করে শিক্ষা ভবনের সামনে হাজির হন। সেখানে নিজেদের দাবি নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তাঁরা। পরে সংগঠনের তরফে ২ দফা দাবি নিয়ে একটি স্মারকলিপি বিদ্যালয় পরিদর্শকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

শোকপত্র

বালুরঘাট, ২০ মে : উত্তরের নাট্যভুবনের 'মুকুটহীন সম্রাট' হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। এমনভাবেই আখ্যায়িত করে শিলিগুড়ির বিভিন্ন নাট্যদল যৌথভাবে প্রয়াত হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পরিবারকে শোকপত্র দিল। সোমবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি নাট্যমেলার যুগ্ম সম্পাদক পল্লব বসু বালুরঘাটে এসে প্রয়াত হরিমাধবের ত্রিতীর্থ নাট্য সংস্থার সদস্য কমল দাসের হাতে শোকপত্র তুলে দেন।

অল্প বৃষ্টিতেই ভাসছে বীরনগর

রায়গঞ্জ, ২০ মে : জলাশয় ভরাটের পাশাপাশি ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে একের পর এক ফ্ল্যাট। অথচ নেই আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থা। ফলে ঘণ্টাখানেক বৃষ্টি হলেই শহরের বিপ্লবী ক্লাব মোড় থেকে শুরু হয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ডিপো পর্যন্ত ও পাশাপাশি বীরনগর এলাকা জলের তলায় চলে যায় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

রায়গঞ্জ পুরসভার ২১ ও ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন। বৃষ্টির কারণে বীরনগরে জল জমে রয়েছে। এমন সমস্যা হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন সাধারণ মানুষ।

পথচারী গোপাল বসাক বলেন, 'চোখের সামনে জলাশয়গুলি ভরাট হয়ে চলছে। পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে বড় বড় ফ্ল্যাট। নেই জলনিকাশির ব্যবস্থা। এজন্যই এমন অবস্থা।'

এদিকে ২১ নম্বর ওয়ার্ডে শুরু হয়েছে নিকাশিনালার কাজ। এতে সমস্যা আরও বেড়েছে। ওই ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা তানিয়া দাস বললেন, 'জল জমে থাকায় ভীষণ সমস্যা হচ্ছে। নর্দমার কাজ শেষ হলে বোঝা যাবে সমস্যার সুরাহা হয় কি না।'

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে ওই ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর কল্পিতা মজুমদার বলেন, 'আমার এলাকায় একের পর এক ফ্ল্যাট হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু একটিও জলাশয় ভরাট হয়নি। অন্য ওয়ার্ডে হয়েছে কি না তা আমি জানি না। পুরসভা ওই ওয়ার্ডে আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থার ও রাস্তা উঁচু করার কাজ শুরু করেছে। তাই এখন সমস্যা হলেও আগামীতে আর কোনও সমস্যা থাকবে না। যদিও এব্যাপারে ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর তপন দাসের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

নিকাশি ব্যবস্থার বালাই নেই। জল জমেছে বীরনগরে।

গঙ্গারামপুরে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশ জলমগ্ন

গঙ্গারামপুর, ২০ মে : বিগত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে গঙ্গারামপুর শহরে। এতেই শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা জলের তলায় চলে গিয়েছে। মহামায়া কালী মন্দির সংলগ্ন এলাকা সহ রাস্তাটি ডুবে গিয়েছে। আবার অনেকের বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছে। ফলে সমস্যায় পড়েছেন ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। এমন সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হাইড্রেনের দাবি তুলেছেন তাঁরা।

শহরবাসী নীহাররঞ্জন ঘোষ বলেন, 'বৃষ্টি হলে আমাদের ওয়ার্ডে জল জমে যায়। রাস্তা ডুবে যাওয়ার পাশাপাশি বাড়িতেও জল ঢুকে যায়। বছর দশেক হল এমন সমস্যা হচ্ছে। আমরা এর স্থায়ী সমাধান চাই।' তুলনামূলকভাবে এলাকাটি অনেকটা নীচু। ফলে জল জমে দুর্ভোগের দৃশ্য নতুন নয়। অনেকবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি।

সমস্যা সমাধানে দ্রুতগতিতে কাজ চলছে বলে জানিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্তকুমার দাসের বক্তব্য, 'জল জমার খবর শুনে আর্থমুভার দিয়ে ক্যানাল করে জল বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। ওই এলাকায় দুটি নর্দমা তৈরি হচ্ছে। কাজ হয়ে গেলে আর কোনও সমস্যা থাকবে না।'

বালুরঘাটের 'ঝিলমিলের' আত্মবিশ্বাস ফেরাচ্ছে আবৃত্তি

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২০ মে : রিজওয়ান খানকে মনে আছে? কিংবা ঝিলমিল?

করন জোহর পরিচালিত 'মাই নেম ইজ খান' ছবিতে রিজওয়ানের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শাহরুখ খান। এই চরিত্রটিকে নিয়ে কম কাটাছেঁড়া হয়নি।

ঝিলমিলকে নিয়ে বরং কাটাছেঁড়া কম হয়েছে। অনুরাগ বসুর 'বরফি' ছবিতে প্রিয়াংকা চোপড়া অভিনীত এই চরিত্রটিকে ভালোবেসেছে কুড়ি থেকে তিনকুড়ি সবাই। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সিনেমা হলেও রিজওয়ান এবং ঝিলমিলের মধ্যে একটা ব্যাপারে খুব মিল। দুজনেই অটিজমের শিকার।

এরা কাল্পনিক চরিত্র হলেও বাস্তবে আমাদের চারপাশে রিজওয়ান, ঝিলমিলরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এক আকাশ নীরবতা ভেঙে হঠাৎ জেগে ওঠে তারা। এই যেমন বালুরঘাটের শ্রিয়া সাহা। সে-ও ঝিলমিলের মতো অটিজমের শিকার। তার গল্পটাও নেহাত কম ড্রামাটিক নয়। পাঁচ বছর আগে যে মেয়েটার কথা বলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সে-ই হঠাৎ একদিন তার মা প্রিয়াংকা সাহাকে বলল, 'একটা কবিতা বলব?' মা-ও অবাক! তাঁর চোখের কোণে জল। নোনতা নয়, মিষ্টি। রবিবার সন্ধ্যায় নাট্যতীর্থ মন্মথ মঞ্চে তখন ঠাসা দর্শক। মাইক হাতে নিয়ে নির্ভয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ছোট গল্প' কবিতাটা শোনাল ছোট্ট শ্রিয়া।

স্রেফ আত্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে 'এভাবেও ফিরে আসা যায়', তার জলজ্যান্ত উদাহরণ ছয় বছরের অটিস্টিক শিশু শ্রিয়া। বর্তমানে কবিতায় ভরে উঠেছে তার কণ্ঠ। আর শ্রিয়ার মতো শিশুদের ফিরে আসার নেপথ্যে জরিবুটির কাজ করেছে 'স্পিচ থেরাপি।'

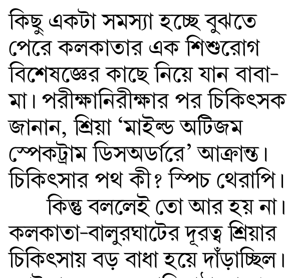

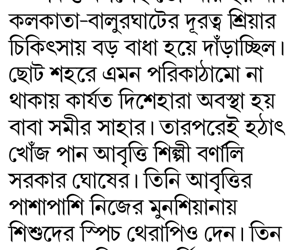

(বাঁদিকে) নাট্যতীর্থ মন্মথ মঞ্চে আবৃত্তি করছে অটিস্টিক শিশু শ্রিয়া সাহা। (ডানদিকে উপরে) বরফি ছবিতে ঝিলমিলের চরিত্রে প্রিয়াংকা চোপড়া। (নীচে) মাই নেম ইজ খান ছবিতে রিজওয়ান খানের চরিত্রে শাহরুখ খান।

কীভাবে বদলে গেল শ্রিয়ার জীবন? করোনা পরবর্তী সময়ে আচমকা কথা বলা বন্ধ হয়ে যায় এই শিশুর। কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি পরিবার। এমনকি চোখে চোখ রাখাও বন্ধ করে দেয় সে। কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে বুঝতে পেরে কলকাতার এক শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যান বাবা-মা। পরীক্ষানিরীক্ষার পর চিকিৎসক জানান, শ্রিয়া 'মাইল্ড অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারে' আক্রান্ত। চিকিৎসার পথ কী? স্পিচ থেরাপি।

কিন্তু বললেই তো আর হয় না। কলকাতা-বালুরঘাটের দূরত্ব শ্রিয়ার চিকিৎসায় বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ছোট শহরে এমন পরিকাঠামো না থাকায় কার্যত দিশেহারা অবস্থা হয় বাবা সমীর সাহার। তারপরেই হঠাৎ খোঁজ পান আবৃত্তি শিল্পী বর্ণালি সরকার ঘোষের। তিনি আবৃত্তির পাশাপাশি নিজের মুনশিয়ানায় শিশুদের স্পিচ থেরাপিও দেন। তিন মাস আগে শ্রিয়াকে ভর্তি করা হয় সেখানে। তারপরেই ইউরেকা! বর্ণালি বলছিলেন, 'প্রথম যেদিন শ্রিয়া আসে, কোনও কথা বলত না। চোখে চোখ রাখত না। আমি ওর সঙ্গে খেলার মতো করে কাজ শুরু করি। ছন্দ, শব্দ আর কবিতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সে মুখ খোলে।'

মেয়ের এই পরিবর্তনে যারপরনাই খুশি প্রিয়াংকা। তাঁর কথায়, 'লকডাউনের সময় ওর আচরণ একেবারে পালটে যায়। অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছিলাম না। আজ ও কবিতা বলছে। এই দৃশ্য দেখে চোখে জল চলে আসে।'

শ্রিয়া যখন মঞ্চে উঠে আবৃত্তি করে, দর্শকরাও স্তব্ধ হয়ে যান। হাততালিতে ফেটে পড়ে গোটা হল। বর্ণালি জানান, শুধু শ্রিয়া নয়, আরও অনেক শিশু রয়েছে তার মতো। স্পিচ থেরাপি এবং আবৃত্তির সমন্বয়ে ওদের মধ্যে ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠছে।' শ্রিয়ার গল্পটা আরও অনেক অটিস্টিক শিশুকে অনুপ্রেরণা জোগাবে, এ কথা এখন হলফ করেই বলা যায়।

বাংলার বস কি একেন?

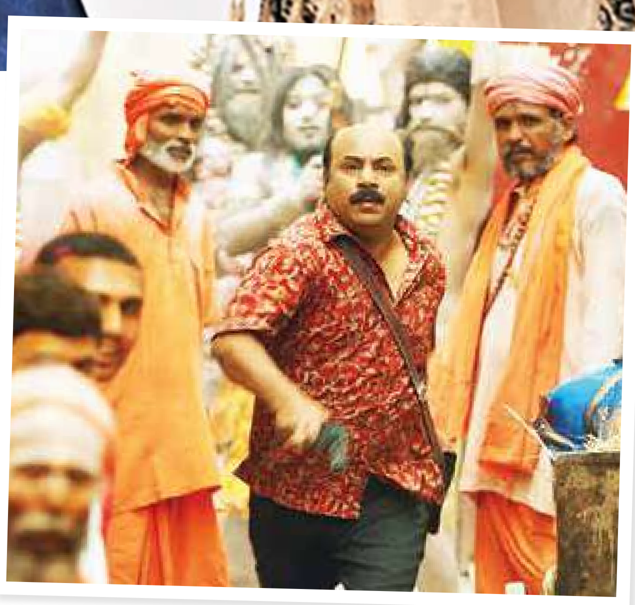

একেন বনাম বস। এই দুই পর্দায় বাংলা এবার মাত হয়ে যাচ্ছে। শিবপ্রসাদ-নন্দিতা জুটির 'আমার বস', নাকি জয়দীপ মুখার্জি পরিচালিত দ্য একেন-বেনারসে বিভীষিকা, কোনটা বাংলার সেরা ছবি হবে? লড়াই এখনও জারি।

'আমার বস' ছবির পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়। উইন্ডোজ প্রোডাকশন হাউজের প্রযোজিত এই ছবিতে রয়েছেন রাখি গুলজার, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, শ্রুতি দাস, সৌরসেনী মৈত্র, কাঞ্চন মল্লিক, গৌরব চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

অন্যদিকে জয়দীপ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'দ্য একেন বেনারসে বিভীষিকা' ছবিতে রয়েছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী। তাঁর দুই সহচর হিসেবে আছেন সুহোত্র মুখোপাধ্যায় এবং সোমক ঘোষ। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, গৌরব চক্রবর্তী, স্বীকৃতি মজুমদার প্রমুখ।

বলাই বাহুল্য, দুটি বাংলা ছবিই বক্স অফিসে মন্দ ব্যাটিং করছে না। তবে শেষপর্যন্ত বক্স অফিস কে দখলে রাখে, তা সময়ই বলবে। এদিকে টলিবাংলা বক্স অফিসের রিপোর্ট অনুসারে, 'আমার বস' ছবিটি মুক্তির দ্বিতীয় সপ্তাহে দাঁড়িয়ে মোট ৬০টি শো পেয়েছে। অন্যদিকে 'দ্য একেন: বেনারসে বিভীষিকা' মুক্তির প্রথম সপ্তাহে মোট ১৩১টি শো পেয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

ওই একই রিপোর্ট জানাচ্ছে যে, 'দ্য একেন: বেনারসে বিভীষিকা'র এখনও অবধি আয় হয়েছে ১.৯৯ কোটি টাকা। আর 'আমার বস' ছবির ঝুলিতে এসেছে ২.৫৪ কোটি টাকা।

একনজরে সেরা ৫

ফালকের ছবি

আমির খান ও রাজকুমার হিরানি ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক দাদাসাহেব ফালকের জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে ছবি করছেন। তাঁরা ২০২৬ সালের খ্রিস্টমাসে ছবির মুক্তির পরিকল্পনা করেছেন। চলতি বছরের অক্টোবর থেকে আগামী বছর এপ্রিল পর্যন্ত শুটিং চলবে। ১৮০০-১৯০০ সালের সময়সীমাকে পর্দায় আনা হবে। আমিরও দাদাসাহেব হয়ে ওঠার জন্য অভিনয়ে ধার বাড়াচ্ছেন।

পাঠানকে চাই

ওয়ার ২-এর টিজারে একদিকে হৃতিক রোশন, বিপরীতে জুনিয়ার এনটি আর এবং দুজনের অ্যাকশনের ঝলক দেখে দর্শক মুগ্ধ। তার মধ্যে নেটমহলের দাবি, পাঠান-এর ক্যামেও আসুক ওয়ার ২-তে। যশ রাজ ফিল্মস তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজির একটিকে অন্যটির সঙ্গে জুড়ে দেয়। ফলে পাঠান, ওয়ার ২ মানে শাহরুখ, হৃতিক একসঙ্গে আসতেই পারে।

রাহুলের নজির

তুরস্কের আন্তালিয়ায় এক বিয়ের অনুষ্ঠানে গান গাইবার প্রস্তাব পান ইন্ডিয়ান আইডল খ্যাত গায়ক রাহুল বৈদ্য। পারিশ্রমিক ৫০ লক্ষ। রাহুল তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, কোনও কিছুই দেশের স্বার্থের থেকে বড় নয়। ... আমাকে দেশের পাশে দাঁড়াতেই হবে। প্রসঙ্গত, তুরস্ক, সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন করার পর তাঁর এই সিদ্ধান্ত।

শাহরুখের গয়না

শাহরুখ খান সম্প্রতি জুয়েলারি ব্র্যান্ড কেনডেয়ার-এর এনডর্স করছেন। কিছুদিন ধরেই তিনি হার, ব্রেসলেট, আংটি পরিহিত অবস্থায় দেখা দিচ্ছেন। তাই গয়নার মডেল হতেই তাঁর অনুরাগীদের প্রশ্ন, তিনি কি তাঁর নিজের গয়নার ব্র্যান্ড চালু করবেন খুব শিগগির? তার জন্যই কি এত প্রস্তুতি? তারকার তরফে অবশ্য কিছু জানানো হয়নি।

ওজন কমল

সঞ্জয় লীলা বনশালির ছবি লাভ অ্যান্ড ওয়ার-এর প্রধান ভূমিকায় আছেন রণবীর কাপুর, ভিকি কৌশল ও আলিয়া ভাট। ছবিতে দুই নায়ক সেনা অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করবেন। এর জন্য রণবীর ১২ ও ভিকি ১৫ কিলো ওজন কমিয়েছেন। দুই নায়কের চেহারার বদল দর্শকের কাছে উপভোগ্য হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

অবশেষে জামিন মিলল নুসরতের

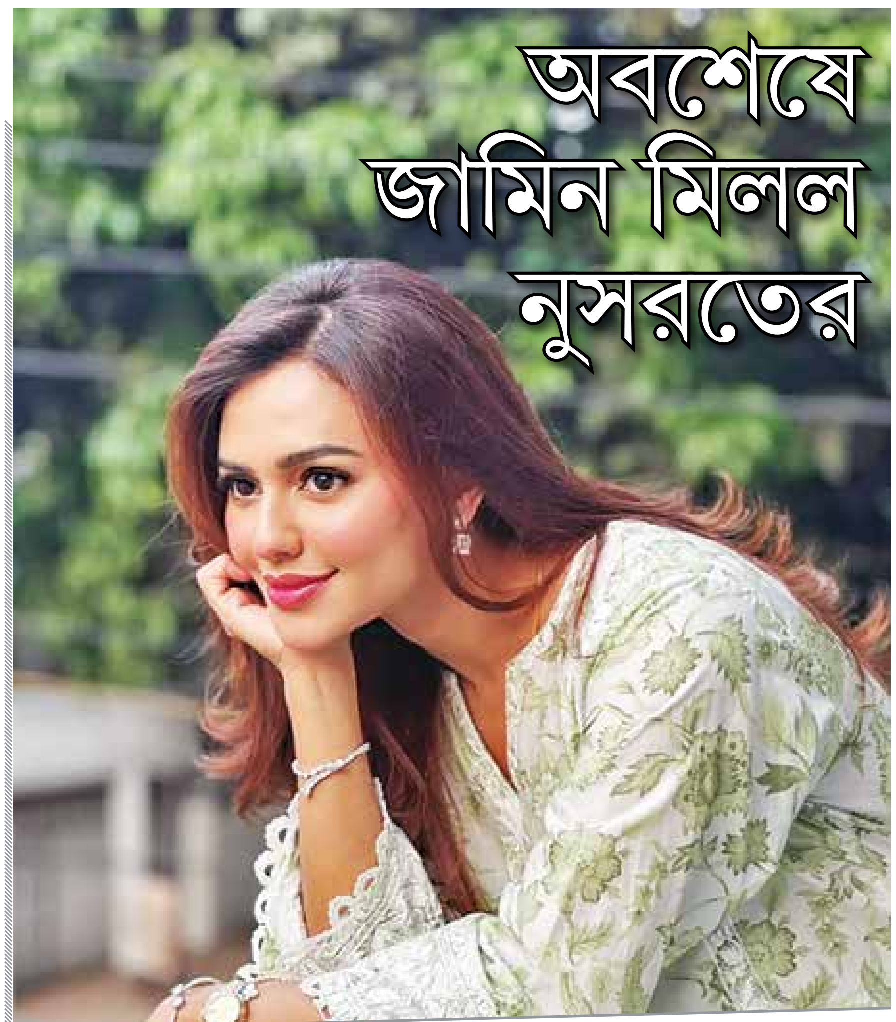

সারা দেশ থেকে ধেয়ে এসেছিল সমালোচনা। বিদেশের অন্যত্রও বিনোদন দুনিয়ায় সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। আর তাই তাঁকে আটকে রাখা গেল না। বাংলাদেশের আদালত জামিন দিতে বাধ্য হল। নুসরত ফারিয়া, বড়পর্দায় শেখ হাসিনার চরিত্র করার জন্য যিনি বিখ্যাত।

খুনের মামলায় সোমবার গ্রেফতার হয়েছিলেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরত ফারিয়া। গোটা একটা রাত জেলেই কাটাতে হয়েছিল পর্দার শেখ হাসিনাকে। শেষমেশ মঙ্গলবার সকালে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অভিনেত্রীর জামিন মঞ্জুর করেছে। নুসরতের আইনজীবী মহম্মদ ইফতেখার হোসেন বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, নুসরত জামিন চেয়ে মঙ্গলবার আদালতে আবেদন করেন। শুনানি নিয়ে আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের জুলাই মাসে অশান্ত পরিস্থিতির সময় নুসরতের বিরুদ্ধে এক ঘটনায় জড়িয়ে পড়া কথা শোনা যায় এবং সেই সময় খুনের চেষ্টা করার অভিযোগও ওঠে। গ্রেফতারের পর প্রথমে তাঁকে ভাটারা থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে অভিনয় জীবন শুরু নুসরত ফারিয়ার। বাংলাদেশের পাশাপাশি টলিউডেও তিনি বেশ জনপ্রিয়। অভিনয় করেছেন 'হিরো ৪২০', 'বাদশাহ দ্য ডন', 'বস ২', 'ইনস্পেক্টর নটি কে', 'বিবাহ অভিযান' এবং 'আবার বিবাহ অভিযান'-এর মতো ছবিতে। সম্প্রতি তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের বায়োপিক 'মুজিব: দ্য মেকিং অব আ নেশন'-এ শেখ হাসিনার চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন।

বাংলার অর্জুন এবার হিন্দির নায়ক

এবার বড় ব্রেক পেলেন অর্জুন চক্রবর্তী। মানে অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তীর ছোট ছেলে। ছোটপর্দা আর বড়পর্দায় চুটিয়ে কাজ করেছেন। বাংলার ছেলে এতদিন বাংলাতেই ছিলেন। তবে সম্প্রতি হিন্দির জগতে পা রাখছেন অর্জুন। কালার্সের হিন্দি ধারাবাহিকে দেখা যাবে তাঁকে। এর আগে অবশ্য অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরি পরিচালিত হিন্দি ছবিতে কাজ করেছেন অর্জুন। সে ছবির নাম পঙ্কজ। কিন্তু চরিত্রটা খুব ছোট ছিল। এবার পুরোদস্তুর ধারাবাহিকের নায়ক হচ্ছেন তিনি। ধারাবাহিকের নাম 'নয়নতারা'। এই ধারাবাহিকের প্রমোশনাল ভিডিও সামনে আসতেই মাথায় টোপর পরে বর বেশে দেখা গেল অর্জুন চক্রবর্তীকে। বর বেশে যখন রয়েছে তার সঙ্গে নায়িকাকেও দেখা মিলছে কনে বেশে। এই চরিত্রে দেখা যাচ্ছে শ্রুতি বিস্তকে।

এটি একটি পারিবারিক ড্রামা। কলকাতার প্রেক্ষাপটে গল্প সাজানো হয়েছে। তাই কলকাতার হাওড়া ব্রিজ থেকে কলকাতার বনেদি বাড়ির সেট চোখে পড়ছে। কলকাতা ও মুম্বইয়ের অভিনেতাদের নিয়ে তৈরি হচ্ছে এই ধারাবাহিক। এই ধারাবাহিকের গল্প লিখেছেন সাহানা দত্ত। ধারাবাহিকের প্রোমো দেখে আন্দাজ করা যাচ্ছে ছবিটি পারিবারিক ড্রামার সঙ্গে অলৌকিক কিছু ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে। নয়নতারা এই ধারাবাহিকের মুখ্য চরিত্র, যে আত্মার সঙ্গে কথা বলতে পারে। গল্পের মোড় কোন দিকে যাবে তার আভাস পাওয়া গিয়েছে প্রোমোতে। অর্জুন চক্রবর্তীর লুক ও অভিনয় জাতীয় স্তরের দর্শকদের কতটা মনে ধরে সেটা ভবিষ্যৎ বলবে।

পরেশের বিরুদ্ধে অক্ষয়ের মামলা

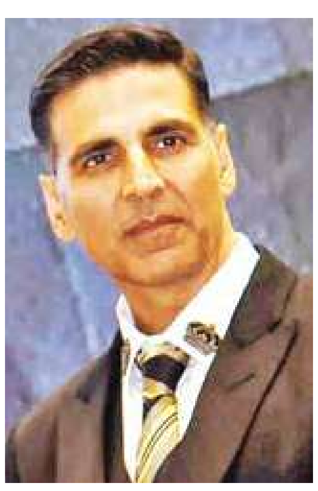

পরেশ রাওয়াল হেরা ফেরি ৩ থেকে সরে গিয়েছেন। তার মধ্যে খবর, ছবির অন্যতম প্রধান অভিনেতা অক্ষয় কুমার পরেশ রাওয়ালের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এভাবে চুক্তিপত্রে সাক্ষর করার পরেও ছবি থেকে সরে যাওয়াকে অপেশাদার বলে চিহ্নিত করেছেন অভিনেতা এবং এর জন্য পরেশকে ২৫ কোটি টাকা মূল্যের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলেও তিনি দাবি করেছেন। কারণ ছবির প্রাক্তন প্রযোজক ফিরোজ নাডিয়াডওয়ালার কাছ থেকে স্বত্ব কিনে তিনিই এখন ছবিটি প্রযোজনা করছেন। তাঁর বক্তব্য, ছবি না করার হলে চুক্তি সই করার আগে বা পারিশ্রমিক নেওয়ার আগেই বলতে পারতেন। তাহলে প্রযোজকের এত টাকা ক্ষতি হত না। বলিউডের অভিনেতাদেরও হলিউডের অভিনেতাদের মতো বুঝতে হবে যে, এখানকার প্রযোজকরাও আর অভিনেতাদের খেয়ালখুশিমতো চলাকে সমর্থন করবেন না। এতে অবশ্যই পরেশের সঙ্গে অক্ষয়ের সম্পর্ক খারাপ হবে।

সহ অভিনেতার বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে পরেশ বলেছিলেন, অক্ষয় তাঁর বন্ধু নয়। এ নিয়ে বেশ চর্চা শুরু হলে পরেশ নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যা করে বলেন, 'মাসে ৪-৫ বার দেখা হলে বন্ধু হয়। অক্ষয় আমার সহকর্মী। তাঁর সঙ্গে মাঝেমাঝে দেখা হয়।'

উল্লেখ্য, এর আগেও চিত্রনাট্য পছন্দ হয়নি বলে পরেশ ও মাই গড ২ বা বিল্লু ছবি থেকে সরে যান। হেরা ফেরি ৩ থেকে বেরিয়ে যাবার কারণ হিসেবে পরেশ বলেছেন, 'প্রিয়দর্শনজির সঙ্গে সৃজনশীল ভাবনায় ফারাকের জন্য হেরা ফেরি ৩ ছাড়িনি। ওঁর মতো পরিচালকের জন্য আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজির সাফল্য মনে রেখেই তার পরের ভাগগুলো পরপর করে যাওয়া ঠিক নয়। ভালো কিছু, নতুন কিছু থাকা দরকার। মনে রাখা দরকার, ৫০০ কোটির ব্যবসা করেছে আগের ছবিগুলো।'

'বাবুভাইয়া'কে 'রাজু' আর 'শ্যাম'-এর সঙ্গে দেখার ইচ্ছে নিয়ে দর্শকরা আশা করছেন, পরেশ নিশ্চয় তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাবেন।

অপারেশন খুকরি নিয়ে আসছেন রণদীপ

জাট ছবির সাফল্যের পর রণদীপ হুড়া তাঁর আগামী ছবি অপারেশন খুকরির কথা ঘোষণা করলেন। ভারতীয় সেনার সাহসিকতার অন্যতম সেরা নিদর্শন নিয়েই ছবি। ২০০০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সিয়েরা নিয়ন-এ ২৩৩ জন সেনা আটক ছিলেন। তাঁদের উদ্ধারে ভয়ংকর যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন জেনারেল রাজপাল পুনিয়া। রণদীপ, পুনিয়ার চরিত্রেই অভিনয় করবেন। তিনি বলেছেন, এই যুদ্ধ শুধু বন্দুক আর গর্বের বিষয় নয়, বলিদান, ভ্রাতৃত্ব আর কঠিন বাধা পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছোনোর যে অসীম সাহস দেখিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী, এই যুদ্ধ তারও গাথা।' এই যুদ্ধে কাইলাহুন অঞ্চলে শান্তিরক্ষা বাহিনীর কাজ ৭৫ দিন ধরে চলেছিল। কোনও খাবার বা অন্য রসদ না থাকলেও শেষ পর্যন্ত ইচ্ছাশক্তির জোরে সেনা এই যুদ্ধ জিতেছিল। রণদীপ বলেছেন, 'আমরা ভারতীয় সেনার দুর্জয় সাহসের এই অধ্যায় মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই, যা আরও অনেক বেশি স্বীকৃতি দাবি করে। এই সেনারা আত্মসমর্পণের থেকে মরে যাওয়াকে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে। আমার আশা, এই ছবি সব ভারতীয়কে উদ্বুদ্ধ করবে।'

কান-এ রাজকীয় শর্মিলা, সিমি

নামটাই যে 'কান'। জৌলুষ কি কম? কিংবা সেই মায়াবি গ্ল্যামার? হোক, তবে আভিজাত্য আর শিল্পের মায়া ছড়াচ্ছে এবারের কান। তার জ্যোতি আরও বেড়ে গেল শর্মিলা ঠাকুর ও সিমি গারেওয়ালের রাজকীয় উপস্থিতিতে। পাশাপাশি হেঁটে তাঁরা বোঝালেন আসল স্টারডম, সৌন্দর্য এবং সাফল্যের তেজটা ঠিক কেমন। তাঁদের একসঙ্গে পারতপক্ষে দেখা যায়। এবার কান-এ সেই ঘটনা ঘটার কারণ সত্যজিৎ রায়ের অরণ্যের দিনরাত্রি-র প্রদর্শন। কান-এর ক্লাসিক বিভাগে ছবির ফোর কে-র সংরক্ষিত ভার্সান দেখানো হবে। ছ বছরের চেষ্টায় এই সংরক্ষণের কাজ করেছেন পরিচালক ওয়েস অ্যান্ডারসন এবং তাঁর এই সাফল্যই এই দুই আইকনিক সুন্দরী অভিনেত্রীকে কান-এ নিয়ে গিয়েছে।

শর্মিলা পরেছিলেন সবুজ শাড়ি—তাতে তাঁর চিরকালীন সৌন্দর্য আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তাঁর কন্যা সাবা পরেছিলেন হলুদ রঙের পোশাক। সিমির পরনে সাদা গাউন—তাতে তিনি যেমন আকর্ষণীয় থাকেন, তেমনই ছিলেন। অ্যান্ডারসন তাঁদের স্বাগত জানান। আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই দুই ভারতীয় তারকার আবির্ভাব অতীত ও বর্তমানের সিনেপ্রেমিকদের এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করাল। কমেন্ট বক্স উপচে গিয়েছে দুই তারকার প্রশংসায়। অধিকাংশই লিখেছেন, শেষ পর্যন্ত কান-এ ভারতের সঠিক প্রতিনিধিত্বের দেখা পাওয়া গেল। কেউ লিখেছেন, কান-এ কেমন পোশাক পরা উচিত, ওঁরা দেখালেন। অনেকের কাছে এই মুহূর্তটা সাংস্কৃতিক গৌরবপ্রাপ্তির। মুভি ইন্ডিয়া এই আনন্দ এবং আবেগের মাত্রা আরও বাড়িয়েছে অরণ্যের দিনরাত্রি ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত শর্মিলা ঠাকুরের ছবি পোস্ট করে।

অভিষেকের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে নির্বাসিত রাঠি

ঋষভকে নিয়ে ফের ক্ষোভ গোয়েঙ্কার

প্লে-অফের আশা শেষ লখনউ সুপার জায়েন্টসের। হালকা মেজাজে অধিনায়ক ঋষভ পন্থের কাঁধ মালিশ কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার।

লখনউ, ২০ মে : যত কাণ্ড নবাবের শহরে।

লখনউ সুপার জায়েন্টসের প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়া, ঋষভ পন্থের আরও একটা ব্যর্থতা নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ক্ষোভ, বিরক্তি সবকিছু ছাপিয়ে দিগ্বেশ রাঠি-অভিষেক শর্মার অপ্রীতিকর মেঠো ঝামেলা। লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত লখনউ সুপার জায়েন্টস-সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে ঘটনার ঘনঘটা।

অভিষেক শর্মাকে আউট করার পর নোটবুক সেলিব্রেশন দ্বিগবেশ রাঠির। তাঁর এই সেলিব্রেশনের ধরন নিয়ে ক্ষোভ জানাচ্ছেন অভিষেক। লখনউয়ে সোমবার।

অভিষেককে আউটের পর লখনউ স্পিনার রাঠির সেলিব্রেশন উত্তাপ ছড়ায় মাঠে। ২০৫ রান তাড়া করে ১০ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে নেয় আগেই প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়া সানরাইজার্স। আর প্যাট কামিন্স ব্রিগেডের যে ধাক্কায় ‘আউট’ লখনউ। জয়ের অন্যতম কারিগর অভিষেক ২০ বলে ৫৯ রান করে বোল্ড হন রাঠির বলে।

অভিষেকের উইকেট নেওয়ার পর রাঠির দৃষ্টিকটূ উচ্ছ্বাস ঘিরে ঝামেলা বেধে যায়। রাঠি হাতের ইশারায় মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন ব্যাটারকে। তারপর নোটবুক সেলিব্রেশন (যার জন্য দুইবার আর্থিক জরিমানাও হয়)। পালটা দিতে ছাড়েননি ডাগআউটের পথে রওনা দেওয়া অভিষেকও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আম্পায়ারদের হস্তক্ষেপ করতে হয়। দুই দলের বাকিরাও দুজনকে শান্ত করেন।

ঘটনার জের রাঠির নির্বাসন। ফলে পরবর্তী গুজরাট টাইটান্স ম্যাচে রাঠিকে পাবে না লখনউ। অবশ্য প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার পর প্রথম একাদশের কম্বিনেশন কী হবে, তার চেয়ে অনেক বেশি মাথাব্যথা অধিনায়ক ঋষভ পন্থের একটানা ব্যর্থতা। মিচেল মার্শ (৬৫), আইডেন মার্করাম (৬১) ওপেনিং জুটিতে ১১৫ রান যোগ করে মঞ্চ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। যদিও তা কাজে লাগাতে ফের ব্যর্থ। মাত্র ৬ বল স্থায়ী হয় ঋষভের (৭) ইনিংস।

ঋষভ আউট হতেই সঞ্জীব গোয়েঙ্কার প্রতিক্রিয়াতে হতাশার চেয়ে অনেক বেশি ছিল বিরক্তির ছাপ। স্পেশাল বক্সের ব্যালকনি থেকে রাগে ভিতরে চলে যান। চলতি লিগে ঋষভকে নিয়ে নিজের বিরক্তির কথা মুখে না বললেও বারবার তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। ম্যাচের পর ঋষভের সঙ্গে খোশমেজাজে আলোচনার ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করলেও ভিতরের খবর আলাদা। সুযোগ থাকলে বিকল্প রাস্তায় যে দল হাঁটবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। অতীতে ব্যর্থতার জন্য ভারতের সফলতম অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকে (তখন দলের নাম ছিল রাইজিং পুনে সুপারজায়েন্ট) নিজের দলের নেতৃত্ব থেকে ছেঁটে ফেলতে দ্বিধা করেননি। গ্রুপ লিগেই টিম লখনউয়ের (১২ ম্যাচে ১০) বিদায়ঘণ্টার পর কয়েকদিনের মধ্যে তেমন কোনও চাঞ্চল্যকর ‘পদক্ষেপ’ দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

বেচারা ঋষভ। না জাতীয় দল, না আইপিএল- ব্যর্থতার বহরে চাপা পড়ছেন। ইংল্যান্ড সফরের আগে নিশ্চিতভাবে চিন্তার জায়গা গৌতম গম্ভীরদের জন্যও। ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দল বাছাইয়ে যার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। লখনউ অধিনায়ক যদিও অজুহাতের রাস্তায়। ঋষভের দাবি, প্রথম থেকে পুরো দল পাননি। একাধিক বোলারের চোট-আঘাতের সমস্যা গোটা লিগেই ভুগিয়েছে। দলে যা নিয়ে বারবার কথা হলেও সেই শূন্যতা পূরণ করা যায়নি।

ঋষভের দাবি, নিলামে বোলিং লাইনআপ যেভাবে তৈরি করা হয়েছিল, চোট সমস্যা না থাকলে পরিস্থিতি অন্যরকম হত। বাকি দুই ম্যাচে (গুজরাট টাইটান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু) ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে নামবেন। আশাবাদী,

> মরশুমের দ্বিতীয়ার্ধটা কঠিন ছিল। কিন্তু এর থেকে অনেক কিছু শিখলাম। দলের মনোবল, হার না মানা মনোভাব আর কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে দেবে। এখনও দুইটি ম্যাচ বাকি। গর্বের সঙ্গে খেলব, সম্মানের সঙ্গে মরশুমটা শেষ করতে হবে।
>
> **সঞ্জীব গোয়েঙ্কা**

চলতি লিগের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার পাশাপাশি ইতিবাচক দিকগুলিকেও ’২৬-এর আইপিএলে কাজে লাগাতে সক্ষম হবেন তাঁরা। ঋষভের দাবি, ব্যাটিংয়ে আগুনের অভাব নেই। এটা নিশ্চিতভাবে প্রাপ্তি। প্রথমবার আইপিএলে নেমে রাঠিও ভরসা জুগিয়েছে।

জেতা ছাড়া রাস্তা নেই অক্ষরদের

মুম্বই, ২০ মে : প্লে-অফে তিনটি দল নিশ্চিত। গুজরাট টাইটান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, পাঞ্জাব কিংস ইতিমধ্যেই নক আউটে। চতুর্থ দল কে হবে, প্রশ্নটাকে ঘিরে লড়াই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, দিল্লি ক্যাপিটালসের মধ্যে। মুম্বই ১২ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। দিল্লি সেখানে সমসংখ্যক ম্যাচে ১৩।

সাপ-লুডোর আইপিএলে পরস্পরকে টেক্কা দিতে আগামীকাল মুম্বই-দিল্লি দ্বৈরথ। জিতলে শেষ চারের টিকিট যেখানে নিশ্চিত পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বইয়ের, সেখানে দিল্লির সামনে আশা বাঁচিয়ে রাখতে জিততেই হবে পরিস্থিতি। উত্তেজক যে সমীকরণ নিয়ে ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দিল্লির হৃদয় ভাঙার পণ হার্দিক পান্ডিয়া ব্রিগেডের।

লিগের দ্বিতীয় পর্বে বিধ্বংসী ফর্মে মুম্বই। শেষ ৬ ম্যাচের পাঁচটিতেই জিতেছে নীতা আম্বানির দল। দুরন্ত প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে হোম অ্যাডভান্টেজ, জোড়া ফ্যাক্টরে এগিয়ে মুম্বই। রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, ট্রেন্ট বোল্ট, জসপ্রীত বুমরাহদের পারফরমেন্স তফাত গড়ে দিচ্ছে। বুধবার যা থামানোই অন্যতম চ্যালেঞ্জ টিম দিল্লির।

পহলগাম পরবর্তী সময়ে ধাক্কা খেয়েছে দিল্লি। মিচেল স্টার্কের অনুপস্থিতি পেস ব্রিগেডের ধার কমিয়েছে। মুস্তাফিজুর রহমান, দুষ্মন্ত চামিরা, মুকেশ কুমারদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। স্পিন বিভাগে কুলদীপ যাদব সাফল্য পেলেও গত কয়েক ম্যাচে সামগ্রিক বোলিং চিন্তার জায়গা। হাতেগরম উদাহরণ গত গুজরাট ম্যাচ। লোকেশ রাহুলের অপরাজিত সেঞ্চুরির সুবাদে দুইশো প্লাস স্কোর হাতে নিয়েও ১০ উইকেটে হার হজম করতে হয়েছে। বি সাই সুদর্শন-শুভমান গিলের অবিচ্ছিন্ন যুগলবন্দি প্রশ্নচিহ্ন তুলে দেয়। ওয়াংখেড়ে শোয়ে আগামীকাল সেখানে রোহিত, সূর্য, হার্দিক, তিলক ভার্মাদের সামলানো। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দায়বদ্ধতা পূরণে দেশে ফেরার আগে উইল জ্যাকস, রায়ান রিকেলটন, করবিন বশরা (প্লে-অফে নেই) বাড়তি তাগিদ নিয়ে নামবেন।

মুম্বই ম্যানেজমেন্ট আশাবাদী প্লে-অফ নিয়ে। আগাম পরিকল্পনায় এদিনই বিকল্প তিন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করল তারা। জ্যাকস, রিকেলটন, বশদের বদলি ইংল্যান্ডের জনি বেয়ারস্টো (৫.২৫ কোটি), রিচার্ড গ্লেসনের (১ কোটি) সঙ্গে শ্রীলঙ্কার চরিথ আসালঙ্কা (৭৫ লক্ষ)। ডাক পেয়ে বেয়ারস্টো বলেছেন, ‘সিদ্ধান্তটা সহজ ছিল না। ইয়র্কশায়ারের নেতৃত্ব উপভোগ করছিলাম। ক্লাবকে ধন্যবাদ (আইপিএল খেলার অনুমতি)। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএলে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ, মুখিয়ে আছি।’

দিল্লি যদিও সহজে জমি ছাড়তে নারাজ। লোকেশ রাহুল, বাংলার অভিষেক পোড়েল গত ম্যাচে রান পেয়েছেন। তবে অভিষেকের সমস্যা, ভালো শুরু করেও ইনিংসটা লম্বা করতে না পারা। পাশাপাশি ফাফ ডুপ্লেসি, ট্রিস্টান স্টাবস, করুণ নায়ারদের ধারাবাহিকতার অভাব চাপ বাড়াচ্ছে কেভিন পিটারসেনদের (দিল্লির মেন্টর)। চাপ ঝেড়ে টিকে থাকতে মূল কাঁটা বুমরাহ-বোল্টের ওপেনিং স্পেল।

প্রতি ম্যাচেই পাওয়ার প্লে-তে ব্যাটারদের ব্যাকফুটে ঠেলে দিচ্ছেন বুমরাহরা। ওয়াংখেড়ের যে দ্বৈরথের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে ম্যাচের ভাগ্য। থাকছে মাঝের ওভারে সূর্য-তিলকের ব্যাটিং বনাম কুলদীপ-অক্ষরের স্পিনের টক্কর। রয়েছে বৃষ্টির ভ্রূকুটিও। সবমিলিয়ে দিল্লির হৃদয় বুধবারই চূর্ণ হবে নাকি মুম্বইয়ের অপেক্ষা আরও লম্বা হবে, সেটাই এখন দেখার।

ব্যাটিং প্রস্তুতির মাঝে রোহিত শর্মা।

দিল্লির ‘দিল’ ভেঙে প্লে-অফে চোখ হার্দিকদের

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পরিবর্ত

উইল জ্যাকসের বদলে জনি বেয়ারস্টো (৫.২৫ কোটি)

রায়ান রিকেলটনের জায়গায় রিচার্ড গ্লেসন (১ কোটি)

করবিন বশের পরিবর্তে চরিথ আসালাঙ্কা (৭৫ লক্ষ)

ডু অর ডাই ম্যাচের চ্যালেঞ্জ নিতে মুম্বইয়ে অক্ষর।

আইপিএলে আজ

INDIAN PREMIER LEAGUE

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : মুম্বই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

নিজের স্টাইলেই ভরসা রাখো, ঋষভকে জাদেজা

> ঋষভ পন্থের নিজস্ব স্টাইল রয়েছে। যার জন্যই বাকিদের থেকে আলাদা। আমিও ঋষভের ভক্ত। একটা আইপিএলে সাদামাঠা পারফরমেন্সের জন্য ব্যাটিং স্টাইল বদলানো ভুল হবে। ওর আগ্রাসী মানসিকতা ঋষভকে ম্যাচ উইনার তৈরি করেছে। হাজারো চাপের মধ্যেও যা ধরে রাখা।
>
> -অজয় জাদেজা

নয়াদিল্লি, ২০ মে : ব্যাটিং স্টাইল বদলিও না। একটা আইপিএলে ব্যর্থতার কারণে নিজেকে বদলে ফেললে ভুল করবে ঋষভ পন্থ। যেভাবে খেলে এসেছে সেটাই বজায় রাখুক। সাফল্য ঠিক পাবে। টানা ব্যর্থতায় চাপে থাকা ঋষভকে পরামর্শ অজয় জাদেজার।

জাদেজার যুক্তি, ‘ঋষভ পন্থের নিজস্ব স্টাইল রয়েছে। যার জন্যই বাকিদের থেকে আলাদা। আমিও ঋষভের ভক্ত। একটা আইপিএলে সাদামাঠা পারফরমেন্সের জন্য ব্যাটিং স্টাইল বদলানো ভুল হবে। ওর আগ্রাসী মানসিকতা ঋষভকে ম্যাচ উইনার তৈরি করেছে। হাজারো চাপের মধ্যেও যা ধরে রাখা।’

নিলামে ২৭ কোটির বিশাল অঙ্ক পাওয়া। সঙ্গে অধিনায়কের গুরুভার। জাদেজা যদিও জোড়া চাপকে ব্যর্থতার কারণ হিসেবে দেখতেও নারাজ। জানান, এমন দাবি মেনে নিতে তৈরি নন তিনি। বয়স অল্প হলেও ঋষভ দীর্ঘদিন ধরে খেলছে। আইপিএলে অনেকগুলো মরশুম হয়ে গিয়েছে। এহেন চাপ সামলাতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

টেস্টে ফের বিরাটদের চান যোগরাজ

এদিকে যোগরাজ সিং দাবি করেছেন, ৫ মিনিটেই নাকি ঋষভের সমস্যার সমাধান করে দেবেন। তাঁর মতে, ব্যাটিং স্টান্সেই গলদ। বাঁ কাঁধ প্রয়োজনের তুলনায় ওপেন করছে। এই জায়গায় পরিবর্তন করলে পুরোনো ঋষভকে পাওয়া যাবে। দ্রুত রানে ফিরবে।

পাশাপাশি বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট বাঁচাতে অবসর ভেঙে ফেরার আবেদন করলেন। যোগরাজের মতে, এখনও ১০ বছর ক্রিকেট বাকি রয়েছে বিরাটের। রোহিত তাঁর কাছে এলে নাকি ফিটনেসের চূড়োয় পৌঁছে দেবেন। নিজেদের কথা নয়, দেশ এবং সমর্থকদের ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে ফিরে আসা উচিত বিরাট-রোহিতদের।

ফাইনালে সমর্থকরাই শক্তি ইউনাইটেডের

বিলবাও, ২০ মে : বুধবার রাতে ইউরোপা লিগের ফাইনাল স্পেনের বিলবাওয়ে। ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার থেকে দূরত্বটা দেড় হাজার কিলোমিটারেরও বেশি। তবুও গ্যালারি ভরাবেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড সমর্থকরা। টটেনহাম হটস্পারের বিরুদ্ধে খেতাবি লড়াইয়ে সেই সমর্থকরাই শক্তি রুবেন অ্যামোরিমের দলের।

প্রস্তুতিতে খোশমেজাজে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড কোচ রুবেন অ্যামোরিম।

হোক না ইউরোপের দ্বিতীয় সারির টুর্নামেন্ট। ইউরোপা ফাইনালের আগে লাল ম্যাঞ্চেস্টার সমর্থকদের উন্মাদনায় এতটুকুও কমতি নেই। প্রিমিয়ার লিগে ‘সবচেয়ে খারাপ মরশুমেও’ এটাই একমাত্র আশার আলো রেড ডেভিলদের। সেই সমর্থকদের জন্যই শিরোপাটা জিততে চান লাল ম্যাঞ্চেস্টারের কোচ অ্যামোরিম। বলেছেন, ‘সমর্থকরা যে গ্যালারি ভরাবে তা আমার অজানা নয়। ওরা যেভাবে হোক সবসময় দলের পাশে থাকে। এবারও থাকবে। প্রয়োজনে সাঁতরে বা বিনা টিকিটেও। ওদের জন্যই যেভাবে হোক জিততে হবে ট্রফিটা।’ ফাইনালে সেরা একাদশটাই নামাবেন ইউনাইটেড কোচ। তারকা নির্ভর নয়, দলগত সংহতিতেই জোর দিচ্ছেন তিনি। তবে কাজটা সহজ নয়। তাই নিজের দলকে অ্যামোরিম বারবার সতর্ক করে দিচ্ছেন। বলেছেন, ‘খেতাব জিততে না পারলে কেউ মনে রাখবে না।’

ইউরোপা লিগের ফাইনালে আজ

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড
বনাম টটেনহাম হটস্পার
ম্যাচ শুরু : রাত ১২.৩০ মিনিটে, **স্থান :** বিলবাও
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলে অবনমনের আওতায় থাকা দলগুলির ঠিক ওপরেই রয়েছে ইউরোপা খেতাবের দুই দাবিদার। খারাপ পারফরমেন্সের নিরিখে একে অপরকে টেক্কা দিচ্ছে। অথচ ইউরোপা লিগে টটেনহাম হেরেছে মাত্র একটা ম্যাচ। এই পরিস্থিতিতে ইউরোপার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। তবে বাকিরা যতই বলুক, নিজেদের কৃতিত্বকে কোনওভাবেই খাটো করে দেখতে নারাজ স্পার্সের কোচ অ্যাঞ্জে পস্তেকোগ্লু। বলেছেন, ‘প্রিমিয়ার লিগে আমরা ভালো খেলতে পারিনি ঠিকই। তার মানে এই নয় যে আমরা ইউরোপা ফাইনালে খেলার যোগ্য নই। এটা আমরা অর্জন করেছি। এর বাইরে কে কোন জায়গায় রয়েছে তা নিয়ে ভাবছি না।’ আর ট্রফি জিতেই সব সমালোচনার জবাব দিতে চান তিনি।

হংকং ম্যাচের প্রস্তুতিতে সুহেল আহমেদ বাট।

সুহেলের প্রশংসায় মানোলো-শুভাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মে : সুহেল আহমেদ বাটের প্রংশসায় জাতীয় দলের হেড কোচ মানোলো মার্কুয়েজ থেকে ক্লাবে তাঁর সিনিয়ার শুভাশিস বসু।

এবারই প্রথম জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন এই কাশ্মীরি তরুণ স্ট্রাইকার। দলে যোগ দিয়েই যে তিনি নজর কেড়েছেন তা বোঝা যায় যখন মানোলো বলেছেন, ‘আক্রমণভাগে সুহেলের নড়াচড়া সত্যিই খুব তারিফযোগ্য। ওকে সুপার কাপে দেখেই আমার মনে ধরে। কারণ সেসময় দেখেছিলাম বক্সের মধ্যে ও অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আক্রমণ শানাচ্ছে, সঙ্গে গোলও করছে। ওর প্রশংসা করতেই হয়।’ শুভাশিস গত বছর থেকেই ক্লাব দলে তাঁকে দেখছেন। তাই সুহেলের খেলার স্টাইলও তাঁর জানা। গত মরশুমের বর্ষসেরা বাগান অধিনায়ক ক্লাবে যেমন জাতীয় দলেও আপাতত আগলে রাখছেন তার এই সতীর্থকে। শুভাশিস বলেছে, ‘সুহেল অত্যন্ত প্রতিভাবান ফুটবলার। যার প্রমাণ ও দিয়েছে সুপার কাপে। সুযোগ পেয়ে সেখানেই নিজেকে প্রমাণ করতে পারার ফলেই আজ ও জাতীয় দলে। ওকে অবশ্যই গাইড করার চেষ্টা করি। কারণ না হলে এই তরুণদের পক্ষেও নিজেদের মেলে ধরা কঠিন। ওকে বলেছি ভুল ত্রুটি মাথায় না রেখে সামনের দিকে তাকাতে।’ তাঁরা নিজেরাও আগের ম্যাচে যেসব ভুল ত্রুটি হয়েছে তা ভুলে গিয়ে নিজেদের সেরাটা মেলে ধরতে চান হংকংয়ের বিরুদ্ধে। বলেছেন, ‘বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কী কী ভুলত্রুটি হয়েছে সে সব ভুলে গিয়ে সামনের দিকে তাকাতে চাই। মানোলো স্যর আমাদের এই শিবিরে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কোথায় আমাদের উন্নতি করতে হবে। দলের মধ্যে নবীন-প্রবীণের একটা ভারসাম্য রয়েছে। সিনিয়ার হিসেবে চেষ্টা করি নতুনদের গাইড করতে। আশা করি হংকং -এর বিরুদ্ধে আমরা ভালো খেলে জয়ে ফিরতে পারব।’

মানোলো হংকং ম্যাচের আগে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, ‘হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচটা খুব সহজ হবে না। তাই ওই ম্যাচ খেলতে যাওয়ার আগে থাইল্যান্ড ম্যাচটা প্রস্তুতির জন্য সঠিক ম্যাচ হিসাবে দেখছি। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওদের ম্যাচটা আমি দেখেছি।’

আপাতত ব্যাংকক যাওয়ার আগে এই শিবিরটা ভালোভাবে কাজে লাগাতে চাইছে ভারতীয় দল।

শেষ ওভারে বাংলাদেশকে হারাল আমিরশাহি

শারজা, ২০ মে : শেষ ওভারে প্রয়োজন ১২ রান। হাতে ৩ উইকেট। এই পরিস্থিতি থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিতল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। বাংলাদেশের দেওয়া ২০৬ রানের লক্ষ্য তারা ছুঁয়ে ফেলল ১৯.৫ ওভারে। আন্তর্জাতিক টি২০-তে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এটাই তাদের প্রথম জয়। ফলে তিন ম্যাচের সিরিজ এখন ১-১। আজ শেষ ম্যাচেই হবে সিরিজের ফয়সালা।

সোমবার শুরুটা অবশ্য ভালো করেছিল বাংলাদেশ। প্রথম ৯ ওভারেই তারা কোনও উইকেট না হারিয়ে ৯০ রান তুলে নেয়। ৩৩ বলে ৫৯ রান করেন ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন অধিনায়ক লিটন দাস (৪০)। স্লগ ওভারে তৌহিদ হৃদয়ের ঝোড়ো ৪৫ রানে বাংলাদেশ ২০০ রানের গণ্ডি পার করে।

রান তাড়ায় নেমে আমিরশাহির জয়ের মঞ্চ গড়ে দেন অধিনায়ক মুহাম্মদ ওয়াসিম (৪২ বলে ৮২)। সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঠান্ডা মাথায় জয় এনে দেন হায়দার আলি (৬ বলে ১৫)।

ফের হার চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলের

ব্রাইটন, ২০ মে : প্রিমিয়ার লিগের খেতাব নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর হলটা কী লিভারপুলের? টানা তিন ম্যাচ জয় অধরা। যার সর্বশেষ সংযোজন সোমবার রাতে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের কাছে ৩-২ গোলে হার।

ব্রাইটনের মাঠে নেহাত খারাপ খেলেনি লিভারপুল। ম্যাচে প্রথমার্ধের শেষে এগিয়েছিল আর্নে স্লটের দলই। ৯ মিনিটে হার্ভে এলিয়ট ও প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ডমিনিক সোবোসলাই গোল করেন অল রেডসের হয়ে। মাঝে গোল শোধ ব্রাইটনের। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোল হজম করে হার। তার আগেই অবশ্য ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল লিভারপুল।

> সালাহ দুর্দান্ত মরশুম কাটিয়েছে। সবদিন তো কারও সমান যায় না। সবাই মানুষ।
>
> **আর্নে স্লট**

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সহজতম সুযোগটা নষ্ট করেন মহম্মদ সালাহ। লিভারপুল কোচ আর্নে স্লটও মনে করছেন, তৃতীয় গোলটা পেয়ে গেলে ফল অন্যরকম হতেও পারত। যদিও তার জন্য সালাহকে দোষারোপ করতে নারাজ তিনি। বলেছেন, ‘সালাহ দুর্দান্ত মরশুম কাটিয়েছে। সবদিন তো কারও সমান যায় না। সবাই মানুষ।’

ফাইনালের আহমেদাবাদ যাত্রার নেপথ্যে ব্রডকাস্টারদের হুমকিও

বৃষ্টির চোখরাঙানিতে স্বপ্নভঙ্গ ইডেনের

তারিখ	ম্যাচ	স্থান	সময়
২৯ মে	প্রথম কোয়ালিফায়ার	মুল্লানপুর	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৩০ মে	এলিমিনেটর	মুল্লানপুর	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১ জুন	দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার	আহমেদাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৩ জুন	ফাইনাল	আহমেদাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মে : ভারতীয় সেনার প্রত্যাঘাতের অপারেশন সিঁদুর ছিল অনেকটাই প্রত্যাশিত। ঠিক তেমনই প্রত্যাশিত ছিল ইডেন গার্ডেন্স থেকে আইপিএল ফাইনাল সরে যাওয়া।

দিন কয়েক আগে ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতির পর যখন স্থগিত আইপিএল ফের শুরুর মঞ্চ তৈরি হয়েছিল, ঠিক সেই সময়ই সামনে এসেছিল নয়া তথ্য। ইডেন থেকে সরে যাচ্ছে আইপিএল ফাইনাল। বদলে সেই ফাইনাল হবে আহমেদাবাদে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ সেই সম্ভাবনার প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই প্রতিবেদনেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিলমোহর দিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের গভর্নিং কাউন্সিল। বিকেলে গভর্নিং কাউন্সিলের ভার্চুয়াল বৈঠক চলেছে প্রায় ৫০ মিনিট। প্লে-অফ ও ফাইনালের কেন্দ্র নির্ধারণের একমাত্র অ্যাজেন্ডার বৈঠকে ইডেনে ফাইনাল ধরে রাখার জন্য সিএবি-র শীর্ষ কর্তারা মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার তরফে বোর্ডের গভর্নিং কাউন্সিলের কাছে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতার আবহাওয়া শেষ কয়েক বছর কেমন ছিল, তুলে ধরা হয়েছিল। সঙ্গে জানানো হয়েছিল, ৩ জুন কলকাতার আবহাওয়া কেমন থাকবে। আর এখানেই কাহানি মে টুইস্ট!

জানা গিয়েছে, ৩ জুন কলকাতায় বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে ৬৫ শতাংশ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই তথ্য গভর্নিং কাউন্সিলের প্রতিনিধিরা জেনে যাওয়ার পর ইডেন থেকে আইপিএল ফাইনাল সরিয়ে আহমেদাবাদে নিয়ে যেতে সমস্যা হয়নি। কলকাতার পাশাপাশি হায়দরাবাদের ম্যাচও সরে গিয়েছে নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে। কিন্তু কেন এমন হল? ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে ছানবিন চালিয়ে জানা গিয়েছে চমকপ্রদ তথ্য। শুধু বৃষ্টির সম্ভাবনাই ইডেন থেকে ম্যাচ সরে যাওয়ার একমাত্র কারণ নয়। আরও রয়েছে। সেটা হল ব্রডকাস্টারদের হুমকিও। সূত্রের খবর, আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রতিনিধি অভিষেক ডালমিয়া প্রবল চেষ্টা করেছিলেন ম্যাচ কলকাতায় রাখার। কিন্তু ব্রডকাস্টারদের হুমকির পর তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ব্রডকাস্টারদের তরফে বোর্ডকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভারত-পাক যুদ্ধের সম্ভাবনার কারণে আইপিএল স্থগিত হওয়ায় তাদের বিস্তর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তাই আইপিএল প্লে-অফের ম্যাচ ও ফাইনাল এমন কোনও কেন্দ্রে করা যাবে না, যেখানে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শেষপর্যন্ত যদি বোর্ড কলকাতাতেই ম্যাচ করতে চায়, তাহলে সেই ম্যাচের ইনসুরেন্স করা যাবে। ফলে বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে গেলে বড় আর্থিক ক্ষতির সামনে পড়বে বোর্ড।

ব্রডকাস্টারদের অনড় মনোভাব বুঝে যাওয়ার পর বিসিসিআই কর্তারা আর কোনও ঝুঁকির পথে হাঁটেননি। আহমেদাবাদ ও মুল্লানপুরে আইপিএল প্লে-অফ ও ফাইনাল আয়োজনের সরকারি ঘোষণা করে দেওয়া হয়। প্লে-অফ ও ফাইনালের কেন্দ্র সরকারিভাবে ঘোষণার পাশাপাশি গভর্নিং কাউন্সিলের তরফে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আজ। চেন্নাই সুপার কিংস বনাম রাজস্থান রয়্যালসের মঙ্গলবারের ম্যাচ থেকে শুরু করে বাকি থাকা আইপিএলের সব ম্যাচে বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়ালে 'কাটঅফ' সময় এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতদিন বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ফের খেলা শুরু অথবা অন্তত পাঁচ ওভারের ম্যাচ আয়োজনের জন্য রাত ১০.৫৬ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করা হত। এখন থেকে সেই অপেক্ষার সময় এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হল।

মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর প্রকাশিত খবরে সিলমোহর দিল আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল।

হতাশায় ডুবে ইডেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মে : ইঙ্গিত আগেই ছিল। কিন্তু তারপরও মরিয়া চেষ্টা হয়েছিল। বাংলা ক্রিকেটের শীর্ষকর্তারা ৩ জুন ইডেন গার্ডেন্সে অষ্টাদশ আইপিএল ফাইনাল আয়োজনে মরিয়া ছিলেন। তাঁরা স্থানীয় আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসের খোঁজ যেমন নিয়েছিলেন। ঠিক তেমনই শেষ কয়েক বছর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতার আবহাওয়া কেমন ছিল, তার তথ্যও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে পাঠিয়েছিলেন। বাস্তবে সিএবির যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ। আজ সন্ধ্যার দিকে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের তরফে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে, ইডেনে ফাইনাল ও কোয়ালিফায়ার টু-র ম্যাচ হচ্ছে না।

বিসিসিআইয়ের তরফে সরকারিভাবে ঘোষণার পর সন্ধ্যার দিকে সিএবিতে গিয়ে দেখা গেল হতাশার ছবি। সচিব নরেশ ওঝা, সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়দের শরীরীভাষায় হতাশা। একরাশ হতাশা নিয়ে সিএবি সভাপতি বলছিলেন, 'আমরা চেষ্টা করেছিলাম। আবহাওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যও আমরা বিসিসিআইয়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরও ফাইনাল হল না কলকাতায়। আমরা হতাশ। বোর্ড যা ভালো বুঝেছে, তাই করেছে।' বাংলা ক্রিকেটের অন্দরমহল থেকে দাবি করা হচ্ছে 'অবিচারের' শিকার হল বাংলা। অনেকে আবার রাজনৈতিক সমীকরণের অঙ্ক তুলে ধরে বোঝাতে চাইছেন, সিএবি বা ইডেনের মতো মাঠের জন্য এমন অসম্মান প্রাপ্য ছিল না।

- ৩ জুন ফাইনালের দিন কলকাতায় বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে ৬৫ শতাংশ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
- কলকাতার পাশাপাশি হায়দরাবাদের ম্যাচও সরে গিয়েছে চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে।
- ব্রডকাস্টাররা আইপিএল প্লে-অফের ম্যাচ ও ফাইনাল এমন কোনও কেন্দ্রে চাইছিলেন না, যেখানে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
- বাকি আইপিএলে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ফের খেলা শুরু অথবা অন্তত পাঁচ ওভারের ম্যাচ করার জন্য সময়সীমা এক ঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে।

বেঙ্গালুরুর ম্যাচ সরে লখনউয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মে : ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতি শেষে আইপিএল প্রত্যাবর্তনের রাতে 'ভিলেন' হিসেবে হাজির হয়েছিল বৃষ্টি। গত ১৭ মে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল। প্লে-অফের লড়াই থেকে ছিটকে গিয়েছিল কেকেআর।

আরসিবি বনাম এসআরএইচ

মাঝে কয়েকদিন পার। বেঙ্গালুরুর আকাশের এখনও মুখ ভার। আগামী কয়েকদিনে উদ্যাননগরীতে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সেই কারণেই ২৩ মে বেঙ্গালুরুতে নির্ধারিত থাকা আরসিবি বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ বেঙ্গালুরু থেকে সরিয়ে দেওয়া হল লখনউয়ে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে আজ এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, ২৩ মে লখনউয়ে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচটি বিরাট কোহলিদের হোম ম্যাচ হিসেবে দেখা হবে।

৪৩ রানের ইনিংসে চেন্নাই সুপার কিংসকে ভরসা জোগালেন আয়ুষ মাত্রে।

ধোনিদের ব্যর্থতার মাঝে উজ্জ্বল আয়ুষ

চেন্নাই সুপার কিংস-১৮৭/৮ রাজস্থান রয়্যালস-৩৮/১ (৪ ওভার পর্যন্ত)

নয়াদিল্লি, ২০ মে : এবারের আইপিএলের হতাশা ভুলে ভবিষ্যতের দিকে নজর দিতে হবে, প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার পর চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরের এমনটাই ভাবনা ছিল। কিন্তু সমস্যা হল, সুক্তোর মশলা দিয়ে বিরিয়ানি রান্না করা যায় না। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন সিএসকে-র অবস্থাও সেরকমই। সঙ্গে রয়েছে ব্যাটিং লাইনআপ ঠিক করতে না পারা। মঙ্গলবার যা আরও একবার চেন্নাইয়ের খেলায় প্রকট হল। মহেন্দ্র সিং ধোনিদের ব্যর্থতার দিনে কিছুটা লড়াই পাওয়া গেল তরুণ ওপেনার আয়ুষ মাত্রের (২০ বলে ৪৩) থেকে।

নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে এদিন টসে হেরে মাঠে নেমে শুরুতে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে চেন্নাই। অখ্যাত যুধবীর সিংয়ের (৪৭/৩) পেস সামলাতে না পেরে ৭৮/৫ হয়ে যায় হলুদ ব্রিগেড। ডেভন কনওয়ে (১০), উর্ভিল প্যাটেল (০), রবিচন্দ্রন অশ্বীন (১৩), রবীন্দ্র জাদেজাদের (১) ব্যর্থতা দেখে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন পেসার ডেল স্টেইনের টুইট, 'সিএসকে শুরুতে তিন উইকেট হারানোর পর দুই বোলারকে নামাল। ওদের অঙ্ক মাথায় ঢুকছে না।'

আয়ুষের আটটি চার ও একটি ছক্কায় সাজানো ইনিংসের ইতি টানেন তুষার দেশপান্ডে (৩৩/১)। আয়ুষের আউটের পর চেন্নাইকে টেনে তোলার কাজ করেন ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (২৫ বলে ৪২)। শিবম দুবের (৩৯) সঙ্গে ৫৯ রানের পার্টনারশিপে দলকে লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছে দেন ব্রেভিস। একটি ছয় মারলেও ১৭-তে আটকে যান ধোনি। প্রথমে ব্রেভিসকে তুলে নেওয়ার পর ফিরতি স্পেলে দুবে, মাহিকে তুলে নেন আকাশ মাধওয়াল (২৯/৩)। চেন্নাই থামে ১৮৭/৮ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত রাজস্থান ৪ ওভারে ১ উইকেটে ৩৮ রান তুলেছে। ক্রিজে সঞ্জু স্যামসন (১) ও বৈভব সূর্যবংশী (১)।

Affidavit

I, Saidur Rahman, S/O. Abdul Kaium, Vill-Askapara, P.O.-Sripur, P.S.-Pukhuria, Dist.-Malda. My father's actual name is Abdul Kaium which has been recorded in my Adhar, Voter, PAN & also Birth Certificate. That my father's name has been wrongly recorded as Abdur Kayum in my all Educational Testimonials. Abdul Kaium & Abdur Kayum is the same and one identical person from Chanchal JM IST Court on 21/04/2025. (C/116652)

e-Tender Notice

The undersigned invites sealed bids from eligible bidders for different type of works for NIT No. 1(e)/IGP, 2(e)/IGP, 3(e)/IGP, 4(e)/IGP & S/IGP/2025 dated-19/05/2025. Period of downloading bidding documents from e-procurement portal from 19/05/2025 to 27/05/2025 upto 3 P.M. For details contact 7431957398.

Sd/- Pradhan
Islampur Gram Panchayat
Vill-Chandpur, P.O.-Mihahat,
H.C.Pur-II Malda

কাঁচরাপাড়া রওনা হওয়ার আগে দক্ষিণ দিনাজপুর দল। -পঙ্কজ মহন্ত

দক্ষিণ দিনাজপুর দল রওনা আজ

বালুরঘাট, ২০ মে : উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়ায় আন্তঃ জেলা জুনিয়ার ভলিবলের জন্য ছেলে ও মেয়েদের দক্ষিণ দিনাজপুর দল বুধবার রওনা হবে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভলিবল সচিব অরিন্দম ঘোষ ঘোষিত ছেলেদের দলে রয়েছে রাহুল প্রামানিক, সঞ্জয় মহন্ত, মহম্মদ আতহার নাবিল, শঙ্কু বিশ্বকর্মকার, বিধান হালদার, সুজল শর্মা, রাজু পাল, সত্যদেব ভুইমালি, আকাশ দে, মনোজিৎ রায়, অরিজিৎ রায় ও রাজা পাল। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে বিশ্বজিৎ সরকার এবং সৌরভ টোপ্পো।

মেয়েদের দলটি এরকম-অনুপ্রিয়া রায়, নিরুপমা রায়, সোমা রায়, কবিতা সরকার, চুমকি সরকার, দেবী দেবশর্মা, মামুনি সরকার, পায়েল মাহাতো, রীতু মাহাতো, সঙ্গীতা মাহাতো, সাথী মিঞ্জি ও রানিবালা বর্মন। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে কিরণ মাহাতো এবং পঙ্কজ সরকার।

গুড্ডুর ৭০

পারডুবি, ২০ মে : পারডুবি ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার টিচার্স ইউনিট ৫ উইকেটে কিং চ্যালেঞ্জার্সকে হারিয়েছে। প্রথমে চ্যালেঞ্জার্স ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৬ রান তোলে। গুড্ডু বিশ্বাস ৭০ রান করেন। জবাবে টিচার্স ৫ উইকেটে ১২৭ রান তুলে নেয়। অসিত রায়শর্মা ৩৪ রান করেন।

অন্য ম্যাচে থান্ডার বোল্ডস ৬৯ রানে সানসাইন ওয়ারিয়রের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে থান্ডার ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৮ রান তোলে। আশরাফুল ইসলাম ৪৭ রান করেন। জবাবে ওয়ারিয়র ১১.৩ ওভারে ৫৯ রানে গুটিয়ে যায়।

দেশবন্ধুর ড্র

গাজোল, ২০ মে : দেশবন্ধু ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরির পুলিন হেমপ্রভা ট্রফি ফুটবল লিগে আয়োজকদের বিরুদ্ধে মালঞ্চা মানকা টুডু ফুটবল ক্লাবের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। দেশবন্ধুর ভুজু হেমরম ও মালঞ্চার বিশ্বনাথ কিস্কু গোল করেন। বুধবার খেলবে বলরামপুর ফ্রেন্ডস ক্লাব এবং শৈলেন এফসি।

আন্সেলোত্তির সহকারী হতে প্রস্তুত কাকা

ব্রাসিলিয়া, ২০ মে : প্রাক্তন গুরু-শিষ্য আবারও জুটি বাঁধতে পারেন ব্রাজিল জাতীয় দলে। ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে সেই সম্ভাবনা।

রিকার্ডো কাকাকে ব্রাজিলে সহকারী হিসাবে চাইছেন কার্লো আন্সেলোত্তি। গত কয়েকদিন ধরেই খবরটা ঘোরাফেরা করছে। এবার কাকা নিজেও ব্রাজিল জাতীয় দলে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বলেছেন, 'ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন চাইলে আমি জাতীয় দলকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।' তাঁর সংযোজন, '২০১৭ সালে খেলা ছাড়ার পর ক্রীড়া বাণিজ্য এবং ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের কোচিং ডিগ্রি অর্জন করেছি। দীর্ঘ ১৫ বছর ব্রাজিলের হয়ে খেলেছি। সুযোগ পেলে নতুন ভূমিকায় জাতীয় দলে ফিরতে চাই।'

আগামী মাসের শুরুতেই বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলবে আন্সেলোত্তির ব্রাজিল। এই পর্বে সম্ভবত পুরোনো সহকারীদের নিয়েই কাজ করবেন ইতালিয়ান কোচ। যদিও তাঁদের কারোর সঙ্গেই স্থায়ী চুক্তি হচ্ছে না। তাছাড়া কাকার সঙ্গে আন্সেলোত্তির সম্পর্কও দীর্ঘদিনের। তাঁর অধীনেই ক্লাব ফুটবলে সেরা সময়টা কাটিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ফলে সবদিক থেকে কাকার সহকারী হওয়ার পথ খোলাই থাকছে।

বাগানের ড্র, হার লাল-হলুদের

জামশেদপুর, ২০ মে : এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৫ জুনিয়ার লিগের মূলপর্বে গ্রুপের শেষ ম্যাচে আটকে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। মুম্বই সিটি এফসি-র সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল সবুজ-মেরুনের খুদেরা। অন্যদিকে, গ্রুপের শেষ ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসির কাছে ৮-২ গোলে হার ইস্টবেঙ্গলের। আট গোল হজমের দিনেও জোড়া গোল করে খানিকটা হলেও লাল-হলুদ জার্সির মান রাখলেন শিশির সরকার। পয়েন্ট খোয়ালেও গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিল বাংলার দুই দলই।

The all-new Škoda Kylaq. Own Your Dream.

Best-in-class

Boot space of 446 L | 6-way electrically adjustable seats for driver and co-driver | R17 Dual tone alloy wheels | Powerful, efficient and reliable 1.0 TSI engine

1 Year Complimentary SuperCare Package | 3 Year Standard Warranty** Roadside Assistance | 280+ touchpoints across India | Toll-free 1800 2700 260 www.skoda-auto.co.in | Test drive now

Sales: Siliguri: Global Motocorp LLP: 1800 1230 737; **Kolkata:** (AJC Bose Road, Mullick Bazar): Global Motocorp LLP: 1800 1230 737; (VIP Road, Baguiati): Global Motocorp LLP: 1800 1230 737; (Howrah): Global Motocorp LLP: 1800 1230 737; **Durgapur:** Global Motocorp LLP: 1800 1230 737

Service: Siliguri: Global Motocorp LLP: 1800 1230 737; **Kolkata:** Global Motocorp LLP: 1800 1230 737

T&C apply. *Sub-4 metre ICE vehicles, as per the BNCAP Rating. **The Škoda Kylaq comes with a standard warranty of 3 years or 100,000 km, whichever comes first. Škoda reserves the right to alter the details of specifications and service offerings without any prior notice. Images are for representation purposes only. Actual colour, features and specifications may vary. Above car picture is created with the help of computer graphics solely for the purpose of advertising. All disputes are subject to Mumbai court's jurisdiction only.